দেবযানী।

উপন্যাস।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩৪৭ সাল

কলিকাতা

৯৮ ১ নং চিৎপুর রোড, আর্য্য-পুস্তকালয় হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ।

অশেষ গুণ-সম্পন্ন বঙ্গীয় উপন্যাস-গুরু

রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

মহাত্মন্!

যে করে দেবরাজ ইন্দ্র পারিজাত-পুষ্প ধারণ
করেন, সেই করে ঋষিপ্রদত্ত বন-
কুসুমও ধারণ করিয়া থাকেন;
এই সাহসে অভাগিনী
"দেবযানীকে" আপ-
নার করে অর্পণ
করিতে সাহসী
হইলাম।

অনুগত—

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক।

দেবযানী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধাবসানে।

অন্ধকার! গাঢ় অন্ধকারময়ী রজনী—দ্বিহস্ত দূরের বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না—আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন—পবনদেব কুম্ভক-যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর রজনীতে এক অতি-বিস্তৃত প্রান্তরে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কেবল এই কয়েকটী কথা শ্রুতিগোচর হইতেছে—"জল দে প্রাণ যায়।" প্রান্তরের দৃশ্য আরও ভয়ানক; কামান, বন্দুক, তরবারি, ভগ্নশিবিকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, আর সেই সঙ্গে রাশীকৃত শব,—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত; কোন মুমূর্ষু "জল দে প্রাণ যায়" ইত্যাদি অস্ফুট রবে ক্রন্দন করিতেছে। দূরে পত্রশূন্য বৃক্ষ সকল প্রেতবৎ দণ্ডায়মান। কোথাও মৃতের বিকট দশন ও সিপাহীর উষ্ণীষের ক্ষীণ আলোক চিক্ চিক্ করিতেছে—আবার কোথাও

শবাহারী শৃগালের মুখনিঃসৃত আলোক আলেয়ার ন্যায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই ভয়ঙ্কর রজনীতে জনশূন্য প্রান্তরে এক দীর্ঘাকার প্রভূত বলশালী যুবাপুরুষ প্রজ্বলিত মশাল হস্তে বিচরণ করিতেছেন; আর চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "এ সময়ে আমি কাহারও কিছু উপকার করিতে পারি?" একবার দুইবার তিনবার যুবা প্রাণপণে চীৎকার করিল, কিন্তু কেবল "উপকার করিতে পারি" এই প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না।

নিরুপায় হইয়া যুবা দক্ষিণহস্তের প্রজ্বলিত মশাল বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে স্তূপীকৃত শবরাশি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রায় কেহই জীবিত নাই; যে দুই চারিটী জীবিত আছে, তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা এককালে নাই। তরবারী আঘাতে কাহারও গলদেশ ছিন্ন হইয়াছে, কেবল কিঞ্চিন্মাত্র স্কন্ধদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে—বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাহারও বা হস্তপদ উভয়ই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, স্থানান্তর করিবার সময়ের অপেক্ষা করিল না,—তখনই প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এইরূপে মশালের আলোকসাহায্যে এক এক করিয়া যুবা অনেক গুলি মুমূর্ষু পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কাহারও বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, হতাশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার দূর হইতে ক্ষীণকণ্ঠের কাতরোক্তি যুবার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল "জল দে প্রাণ যায়।" যে দিক হইতে এই কাতরোক্তি আসিতেছিল, যুবক সেই দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক পদাতিক সৈনিকবেশধারী বলিষ্ঠকায় যুবাপুরুষ মৃত্যুযাতনায় ছট্

কষ্ট করিতেছে। সৈনিকের সমস্ত পরিচ্ছদ রুধিরে সিক্ত হইয়াছে। এখনও পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া ক্ষত মুখ হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিত স্রাব হইতেছে। যুবা, আলোকসাহায্যে দেখিলেন, সে ক্ষত গুলির আঘাতজনিত। গুলি, দক্ষিণপঞ্জর ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া বহির্গত হইয়াছে। ভাবিলেন, শুশ্রূষা করিলে এ ব্যক্তি আরোগ্য হইলেও হইতে পারে। এই ভাবিয়া সযত্নে আহত সৈনিককে পৃষ্ঠে বহনকরতঃ প্রান্তরপারস্থ নদীসৈকতে শয়ন করাইয়া হস্তস্থ মশাল ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত করিলেন। সৈনিক নিস্পন্দ; যুবা ভাবিলেন মৃত্যু হইয়াছে—পরিশ্রম বৃথা হইল; কিন্তু তখনও ক্ষতমুখে রক্ত স্রাব হইতেছে। যুবা অতি শীঘ্র সৈনিকের পরিচ্ছদ খুলিয়া দিলেন।

যুবক নিজ পরিধেয়বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্নকরতঃ নদীজলে সিক্ত করিয়া সেই জল সৈনিকের মুখে দিয়া সিক্ত বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ক্ষতমুখে বাঁধিয়া দিলেন। অনেকক্ষণের পর সৈনিকের চৈতন্য হইল, আবার সৈনিক জলপানেচ্ছা প্রকাশ করিল,—আবার যুবক নদীজলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া সৈনিকের মুখে জল দিলেন। এইবার সৈনিকের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া কহিল, "আমি কোথায়?" যুবা পুরুষ উত্তর করিলেন "তুমি আমার নিকট, অতি উত্তম স্থানে আছ, তোমার কোন ভয় নাই, বল আমি এ সময়ে তোমার কোন উপকার করিতে পারি কি না।" সৈনিক কহিল "আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমার উপকার করিলে কোন পুণ্য হইবে না, বরং যাহাতে আমার শীঘ্র মৃত্যু হয়, তাহার

উপায় করুন; পুণ্য বই পাপ হইবে না।” “অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার মনের অভিলাষ জানিতে পারিলে পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতাম” যুবা এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। সৈনিক বলিল, “একটু জল দিন্ পিপাসায় প্রাণ যায়।” যুবক মুখে জল দিলে সৈনিক বলিতে লাগিল “মহাশয়! আমি কাহার নিকট কোন প্রকার উপ-কারের প্রত্যাশা রাখিনা; তবে যদি কেহ আমার স্ত্রীর সংবাদ,—মৃতা কি জীবিতা বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে মরিতে পারি।” যুবক বলিলেন, “তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়, আমি এ সকল কিছুই অবগত নহি; যদি সংক্ষেপে বলিতে পার, তার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সন্ধান করিলে পাওয়া যায়, তবে চেষ্টা পাই।” সৈনি-কের মুখে ঘড়ঘড়ি উঠিল। আবার যুবক তাহার মুখে জল দিলেন। এই বার সৈনিক অতিকষ্টে কহিল, “আমার পরিচ্ছদ মধ্যে এক খানি পত্র আছে, পাঠ করিলে সমস্তই জানিতে পারি-বেন।” যুবা পরিচ্ছদ মধ্য হইতে পত্র বাহির করিয়া মশালের আলোকসাহায্যে পাঠ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। যুবকের আয়তচক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন “তোমার কন্যা অদ্যাপি জীবিতা আছে, আর তোমার স্ত্রী—অহো! বলিতে প্রাণ বিদীর্ণ হয়—তোমার স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।” পট্ পট্ শব্দে সৈনিকের বন্ধন ছিন্ন হইয়া ক্ষতমুখ হইতে প্রবল বেগে শোণিতধারা বহিতে লাগিল। সৈনিক কি বলিতে ছিল, মুখে ঘড়ঘড়ি উঠিল, আর বলিতে পারিল না। সৈনি-

কের অন্তিমকাল দেখিয়া যুবক বলিলেন, "ভাই! এ সময় আর স্ত্রীকন্যার ভাবনা ভাবিও না; যিনি ভাবনারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান,—একবার তাঁহাকে ভাব।" চক্ষের জলে সৈনিকের বক্ষ প্লাবিত হইল; সৈনিক জড়িতস্বরে একবার "রা—ম" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এতক্ষণ আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, এইবার প্রবলবেগে বায়ুর সহিত তড় তড় রবে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল; আর ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত মশালও নিবিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পথিক।

বৈশাখ মাস—বেলা দুই প্রহর—ভয়ানক রৌদ্র—পথে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই—পবন দেব ধূলি লইয়া হোলি খেলা করিতেছেন; এমন সময়ে একজন পশ্চিমদেশীয় দীর্ঘাকার যুবাপুরুষ বিপাসানদীতীরস্থ সমতলভূমির উপর দিয়া অমৃতসর অভিমুখে গমন করিতেছে। যুবার পরিধানে এক খানি অতি মলিন বস্ত্র মালকুস্তি ধরণে কটিতে সংবদ্ধ; স্কন্ধে কাল রংঙের এক খানি কম্বল, হস্তে বৃহৎ বংশযষ্টি, পায়ে কদাকার এক জোড়া নাগোরা জুতা, মস্তকে স্ত্রীলোকের

ন্যায় এক রাশী রুক্ষকেশ পৃষ্ঠদেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্মশ্রুজালে আবৃত। এই ভয়ানক আকৃতির যুবা পুরুষ "উঃ আর তো চল্‌তে পারিনে" বলিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণের পর কি ভাবিয়া বলিল "না, এখানে বসিয়া থাকিলে কোন ফল হইবে না। ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত, যদি ভগবান্ আজও আহার না জোটান, তবে নিশ্চয়ই চলৎশক্তি হীন হইব। আজ যে কোন উপায়েই হউক আহার্য্য সংগ্রহ করিবই করিব।" যুবা অধোবদনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই রূপ চিন্তা করিয়া "শিব শিব শঙ্করজী" শব্দে অমৃতসরের বাজার অভিমুখে চলিল।

যে বৃক্ষমূলে যুবা বসিয়াছিল, সেখান হইতে বাজার অধিক দূর নহে; সুতরাং বাজারে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। যুবা বাজারে পৌঁছিল বটে, কিন্তু আজ হাটে, হাট বসে নাই, অধিকাংশ দোকান বন্ধ; বাজারে যে অল্প-সংখ্যক লোক দৃষ্ট হইতেছিল, তাহারা সকলেই ভয়চকিত; যেন কখন কি হয়, কখন কি হয় এই ভাবিতেছে। এরূপ হইবার কারণ, কয়েক দিবস পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল যে,—বিখ্যাত দস্যু তান্তিয়াতোপী নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; অতএব নগরবাসীগণ বিশেষ সতর্ক থাকিবে। এই জন্যই হাটের এরূপ অবস্থা। অনেক অনুসন্ধানের পর যুবা একখানা দোকানের সম্মুখে আসিয়া দোকানদারকে কহিল "মহাশয়! আমি দুই দিবস পর্য্যন্ত অনাহারী, অদ্যও প্রায় অপরাহ্ন হইয়াছে, আমাকে

যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য ও অগ্ন রাত্রে থাকিবার স্থান দিন, বিনিময় স্বরূপ এই কম্বল খানা দিতেছি”। দোকানদার ইতিপূর্ব্বে অপর এক ব্যক্তিকে দুই পয়সা মূল্যের কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পয়সা দুইটী তহবিলে ফেলিতেছিল, ইত্যবসরে যুবক আসিয়া এই কথা গুলি বলায় দোকানদারের হাতের পয়সা হাতেই রহিল; যুবককে দেখিয়া ভয়ে হাঁ——না——তা, ইত্যাদি অস্ফুট প্রলাপ বকিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলির গ্যায় বসিয়া রহিল। দোকানের ভিতর অপর এক ব্যক্তি আহার করিতেছিল; সে ব্যাপার দেখিয়া “বাবারে মা” শব্দে এক লম্ফে দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দৌড়িল। একে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাহার উপর দোকানদারের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুবক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া দোকানদারের হাতের পয়সা দুইটী কাড়িয়া লইয়া পার্শ্বস্থ আর একটা দোকানে উপস্থিত হইলেন। এখানকার অবস্থা আরও ভয়ানক; গোলযোগ শুনিয়া দোকানদার পূর্ব্ব হইতেই পলায়ন করিয়াছে। যুবক দেখিলেন, বাজার মধ্যে খাদ্যসংগ্রহ করা সুকঠিন, সুতরাং নগর মধ্যে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে অতিথি হইবেন স্থির করিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নিমেষমধ্যে বাজারের ভিতর এই মহা রব উঠিল যে,—তাস্তিয়াতোপী বাজার লুঠ করিতেছে। গোলযোগ নগরে পৌছিতেও অধিক বিলম্ব হইল না। যথাকালে শান্তিরক্ষক প্রহরীগণ সংবাদ পাইয়া তাস্তিয়াতোপীকে ধৃত করিবার জন্ম চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি

মুখের গ্রাস ফেলিয়া প্রাণটা হাতে করিয়া দৌড়িতেছিল, সে একদল শান্তিরক্ষক সিপাহীর সম্মুখে পড়িল। সিপাহীগণ জীবনে কখন তান্তিয়াতোপীকে দেখে নাই, কেবল নাম মাত্র শুনিয়াছে; এ ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া যায়, দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি তান্তিয়া; নচেৎ দৌড়িবে কেন?—সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে ধরিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। পলায়মান ব্যক্তি দুই চারি ঘা প্রহার খাইয়া বলিল "ভাই সকল আমাকে মার কেন, আমি কি অপরাধ করিলাম?" একজন সিপাহী কহিল, "তোম্ শালা তান্তিয়াতোপী হেঁয়, তোম্‌কো মারেঙ্গে নেহিতো ক্যা পূজা করেঙ্গে"। অপর একজন সিপাহী এ ব্যক্তিকে চিনিত, সে বলিল "আরে ভাই ইস্‌কা মৎ মারো, হাম্ ইস্‌কো পছন্‌তে হেঁয়। এ বাজারকো গোলদার কো নকর হেঁয়" তখন সিপাহীগণ মারপিট বন্ধ করিয়া তাহাকে দৌড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, তান্তিয়াতোপী তাহাকে ধরিয়াছিল, সে কোন সুযোগে পলায়ন করিতেছে; তান্তিয়া এখনও বাজার মধ্যে আছে, ধৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর তান্তিয়াতোপী মস্ত ঢেঙা, বিকট মূর্ত্তি, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, হাতে বাঁশের লাঠি ইত্যাদি।

এখন সিপাহীগণ তাহাকে ছাড়িয়া দলে দলে বাজারাভিমুখে দৌড়িল। যে দোকানদারের দোকানে যুবক আহার্য, ও স্থান ভিক্ষা করিয়াছিল, সে চৈতন্য লাভ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে,—এমন সময়ে সিপাহীগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমারা ঘর্‌মে তান্তিয়াতোপী ঘুসা?" দোকানদার ভয়েই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক বলিল, "তান্তিয়া-

তোপী কি, কে তা জানি না। তবে, মাথায় লম্বা চুল, হাতে বাঁশের লাঠি, এক ব্যক্তি তাহার দোকানে আসিয়াছিল বটে,—আর দুইটা পয়সার পরিবর্ত্তে দুই শত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া একটী ছোট খাট রকমের সত্যবাদিতার পরিচয় দিল। এবার সিপাহীগণ ভদ্র অভদ্র যাহার মাথায় লম্বা চুল ও হাতে বাঁশের লাঠি ইত্যাদির কোন চিহ্ন দেখে, তাহাকেই তান্তিয়া বলিয়া ধরে, আর প্রহার করে। এই গোলযোগে অমৃতসরবাসী অনেকেই মস্তকের লম্বা চুল কাটিয়া ও সখের বংশযষ্টি অগ্নিদেবকে উপহার দিয়া সে যাত্রা প্রহারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার নাম তান্তিয়াতোপী।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। তারকাপূর্ণ গগনে চন্দ্রদেব পূর্ণ ষোলকলায় উদিত হইয়া কুমুদিনীর উপর অজস্রধারে জ্যোৎস্না রাশি ঢালিতেছেন। প্রকৃতিসুন্দরী শান্তিময়ী—শান্তিময়ী হইলেও আজ অমৃতসরের ভাগ্যে নহেন। আজ অমৃতসরের ভয়ানক দিন। যে অমৃতসর সন্ধ্যাকালে "শিবহর শিবহর গৌরীশঙ্কর হরিহর" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইত; আজ

[২]

সেখানে সদ্যজাত শিশুও ভয়ে কাঁদে না। রাজপথে নাগরিকের সমাগম নাই,—নগরবাসী সকলেরই দ্বার রুদ্ধ; কেবলমাত্র একটী বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত; দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। যেখানে মহারাজা রণজিৎসিংহ খাত দ্বারা ইরাবতী ও বিপাশা নদীর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, ঠিক তাহারই সম্মুখে এই অট্টালিকা অবস্থিত। অট্টালিকার অনতিদূরে শীখতীর্থ গোবিন্দগড়; পার্শ্বে শীখ-গুরু রামদাসস্থাপিত গুরুগোবিন্দ সিংহের মন্দির।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত যুবক অতিকষ্টে এই অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল "এ বাটী কাহার?" প্রহরী যুবকের আকৃতি দেখিয়াই পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু পলাইলে পাছে স্বজাতীয় প্রহরীরা কাপুরুষ মনে করে, এই ভাবিয়া সাহসভরে বলিল, "গুরু সীতারামসিংহের"। বলা বাহুল্য প্রহরী পদমর্য্যাদায় হাবেলদার। যুবক কহিল, "তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের বিশেষ আবশ্যক, তুমি তোমার প্রভুর নিকট সংবাদ দাও।" প্রহরী ভয়ে দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে সীতারামসিংহের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল।

এই বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে একটী প্রকোষ্ঠ অতি উচ্চ অঙ্গে সুসজ্জিত—হর্ম্ম্যতল কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য গালিচায় আবৃত—প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিক সুনিপুণ চিত্রকরচিত্রিত চিত্র দ্বারা সজ্জিত; এক পার্শ্বে বৃহৎ মুকুর দণ্ডায়মান; মধ্যস্থলে মার্ব্বলপ্রস্তরনির্ম্মিত টেবিল—তাহার উপর বেদ, বেদান্ত, দর্শন, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তররামচরিত, প্রভৃতি একরাশি

গ্রন্থ সজ্জিত রহিয়াছে। টেবিলের সম্মুখে একখানি কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে এক অশীতিপর বৃদ্ধ চার্ব্বাক পাঠ করিতেছেন, আর এক এক বার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুজাল মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া নিপীড়িত করিতেছেন।

প্রহরী অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ! নগর মধ্যে আজ ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত, বিখ্যাত দস্যু তান্তিয়াতোপী বাজার লুঠ করিতেছে; অনুমতি হয়তো ফটক বন্ধ করিয়া রাখি। আর একটা বিকটাকার লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ মানসে দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে; বোধ হয় দস্যু হইলেও হইতে পারে।" বৃদ্ধ প্রহরীর মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ রুক্ষভাবে কহিলেন, "যে সকল লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে, তুমি তাহাদের প্রতিবন্ধক হও কেন? চিকিৎসক এক ডাকে উত্তর দিবে. আর ধর্ম্মযাজক গুরু পুরোহিতের গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, এ কথা আমি তোমাকে অনেকবার বুঝাইয়া দিয়াছি; কেন যে তোমার স্মরণ থাকে না, তাহা বুঝিতে পারি না। দ্বার বন্ধ করিবার আবশ্যক করে না; তান্তিয়াই হউক, আর যে কেহই হউক, আমার কোন প্রকার অপকার করিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। তোমাকে পুনর্ব্বার সাবধান করিয়া দিতেছি, দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে, আর সাক্ষাৎকারী আগন্তুকের দ্বার অবারিত,—সময় অসময় বিবেচনা করিবার আবশ্যক করে না। যাও, যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে যত্নের সহিত লইয়া আইস।" এই বলিয়া বৃদ্ধ আবার চার্ব্বাক পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রহরী দ্বিরুক্তি

না করিয়া যুবকের নিকট আসিয়া কহিল, "মহাশয়! আমার সঙ্গে আসুন।" যুবক প্রহরীর সঙ্গে যাইতে যাইতে কহিল, "এ বাটীতে গুরু সীতারাম সিংহ ব্যতীত আর কে বাস করে?" প্রহরী কহিল "মহারাজ ব্যতীত আর কেহ নহে।" প্রহরী যুবককে সীতারামসিংহের গৃহ দেখাইয়া দিয়া অনুমতি অপেক্ষায় দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক গৃহে প্রবেশ মাত্র সম্মুখে সীতারামসিংহকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহাশয়! যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।" সীতারামসিংহ কহিলেন, "অপেক্ষা করুন আনাইয়া দিতেছি। বোধ হয় পরিচয় দিবার বাধা না থাকিতে পারে; আপনার নাম কি?" একে পথশ্রান্তি আবার ক্ষুধায় কাতর, এ সময়ে শিষ্টাচারপ্রদর্শন বা পরিচয় দান করা যুবকের পক্ষে মহাকষ্টকর হইয়া উঠিল। যুবকের পরিচয় দান করিতে ইচ্ছা ছিল না, এই জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যুবকের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া সীতারাম সিংহ কহিলেন, "মহাশয় পরিচয় দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আপনার পরিচয়ে আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই, কেবল আপনি কোন্ বর্ণ তাহাই জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছি; আর ভদ্রলোকের নিকট ভদ্রলোকের পরিচয় দেওয়াই রীতি, না দেওয়া ভদ্রতাবিরুদ্ধ।" ভদ্রাভদ্রের কথা শুনিয়া যুবকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মহাশয়! যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আপনার সহিত এইমাত্র সম্বন্ধ; এ অবস্থায় পরিচয় যদি এতই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে

শুনিতে প্রস্তুত হউন। শুনুন মহাশয়! আমার নাম—আমার নাম বলিয়া যুবক অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিল "আমার নাম তান্তিয়াতোপী!"

দ্বারের নিকট প্রহরী অনুমতি অপেক্ষা করিতেছিল. নাম শুনিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহার হস্ত হইতে কোষশুদ্ধ তরবারি ভূমে পড়িয়া গেল। যুবক পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে কহিল "হয় আহার্য্য ও অদ্য রাত্রের জন্য স্থান দিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন, না হয় রাজপুরুষহস্তে আমাকে সমর্পণ করুন, অধিক বাক্যব্যয় বৃথা।" এতক্ষণের পর বৃদ্ধ কৌচ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যুবককে কহিলেন, "হইতে পারে আপনি দস্যু—হইতে পারে আপনার নাম তান্তিয়া-তোপী; আহার্য্য ও স্থান দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন; প্রহরী আপনার নাম শুনিয়া জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।" বৃদ্ধ অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া অজ্ঞান প্রহরীকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইহাকে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা দ্বারা চৈতন্যোৎপাদন কর, আর অদ্য রাত্রে আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ যেন বাটীর বাহির হইতে না ভিতরে প্রবেশ করিতে না পায়।" সে ব্যক্তি যে আজ্ঞা বলিয়া সেই প্রহরীকে লইয়া প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তান্তিয়া তাঁহারই কৌচে উপবিষ্ট। বৃদ্ধকে দেখিয়া বলিল "কি মহাশয়! কি স্থির করিলেন? আহার্য্য ও স্থান দিবেন, না রাজপুরুষ হস্তে সমর্পণ করিবেন?" বৃদ্ধ সীতারামসিংহ হাস্য করিয়া কহিলেন,

"ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই রাজপুরুষহস্তে সমর্পণ করিতে পারি এরূপ ক্ষমতা রাখি; কিন্তু তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ভগবান্ নিজেই করিতেছেন এবং করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

"সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব। এ সকল তাঁহারই কার্য্য, এতে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক করে না।. তবে যে, সময়ে সময়ে করিতে হয়, সে সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। যাহা হউক আপনি অতিথি: অতিথি সাধু কি দস্যু সমালোচনা করিবার আবশ্যক করে না। আমার সঙ্গে আসুন আহার্য্য ও স্থান দিতেছি।" যুবক কহিল "আপনার ভদ্রতায় সন্তুষ্ট হইলাম।" সীতারামসিংহ যুবককে আহারের জন্য সেই অট্টালিকাস্থ একটী কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। ভৃত্যবর্গ সকলেই ভীত হইয়াছিল, কেবল সীতারামসিংহের ভয়ে পলায়ন করিতে পারে নাই। সীতারামসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত; কিন্তু পাচক বা ভৃত্য কেহই উপস্থিত নাই। সীতারাম সিংহ বিরক্ত হইয়া পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিলেন; ডাকিবা মাত্র পাচক কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারপার্শ্বে উপস্থিত হইল; সীতারামসিংহ কুপিত হইয়া বলিলেন, "অতিথির প্রতি এরূপ অযত্ন কেন? আমাকে কি প্রতিদিন এই সকল পাত্রে এইরূপ যত্নের সহিত আহার্য্য দাও?" একে

দস্যুভয়ে ভীত, তাহার উপর সীতারামসিংহকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে পাচকের বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। সীতারাম সিংহ কহিলেন, "এ সমস্ত লইয়া যাও, প্রত্যহ আমাকে যেরূপভাবে রৌপ্যনির্ম্মিতপাত্রে আহার্য্য দিয়া থাক, ইঁহাকেও তদ্রূপভাবে দাও।" প্রাণটী হাতে করিয়া পাচক পূর্ব্বরক্ষিত আহার্য্য লইয়া গিয়া পুনরায় রৌপ্যপাত্রে আহার্য্য দিয়া গেল; সীতারামসিংহ দস্যুকে কহিলেন, "আহার করুন"; দস্যু বিনা বাক্যব্যয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইল। আহার করিতে করিতে কহিল, "মহাশয় অদৃষ্টে অনেক দিন এরূপ আহার যোটে নাই।" সীতারাম সিংহ কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। দস্যুর আহার সমাপন হইলে সীতারাম সিংহ স্বহস্তে তাম্বূল দিয়া কহিলেন, "আসুন শয়নগৃহ দেখাইয়া দিতেছি।" দস্যু, সীতারানসিংহের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া অধো-বদনে চিন্তা করিতে লাগিল। সীতারামসিংহ কহিলেন, "শয্যা প্রস্তুত, বিশ্রাম করুন।" দস্যু কহিল "আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু——"কিন্তু বলিয়া দস্যু ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। সীতারামসিংহ কহিলেন "কিন্তু কি? আপনি শয়ন করিলে পর যদি রাজপুরুষ-দিগকে ডাকিয়া তাহাদের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করি, বোধ হয় ইহাই ভাবিতেছেন; সে ভয় করিবেন না, আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই রাজপুরুষহস্তে সমর্পণ করিতে পারি। আর যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়; দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে যথা ইচ্ছা

প্রস্থান করিতে পারেন।" "পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এক পদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই; আপনার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া আমি আত্মসমর্পণ করিলাম; সদ্বিবেচনায় যাহা হয় করিবেন" বলিয়া দস্যু নীরব হইল। "তাহাই হইবে, আপনি বিশ্রাম করুন" বলিয়া সীতারাম সিংহ শয়নকক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাঠগৃহে আসিয়া আবার চার্ব্বাক পাঠ করিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া সীতারামসিংহ তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য সীতারামসিংহ নিজ শয়নাগারে দস্যুকে শয়ন করিতে দিয়াছিলেন বলিয়া আজ এখানে শয়ন করিলেন।

সীতারামসিংহ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে দস্যু শয়ন করিল বটে--কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "যদি সীতারাম আমাকে রাজপুরুষহস্তে সমর্পণ করেন, তবে নিশ্চয়ই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে ভীত বা দুঃখিত নহি; কেবল যে ব্রত উদযাপন জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, স্বহস্তে তাহার পূর্ণাহুতি দিতে পারিব না ইহাই মহাদুঃখ।" আবার ভাবিল "না, সীতারামসিংহ যেরূপ ভদ্রলোক তাহাতে বিশ্বাস হয় না যে তিনি আমাকে রাজপুরুষহস্তে সমর্পণ করিবেন।" দস্যুর মনে শান্তি নাই; আবার ভাবিল, হয়তঃ উপযুক্ত অবসর পান নাই বলিয়া এতাবৎকাল ভদ্রব্যবহার করিতেছেন। হয়ত এতক্ষণ তিনি শান্তিরক্ষকদিগকে সংবাদ পাঠাইয়াছেন।"

অধৈর্য্য হইয়া দস্যু উন্মত্তের ন্যায় কক্ষমধ্যে পদচালনা করিতে লাগিল। পালঙ্কের নীচে একটা বিড়াল শুইয়াছিল, সেটা মনুষ্যের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। বিড়ালটা যে পলাইয়া গেল, দস্যু তাহা দেখিতে পাইল না, কেবল পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ভাবিল "আর কিছুই নহে, এ সমস্ত সীতারামসিংহের চাতুরী, নচেৎ এই জনশূন্য পুরীতে কিসের পদশব্দ হইতেছে; নিশ্চয়ই রক্ষিপুরুষেরা আমাকে ধরিবার জন্য আসিয়াছে।" দস্যু অধিকতর অধৈর্য্য হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। দস্যু একবার কক্ষমধ্য হইতে বাতায়ন দিয়া মুখ নত করিয়া নিম্নে দৃষ্টি করতঃ বাহিরে গেল। যে ঘরে সে আহার করিয়াছিল, সেই ঘর হইতে উচ্ছিষ্ট রৌপ্যবাসনগুলি নিজ পরিধেয় বসনের দ্বারা উত্তমরূপে কটিতে বন্ধনকরত পুনরায় শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। শয্যাগৃহের বাতায়ন খড়খড়ির দ্বারা আবৃত; গরাদের নাম মাত্র ছিল না; সুতরাং দস্যু নিজ কম্বলের এক অংশ খড়খড়ির পাকিতে উত্তমরূপে বন্ধনকরতঃ অপর অংশ ধারণ করিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িবামাত্র সমতলভূমি পদে সংলগ্ন হইল। দস্যু অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া লৌহরেল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লাহোর অভিমুখে পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রস্থান।

সীতারামসিংহ প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতেন, অদ্যও স্নানান্তে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে একটা অস্ফুট গোল-যোগ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। গোলযোগ আর কিছুই নহে, পরিচারকেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে, দস্যু রূপার বাসনগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া কেহই সীতারামসিংহের নিকট সংবাদ দিতে পারিতেছে না। সন্ধ্যাবন্দনাদির পর সীতারামসিংহ একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "গত কল্য যে ব্যক্তি অতিথি হইয়াছিল, সে রূপার বাসনগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে!"

সীতারামসিংহ কহিলেন, "তুমি তাহাকে বাসন লইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছ?"

ভৃত্য কহিল "আজ্ঞা না; এইমাত্র আর একজনের মুখে শুনিলাম।"

সীতারামসিংহ কহিলেন "যখন তুমি নিজ চক্ষে দেখ নাই, তখন শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া এক জনের নামে দোষারোপ করিতেছ কেন? যাও, আর যেন কেহ এ কথার আন্দোলন না করে।"

সীতারামসিংহ যে কক্ষে দস্যুকে শয়ন করিতে দিয়াছিলেন

তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দস্যু নাই—পলায়ন করিয়াছে; উচ্ছিষ্ট বাসন ব্যতীত শয়নকক্ষে প্রচুর বহুমূল্য তৈজসাদি ছিল, দস্যু তাহার কিছুই গ্রহণ করে নাই। অনেকক্ষণের পর সীতারামসিংহের খড়খড়ির উপর দৃষ্টি পড়িল,—দেখিলেন খড়খড়ির পাকির সহিত কম্বলখানি দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি আস্তে আস্তে কম্বলখানি খুলিয়া একজন ভৃত্যকে কহিলেন, "এখানি ভাল করিয়া রাখিয়া দাও।" ভৃত্য সেই শতছিদ্র কম্বল যথারীতি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিল।

সীতারামসিংহ শয়নকক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিবামাত্র শতাধিক সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হইয়া তান্তিয়াতোপী তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। দস্যুর উভয় হস্ত পশ্চাৎভাগ হইতে হাতকড়ি দ্বারা আবদ্ধ। যিনি রাজপুরুষদিগের প্রধান, তিনি সীতারাম সিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "এব্যক্তির নিকট অনেকগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত বাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; বাসন কাহার জিজ্ঞাসা করায় মহারাজের নাম করিতেছে। এ ব্যক্তি আপনার পরিচিত এবং বাসনগুলি আপনার কি না জানিতে ইচ্ছা করি।"

সীতারামসিংহ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "হাঁ, এ ব্যক্তি আমার পরিচিত এবং বাসনগুলি আমার; আমি ইহাকে দান করিয়াছি।"

চোর অনুমানে এ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। ইনি যখন আপনার পরিচিত এবং বাসনগুলি আপনি দান করিয়াছেন, তখন এই ভদ্রলোককে বৃথা কষ্ট দিয়া আপনার নিকট বিশেষ লজ্জিত হইলাম—ক্ষমা করিবেন।" রাজপুরুষ, দস্যুর বন্ধন

মোচন করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার পর সীতারাম-সিংহকে অভিবাদন করিয়া স্বদলে প্রস্থান করিলেন।

রক্ষীগণ প্রস্থান করিল, কিন্তু দস্যু প্রস্থান করিল না—হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সীতারামসিংহ দস্যুকে কহিলেন, "তোমার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, বাটীর ভিতর আইস।" দস্যু, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার পশ্চাৎগামী হইল।

সীতারামসিংহ শয়নকক্ষের পালঙ্কের উপর দস্যুকে উপবেশন করাইয়া আপনি পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "উচ্ছিষ্ট বাসন ব্যতীত এই কক্ষে প্রচুর বহুমূল্য তৈজসাদি ছিল, সে গুলি লও নাই কেন? এই হীরকমণ্ডিত তাম্বূলাধার, এই সুবর্ণনির্ম্মিত শামাদান, এ সকলের মূল্য বাসন অপেক্ষা শতগুণে অধিক; এ গুলি না লইয়া কেন যে উচ্ছিষ্ট বাসন-গুলি লইয়াছিলে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক স্বইচ্ছায় বাসনগুলি লইয়াছ—লও, আর আমি তোমাকে এইগুলি দান করিতেছি।" সীতারামসিংহ, দস্যুকে হীরকমণ্ডিত তাম্বূলাধার এবং সুবর্ণনির্ম্মিত শামাদান দিয়া কহিলেন, "আপাততঃ ইহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইবে, তাহাতে কিছু দিনের নিমিত্ত তোমার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। তৎপরে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিও। এরূপে অর্থ উপার্জ্জন করা সমাজ এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। হইতে পারে, তুমি এই অর্থ নিজ সেবায় নিয়োজিত না করিয়া পরোপকারে ব্যয় করিবে, কিন্তু ডাকাতী করিয়া দুর্গোৎসব করায় কোন পুণ্য আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।"

এইবার দস্যুর চক্ষে জল আসিল। দস্যু সীতারাম-সিংহের পাদমূলে পড়িয়া কহিল, "গুরুদেব! মনে করিবেন না যে এই সকল অর্থ নিজসেবায় নিয়োজিত করিব। অদ্যাবধি যত অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমুদয় জননী জন্মভূমির চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি; উপযুক্ত সময়ে তাহারই উদ্ধারকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। তবে, এই সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ অধীনস্থ লোকদিগের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য ব্যয় করিতে হয়; নচেৎ তাহারা বশে থাকে না। আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে কোন কার্য্যই হইবে না। এক্ষণে আমি আর কিছুই চাহি না, বলুন ইহাতে পাপ আছে কি না; যদি থাকে, তবে উপদেশ দিন কোন্ পথ অনুসরণ করিব।"

সীতারামসিংহ পাদমূল হইতে দস্যুকে বাহু ধরিয়া নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার সহিত আমার পরিচয় নাই সত্য, কিন্তু তোমার কোন বিষয়ই আমার অগোচর নাই। প্রথমে তোমাকে চিনিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সাহসী পুরুষ বলিয়া মনে ধারণা হইয়াছিল। এখন মনে হইতেছে তোমাদ্বারা জননীর অনেক উপকার হইবে। যাহাহউক, পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল মাত্র তোমার পরীক্ষার জন্য জানিও। কোন্ পথ অবলম্বন করিবে বলা বড় সহজ নহে। তুমি যাহাকে পুণ্য বলিয়া জান—হয়ত আমি তাহাকে পাপ মনে করি; এক্ষেত্রে কোন্ পথ অনুসরণ করিবে বলা নিতান্ত দুরূহ। এখন তুমি প্রতিহিংসা

বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উন্মত্ত, কিন্তু যে পথ অনুসরণ করিতেছ, তাহাতে রাজ্যে অশান্তি বৃদ্ধি বই আর কিছুই হইবে না। তুমি উৎকৃষ্ট যোদ্ধা; তোমাকে অন্য উপদেশ দিবার কিছুই নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি—জননী জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিবে, তাহাতে পুণ্য বই পাপ নাই। দুর্ব্বলের উপর বলীর অত্যাচার চক্ষে দেখিয়া সহ্য করিও না—নিজ আয়-ত্তাধীনে যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিও। পরোপকার করিতে সময় অসময় বিবেচনা করিও না। আর যাহাতে সাধারণের ভয় ও ভক্তির পাত্র হইতে পার, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। আর অধিক কি বলিব এখন তোমার অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পার।"

দস্যু সীতারামসিংহের পদধূলি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সীতারামসিংহ দস্যুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই বাসন গুলি তোমাকে দান করিয়াছি; পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন?" কুণ্ঠিত হইয়া দস্যু বাসন গুলি লইয়া প্রস্থান করিল।

দস্যু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, সীতারামসিংহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন অর্থই অনর্থের মূল। প্রত্যহ যে সকল ঘটনা হয়, অর্থই তাহার অধিকাংশের মূলীভূত কারণ। গৃহবিচ্ছেদ, চুরি, ডাকা-ইতি, খুন, আত্মহত্যা এ সকলই প্রায় অর্থের জন্য। অর্থের জন্য তান্তিয়া ইংরাজের কাছে নিগৃহীত, সেই জন্য রাজ্যে অশান্তি উৎপাদন করিতেছে। তান্তিয়ার স্বজাতিপ্রিয়তা,

স্বদেশবাৎসল্য, এ সকলেরই মূল অর্থ। যাহা হউক তান্তিয়ার স্বদেশানুরাগ সকাম হউক আর নিষ্কামই হউক, কার্য্যকালে জননীর উদ্ধার জন্য সেরসিংহের বাহুবল বৃদ্ধি করিবে।" তৎপরে তিনি একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন "আমি এক দূরতীর্থ দর্শন জন্য চলিলাম। আমার উপস্থিতে সকলে যেরূপ কার্য্য করিতেছ, আমার অনুপস্থিতে যেন তাহার কোন ব্যতিক্রম না হয়।" ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলে একমাত্র গৈরিক উত্তরীয় স্কন্ধে করিয়া সীতারামসিংহ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অভাবনীয় পরিবর্ত্তন।

সীতারামসিংহের নিকট বিদায় লইয়া তান্তিয়াতোপী উন্মত্তের ন্যায় চলিল, কিন্তু এবার রাজপথ অবলম্বন করিল না,—বিপাসা নদীর তীরভূমির উপর দিয়া চলিল। দুই প্রহরের সূর্য্য পৃথিবীকে ভস্মীভূত করিবার জন্য অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন; রৌদ্রতাপে পৃথিবী অগ্নিক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে; কাহার সাধ্য পদবিক্ষেপ করে? কিন্তু তান্তিয়ার তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই,—অবলীলাক্রমে তাহারই উপর দিয়া গমন করিতেছে। বাঁমে বিপাসা নদী তর্ তর্ রবে

প্রবাহিত; দক্ষিণে বিস্তৃত মরু প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। রজনীর গভীর নিস্তব্ধতার ন্যায় দিবসের এই সময়টাও একেবারে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। কচিৎ দু একটা পক্ষী বিপাশানদীর নীলজলের উপর দিয়া বিকৃত রবে উড়িয়া যাইতেছে।

তান্তিয়া, সমস্ত দিবস এই জনশূন্য স্থানের উপর দিয়া চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নদীতীরোপরি এক বটবৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিল। উপবেশন করিয়া তান্তিয়া একবার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল;—সম্মুখে মহাবন; নিকটে লোকালয় নাই, কেবল নদীচরের এক স্থানে কয়েক খণ্ড জমীতে কে ইক্ষু রোপণ করিয়াছে। তান্তিয়া মনে মনে ভাবিল, "লোকালয় না থাকিলে এখানে কে ইক্ষু রোপণ করিবে।" বৃক্ষমূলে নিজ তৈজসাদি রাখিয়া তান্তিয়াতোপী ক্ষেত্রের নিকট গিয়া দেখিল এক সপ্তমবর্ষীয় বালক আপন মনে গান করিতেছে। তান্তিয়া বালককে বলিল "তোর নাম কি?"

বা। কেন আমার নাম শিবশরণ।

তা। তোদের বাড়ী কোথায়?

বালক হস্ত সঞ্চালন দ্বারা দেখাইল "ঐ দিকে।"

তান্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখান থেকে কতদূর?"

বালক বলিল "এক ক্রোশ।"

তান্তিয়ার সেদিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া হস্তদ্বারা এক ঝাড় ইক্ষু আকর্ষণ করিয়া নিজ স্কন্ধে লইয়া চলিল।

লোকটা একঝাড় ইক্ষু লইয়া যায় দেখিয়া বালক দৌড়িয়া

তাহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া বলিল, "তুমি আক নিয়ে যাও কেন ?"

তা। ছাড়।

বা। ছাড়বো না, হয় আক দাও, না হয় দাম দাও। বালক, তান্তিয়ার পরিধেয়বস্ত্র অধিকতর বলে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

তান্তিয়া, বালকের ব্যবহার দেখিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "যা পালা, নইলে মার্‌বো।"

বালক সেই বিকট আকৃতি দেখিয়া দৌড়িয়া প্রস্থান করিল।

বালক প্রস্থান করিলে তান্তিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বৃক্ষমূলের নিকট ইক্ষু গুলি ফেলিয়া বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া উপবেশন করিল; পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, সুতরাং সহজেই তান্তিয়ার নিদ্রাকর্ষণ হইল। সেই নিদ্রিতাবস্থায় তান্তিয়া এইস্বপ্ন দেখিল;— যেন এক পলিতকেশ, দীর্ঘশ্মশ্রু অশীতিপর দীর্ঘকায় ঋষিতুল্য পুরুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তান্তিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হস্তপ্রসারণদ্বারা পদ-ধূলি লইতে গেল, কিন্তু পদস্পর্শ করিতে পারিল না। মহাপুরুষ যেন সেখান হইতে শত হস্ত পশ্চাৎপদে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"তান্তিয়া! এই মাত্র যে সকল উপদেশ গ্রহণ করিলে তাহার মর্য্যাদা কি এইরূপে রক্ষা করিবে ?" অকস্মাৎ তান্তিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল,—তান্তিয়া দণ্ডায়মান হইয়া একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; উপরে আকাশ, বামে নদী, দক্ষিণে মরুভূমি—নিম্নে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র ইক্ষুদণ্ডগুলি দৃষ্টিগোচর হইল। পতিত ইক্ষু গুলি উঠাইয়া তান্তিয়া "শিবশরণ শিবশরণ" বলিয়া ডাকিতে

লাগিল। শিবশরণ আসিল না দেখিয়া অধিকতর জোরে ডাকিতে লাগিল, "শিবশরণ তোমার আক লইয়া যাও, আর তোমাকে কিছু বলিব না।" শিবশরণ তাহার অনেক পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে, তাত্তিয়ার তাহা জ্ঞান নাই; সে পুনরায় "শিবশরণ শিবশরণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডাকাডাকির পরও যখন শিবশরণ আসিল না, তখন তাত্তিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সম্মুখস্থ মহাবনমধ্যে নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হ্যিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেম।

দেখ! হনুমান অতি ভদ্রলোক; লক্ষণ শক্তিশেলে পড়্‌লে বিশল্যকরণীর আবশ্যক হয়। হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণীর অনেক অনুসন্ধান ক'রে, না পাওয়ায় শেষে গন্ধমাদন শুদ্ধ লঙ্কায় এনে লক্ষণকে বাঁচালে— তারপর আপনার কার্য্য উদ্ধার হয়েছে দেখে যেখানকার গন্ধমাদন সেইখানে রেখে এলো। আর ভগীরথ কিরূপ পাষণ্ড দেখ! সগরবংশ উদ্ধার কর্‌বার জন্য গঙ্গাকে এনে আপনার কার্য্য উদ্ধার কর্‌লে, কিন্তু যেখানকার গঙ্গা সেখানে রেখে এলো না। এই জন্যইত লোককে গঙ্গা

পারের কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়। আর যার হাতে পয়সা নাই, তার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে। আমিও সেই যোত্র-হীন দলের একজন; হাতে পয়সা নাই, অথচ গঙ্গা পারেরও আবশ্যক। কিন্তু আমার গঙ্গা ভগীরথের আনীত গঙ্গা নয়, এ নভেল-গঙ্গা; এতে প্রেমের তরঙ্গ, পার হ'তে গিয়ে পাছে হাবুডুবু খাই, বা একেবারে তলিয়ে যাই, তাই কালি কলম হাতে ক'রে ভাব্‌চি; আর যে মহাত্মা প্রথমে নভেলে প্রেম এনেছিলেন, তাঁর অক্ষয়-স্বর্গ কামনা কর্‌চি। আহা যদি তিনি হনুমানের গন্ধ-মাদন আনার ন্যায় আপনার কার্য্য উদ্ধার ক'রে যেখানকার প্রেম সেইখানে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তেন, তা হোলে আমাকে আর এ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'তো না। আবার নভেলে প্রেম না থাক্‌লে নভেলই হয় না; তাই বলি, মা বাণী বিদ্যাবিধায়িণী কমলাননে বঙ্গভারতি! একবার আমার ম্যাক্‌নম বোনমের মুখে ব'সে ইংরাজদিগের ন্যায় বিবাহের পূর্ব্বে সুগোলললাট, বঙ্কিমগ্রীবা, সুন্দরী যুব-তীর সহিত সুন্দর যুবকের বঙ্কিমী অথবা ঠাকুরী প্রেম লিখে আমার বিখ্যাত উপন্যাসলেখক নামটা প্রকাশ ক'রে দাও। কিন্তু মা! প্রেম ওরূপ লিখ্‌লে চল্‌বে না। আমার নায়িকা বিবাহিতপূর্ব্ব। যদি বিশ্বাস না হয় ঐ সমৃদ্ধিশালী পুনানগরীর প্রান্তভাগে জীর্ণশীর্ণ কুটিরমধ্যে দেখ, অভাগিনী দেবযানী ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। আহা, অভাগিনী নয় মাস অন্তঃসত্ত্বা। সমস্ত দিবস অনাহারী, ক্ষুৎপিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে!

একপার্শ্বে উপর্য্যুপরি তিনখানি ইষ্টক, তদুপরি মৃৎ-প্রদীপ তৈলাভাবে মিট্ মিট্ করিতেছে। অপর পার্শ্বে এক পঞ্চাশৎবর্ষীয়া স্থূলোদরী বৃদ্ধা তালবৃন্ত হস্তে আপনি বায়ু সেবন করিতেছেন, আর কি ভাবিয়া এক একবার ভূলুণ্ঠিতা অভাগিনী দেবযানীকে বিজন করিতেছেন।

অনেকক্ষণের পর বৃদ্ধা কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আহা! বাছা আর কাঁদিলে কি হইবে, এমন হতভাগার হাতেও পড়েছিলে যে, এক দিনের তরেও অন্নবস্ত্রের সুখ হলো না। তা কি করবে মা, আমি যা বলি তাই কর, সুখে থাকিবে।"

এতক্ষণ অভাগিনী ছট্‌ফট্ করিতেছিল; বৃদ্ধার কথা শুনিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। দেবযানীর আয়তচক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছিল, বৃদ্ধা নিজ অঞ্চলে মুছিয়া দিয়া বলিলেন, "চুপকর, চুপকর মা।"

অনেকক্ষণের পর দেবযানী ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "জন্মাবধি মা কাহাকে বলে জানি না। শুনিয়াছি, আমাকে সতের দিনের রাখিয়া মা আমার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অদ্য দুই বৎসর হইল আপনার বাটীতে আসিয়াছি, আর সেই অবধি আপনাকে মা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। জীবনে আপনাকেই প্রথম মা বলিয়া ডাকিয়াছি। আপনি আমার গর্ভধারিণী মাতা না হইলেও ধর্ম্মমাতা, আমি আপনার ধর্ম্মকন্যা। যদি কন্যা বলিয়া আমার উপর আপনার কিছুমাত্র মমতা থাকে, তাহা হইলে আর ও কথা বলিবেন না। আপনার কথায়

সম্মত হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষা করিতে হয়—অনাহারে মরিতে হয়—তাহাও ভাল। আর আমার সাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা বা তাঁহাকে কটূক্তি করিবেন না, ইহাতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাঁহার দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, নহিলে এমন হইবে কেন? তাঁহার কোন্ গুণ নাই? কোন্ শাস্ত্রই বা তিনি জানেন না। তবে তিনি যে কেন আমার উপর বিরূপ হইয়াছেন, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী মধুসূদন ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না।"

আবার দেবযানীর চক্ষে জল আসিল। আবার বৃদ্ধা অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "বাছা আমার উপর রাগ করিও না। আমি তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি। অজিত কি আমার পর? তবে কি মা তোমার দুঃখ দেখিলে প্রাণটা কেমন করে, তারই জন্য বলি। তা বাছা! যদি রাগ কর তো আর বলিব না।"

দেবযানী কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "মা! আমার কষ্ট লাঘবের জন্য আপনি যে উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছেন, তাহাতে কষ্টলাঘব হওয়া দূরে থাকুক, কর্ণে শুনিয়াই শতগুণে বৃদ্ধি হইতেছে। আর আমি কাহার উপর রাগ করিব? রাগ করিবার কে আছে? সংসারে আসিয়াই মাতাকে গ্রাস করিয়াছি, রাজরাজেশ্বর পিতা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার উপর রাগ অভিমান করিবার পথে, আত্মিক কাল কাঁটা দিয়াছি; নচেৎ এত দুঃখভোগ করিতে হইবে কেন?"

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে বহির্দ্বারে কাহার পদশব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া দেবযানী বলিল, "বোধ হয় তিনি আসিতেছেন।"

বৃদ্ধা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল; পরক্ষণে বলিষ্ঠকায় এক যুবা গৃহদ্বারের উভয় কপাটে উভয় হস্ত দিয়া দাঁড়াইল। যুবার মুখে উৎকট গন্ধ বহির্গত হইতেছে। কথার ভাবে বোধ হইল সুরাপান করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া যুবা জড়িতস্বরে ডাকিল, "দেবযানী।"

দেবযানী সেই শতছিদ্র বস্ত্রে যথারীতি অঙ্গাচ্ছাদিত করিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবা পুনরায় জড়িত-স্বরে ডাকিল "দেবযানি! খাগ্য প্রস্তুত হইয়াছে কি?"

দেবযানী বলিল "গৃহে আসুন, বলিতেছি।" যুবা গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। দেবযানী যে ছিন্ন মাদুরে শয়ন করিয়াছিল, তাহাতেই লম্বমান হইয়া শয়ন করিল। দেবযানী যুবার পাদমূলে বসিয়া তাঁহার পদ দুই খানি নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইল; যুবা শয়ন করিয়া উদ্ধতস্বরে কহিল, "দেবযানি! কথা কহিতেছ না কেন? খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে কি না বল।"

এতক্ষণ দেবযানী যুবার পদদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া নয়নজলে অভিষিক্ত করিতেছিল; এইবার অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমার গাত্রে যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, সমুদয় আপনাকে দিয়াছি, আর কিছুই নাই। আজ কয়েক দিন হইতে গৃহিণী মাতার নিকট হইতে ঋণ করিতেছিলাম, অদ্য তিনি দেন নাই, সেই জন্য রন্ধন হয় নাই।"

আহার্য্য প্রস্তুত হয় নাই শুনিয়া যুবা ঝটিতি উঠিয়া বসিল। উঠিবার কালে যুবার পদাঘাত লাগিয়া অভাগিনী দেবযানী উল্টাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল। যুবা বসিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিল, কোন খাদ্য প্রস্তুত হয় নাই, তবে কি উপবাসী থাকিতে হইবে?" দেবযানী কহিল "নাথ! স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র অবলম্বন"— যুবা দেবযানীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ থাক্ আর কথায় কাজ নাই। শুন দেবযানি! আমি কি এই সকল কষ্ট সহ্য করিবার জন্য আমাদের সহিত তোমাদের বংশানুক্রমিক বিবাদ থাকা সত্ত্বেও পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তোমাকে বিবাহ করিয়াছি? না তাহা নহে। তোমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের তুমি এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী বলিয়া আমি পিতামাতা পরিত্যাগ করিয়া আজ দুই বৎসরকাল তোমাকে লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। আমি বংশমর্য্যাদায় তোমা অপেক্ষা হীন, এ কথা কেবল তোমার পিতাই বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, বিবাহকালে কাশীতে ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রীর নিকট তুমি স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছ। মনে মনে আশা ছিল, তোমাকে বিবাহ করিতে পারিলে তোমার পিতার সম্পত্তি আমার হস্তে আসিবে, সেই জন্য এতদিন কষ্ট সহ্য করিয়াছি; কিন্তু এখন দেখিতেছি সে আশা বৃথা। সে যাহা হউক, আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি, অমৃতসরে গিয়া আবার পিতৃচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিব; তুমি তোমার পিতার নিকট বা যথা ইচ্ছা যাইতে পার। আজ হইতে তুমি আর আমার স্ত্রী নহ।"

যুবা উঠিয়া দাঁড়াইল, এতক্ষণ দেবযানী অধোমুখে বসিয়াছিল, যুবাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া কহিল, "যাইবেন না, অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। আপনি ব্যতীত আমার আর কেহই নাই। কাহার নিকট যাইব, কি করিব, কিছুই জানি না। একটু অপেক্ষা করুন, আমি একবার গৃহিণী মাতার নিকট ঋণ করিবার চেষ্টা পাই।"

ঋণের কথা শুনিয়া যুবা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, না দেবযানী ঋণ করিবার আবশ্যক নাই; ঋণ করিয়া কয়দিন চলিবে? আমি মনে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিব।"

অজিতসিংহ "ছাড়িয়া দাও" বলিয়া বলপূর্ব্বক দেবযানীর করদ্বয় হইতে পদ মুক্ত করিয়া লইলেন।

পদদ্বয় মুক্ত হইল দেখিয়া যুবতী দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে যুবার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। যুবা কর্কশস্বরে কহিল, "দেখ দেবযানি! আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর; এ সময়ে তোমার প্রেমালাপ ভাল লাগে না, আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র এই প্রেমসম্ভাষণ বিতরণ করিলে তোমার বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভালবাসার জন্য তোমাকে বিবাহ করি নাই। তোমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইব বলিয়া তোমাকে গুপ্তভাবে বিবাহ করিয়াছি। এক্ষণে সে আশায় বঞ্চিত হইতেছি দেখিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।"

দেবযানী পুনরায় কহিল "আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না; আমার আর কেহ নাই!"

অ। তুমিও তোমার পিতার নিকট যাইতে পার।

দে। এ অবস্থায় পিতৃগৃহে স্থান পাইব না। আপনি আমাকে বিবাহ, করিয়াছেন কে এ কথা বিশ্বাস করিবে? আপনি আর ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রী ব্যতীত এ কথার আর কেহ প্রমাণ দিতে পারিবে না। ব্রহ্মানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, এখন আপনি ব্যতীত উপায়ও নাই।

অ। দেবযানি! তোমার অদৃষ্টে যাহাই হউক, আমাকে যখন পিতৃচরণে আশ্রয় লইতে হইতেছে, তখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছি স্বীকার করিলে, তথায় স্থান পাইব না। যদি কেহ কখন এ কথা উত্থাপন করে, তাহা হইলে বিপরীত বলিব।

দেবযানী আগ্রহ-সহকারে বলিল "কি বিপরীত বলিবেন।" অজিতসিংহ বলিল, "বলিব—দেবযানা অসতী।" দেবযানী একথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল; অজিতসিংহও কুটির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নাথ! এ সময়ে তুমি কোথায়।

এতক্ষণ বৃদ্ধা বাহির হইতে পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিতে-ছিল, এক্ষণে অজিতসিংহ কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল দেখিয়া, দেবযানীর নিকটে গিয়া উপবিষ্টা হইল। অজিত-সিংহের ব্যবহারে. বৃদ্ধা দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাকে হর্ষোৎফুল্ল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল;—যেন এতদিনে তাহার কোন মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। বৃদ্ধা দেব-যানীর মুখে জল দিয়া অনেক শুষশ্রূা করিলে অনেক ক্ষণের পর দেবযানীর চৈতন্ত হইল। মূর্চ্ছাভ্রমে দেবযানী বৃদ্ধাকে অজিতসিংহ ভাবিয়া দৃঢ়আলিঙ্গনে ধরিয়া কহিল,- "বলুন আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, নচেৎ ছাড়িব না।" বৃদ্ধা সান্ত্বনাবাক্যে বলিল, "ভয় কি মা, অজিত আবার আস্‌বে; সে কি তোমাকে ছেড়ে থাকৃতে পারে?" এই বার দেবযানীর সম্পূর্ণ চৈতন্ত হইল। দেবযানী উঠিয়া বসিল; পরক্ষণেই একবার গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তবে কি তিনি চলিয়া গিয়াছেন?" বৃদ্ধা কহিল, "গেছে গেছে, আবার আস্‌বে; তুমি একটু ঠাণ্ডা হও মা।" দেবযানী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তিনি আর আসিবেন না।" বৃদ্ধা দেবযানীকে আহার

করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও দেবযানী কোনমতে আহার করিল না। সমস্ত দিবস অনাহার, তাহার উপর এই মনঃকষ্ট;—দেবযানী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; ছিন্ন মাদুরের উপর তৈলসিক্ত উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধাও রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া নিজ শয়নাগারে উঠিয়া গেল।

বৃদ্ধা উঠিয়া গেলে, দেবযানী উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রাত্রি তিন প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে গেল;—দেবযানীর চক্ষে নিদ্রা নাই। শেষনিশায় দেবযানীর উদরে একটা বেদনা ধরিল। প্রথমে গ্রাহ্য করে নাই, ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বেদনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেবযানী কাতরোক্তি করিতে লাগিল, কাতরোক্তি বৃদ্ধার কর্ণেও পৌঁছিল। বৃদ্ধা দেবযানীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেবযানীকে বলিল, "কি মা কি হয়েছে, অমন কচ্চো কেন?" দেবযানী কাতরস্বরে কহিল, "পেটটা কেমন বেদনা কচ্চে।"

বৃদ্ধা আশ্বাস দিয়া কহিল, "ও কিছুই নয়; রাত্রে পড়ে গিয়েছিলে বোধ হয়, তাইতে বেদনা ধরেচে, এখনই সেরে যাবে।"

অজিতসিংহের পদসেবাকালে এবং অসতী বলায় দেবযানী দুইবার আঘাত পাইয়াছিল, তাহা তাহার মনে ছিল না। বৃদ্ধার কথায় স্মরণ হইবামাত্র বলিল, "ও বেদনা কিছু নয় মা; এখনই সেরে যাবে, তুমি ঘরে যাও শোও গে।"

বৃদ্ধা দুই এক বার ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবে আমি যাই মা; তুমি শোও, যদি বেদনা বাড়ে তো আমাকে ডেকো।"

দেবযানী "আচ্ছা" বলিয়া নীরব হইল। দেবযানী এই ভাবে আরও দুই দণ্ড কাটাইল, কিন্তু বেদনা লাঘব হইল না; বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে বেদনা এত অধিক বৃদ্ধি হইল যে, দেবযানী আর স্থির থাকিতে পারিল না; অগত্যা গৃহস্বামিনীকে ডাকিতে হইল। গৃহস্বামিনী দেবযানীর উদর পরীক্ষা করিয়া বলিল, "প্রসব বেদনাই বটে, মা তুমি একটু বসো, আমি ধাই ডেকে আনি।" বৃদ্ধা গৃহস্বামিনী ধাই ডাকিতে গেল। এ দিকে দেবযানীর বেদনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিকটে আর কেহই নাই; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেবযানী একাকিনী থাকায় তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে ডাকিতে লাগিল, "বিপদভঞ্জন মধুসূদন! আজ আমি বড় বিপদগ্রস্ত, তুমি বই আর আমার কেহ নাই, ঠাকুর! দাসীকে উদ্ধার কর।" অসহ্য যন্ত্রণায় দেবযানী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহস্বামিনী ধাই সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল দেবযানী মূর্চ্ছিতা। পরক্ষণে বলিল, "প্রসব হইয়াছে।" ধাই, প্রসূত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া বৃদ্ধাকে বলিল, "ওগো মেয়ে হয়েছে।" বৃদ্ধা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তা বেশ হয়েচে, তুমি পোয়াতিকে দেখো, আমি আর ছোঁবো না।"

ধাই সন্তপ্রসূত কন্যার গাত্রাদি মুছাইয়া দিয়া দেবযানীর চৈতন্যোৎপাদন করিয়া শুনাইল যে, তিনি এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছেন।

দেবযানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "নাথ! এ সময় তুমি কোথায়!"

দেবযানীর মনের ভাব বুঝিতে বৃদ্ধার অধিক দিন লাগিল না। বাড়াবাড়ি দেখিয়া বৃদ্ধা তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার কথামত না চলিলে সাহায্য করা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখাইল। ইহার পর হইতে অভাগিনী আর বৃদ্ধার সম্মুখে কাঁদিত না। চক্ষে জল আসিলেই কন্যার মুখ চুম্বন করিত।

সুখে দুঃখে বৃদ্ধার সাহায্যে দেবযানী আরও চারি মাস কাটাইল, কিন্তু অজিত-সিংহের কোন সংবাদ পাইল না। বৃদ্ধা ব্যতীত দেবযানীর সংবাদ লইবার অন্য কোন উপায় নাই, কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন কথাই বলে না, অধিকন্তু রাগ করে।

এক দিন বৈকালে বৃদ্ধা দেবযানীকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ মা, এ পর্য্যন্ত অজিতের কোন খবর পাওয়া গেল না। আমার যা কিছু ছিল তাতো তোমার জন্যে খরচ করিচি। তখন মনে করেছিলুম অজিত রাগ করে গেচে, আজ না হয় কাল্ আস্‌বে; সেতো দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছমাস গেল। এখন তোমার চল্‌বে কি ক'রে তাই ভাবচি। আর তুমি একলা নও, মেয়েটাই বা কি খাবে। আমিতো ভেবে কিছুই ঠিক্ কর্‌তে পারিনি।"

এতক্ষণ দেবযানী কন্যা ক্রোড়ে অবনত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল; বৃদ্ধার কথা শেষ হইল দেখিয়া ম্লানমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "পিতামাতা বর্ত্তমানে সন্তান খাইবার পরিবার ভাবনা ভাবে না। পিতামাতাই সে ভাবনা ভাবিয়া থাকেন। মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; পিতা আছেন কি না তাহা জানি না;—থাকিলেও সে পথ রুদ্ধ। অদৃষ্ট-দোষে স্বামী পরিত্যাগ করিলেন। এ অবস্থায় আপনি আশ্রয় দিয়া আপনার সন্তান প্রতিপালন করিতেছেন, সুতরাং আমার ভাবনা আপনি বই আর কে ভাবিবে?"

দেবযানী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

বৃদ্ধা। বাছা, আমিও তাই বলি, আমাকে যখন সব জ্বালা পোয়াতে হচ্চে, তখন আমার কথামত চল, নইলে কি ক'রে কি হবে।

দেবযানী, বৃদ্ধার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মাগো আমি জ্ঞানসত্ত্বে আপনার কোন কথা অবহেলা করিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। যদি অজ্ঞানে হইয়া থাকে তবে ক্ষমা করিবেন। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। দেবযানী গৃহস্বামিনীর পদ-দ্বয় ধারণ করিয়া রোদনস্বরে বলিল, "কেবল একটী কাজ পারিব না। অমূল্য সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দিতে পারিব না।"

বৃদ্ধা "কি কর কি কর" বলিয়া সরিয়া বসিল। অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিল, "তা বাছা! আমি যা বলিছি সে কথা যখন শুন্‌লে না, তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর্; আমার কি, কিন্তু আমি আর তোমায় খেতে

দিতে পারবো না। এই ছমাস তোমার খাওয়া, মেয়ের দুধ, ঘর ভাঁড়া এর য়া হয় একটা বন্দোবস্ত ক'রে তুমি অন্য জায়গায় থাক্‌বার চেষ্টা দেখো। আমার কাছে আর পোষাবে না।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া দেবযানী পূর্ব্বের ন্যায় অবনত-মুখে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা আগত দেখিয়া বৃদ্ধা তথা হইতে উঠিয়া গেল; অগত্যা দেবযানীকেও যাইতে হইল।

সে রাত্রে দেবযানীকে কেহ আহার করিতে ডাকিল না। দেবযানী অনশনে কন্যাক্রোড়ে কুটীরে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। কিন্তু দেবাযনীর চক্ষে নিদ্রা নাই; আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে, এমন সময়ে কে একজন তাঁহার কবাট ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল দেখিয়া দেবযানীর মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। দেবযানী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?" আগন্তুক কোন উত্তর না দিয়া গৃহের এক কোণে দাঁড়াইল। দেবযানীর কথার প্রত্যুত্তর না দেওয়ায় তাহার দ্বিগুণ ভয়সঞ্চার হইল। সাহসে ভর করিয়া দেবযানী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি? আমার কথার উত্তর দাও, নচেৎ চীৎকার করিয়া সকলকে জাগরিত করিব।" চীৎকারের নাম শুনিয়া আগন্তুক মৃদুস্বরে কহিল, "আমি।" দেবযানী আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে পুরুষ মনে করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইয়া অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিল "আমি কে?"

আগন্তুক মৃদুস্বরে কহিল, "গোল করিও না। তুমি তোমার মাতা দ্বারা অদ্য আমাকে আসিতে বলিয়াছিলে, সেইজন্য আসিয়াছি। আমার নাম প্রেমজী, এখন বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ।"

প্রেমজী নাম শুনিয়াই দেবযানীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বেও সে কয়েকবার বৃদ্ধার মুখে প্রেমজী নাম শুনিয়াছিল, এক্ষণে সেই প্রেমজী গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। দেবযানী ভয়চকিত হরিণীর ন্যায় কন্যা লইয়া গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহা বৃথা হইল। দেবযানীর পলায়নের চেষ্টা দেখিয়া প্রেমজী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া নিজ শরীর দ্বারা দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

পলায়নের চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া দেবযানী কন্যাকে শয়ন করাইল। কন্যা নিদ্রিতা ছিল, একবার উঠাইয়া পুনরায় শয়ন করাইতে সে জাগরিত হইয়া রোদন করিতে-লাগিল। কন্যা রোদন করিতেছে দেখিয়া প্রেমজী বলিল, "সুন্দরি! অগ্রে কন্যাকে সান্ত্বনা কর, পশ্চাতে আমি যাহা বলি শুন, ইহাতে তোমার ভাল বই মন্দ হইবে না।"

কন্যার রোদন বা প্রেমজীর বাক্য দেবযানীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। দেবযানী গলবস্ত্রে কাতরকণ্ঠে কহিল, "মহাশয়! আমি অনাথা স্ত্রীলোক, আমার আর কেহ নাই। আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমি আপনার কন্যা আপনি আমার পিতা।" দেবযানীর কথায় প্রেমজী কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিল, "সুন্দরি! আমি আগে

হইতেই জানিতাম তুমি সহজে সম্মত হইবে না; কিন্তু আমিও হারিবার পাত্র নহি, সহজে সম্মত না হইলে বলপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইব; আর সম্মত হও, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়া দিব। এই দেখ তোমার জন্য এই সকল অলঙ্কার আনিয়াছি। এই লও পরিয়া হাসিমুখে আমার সহিত কথা কও।" প্রেমজী দ্বারের নিকট হইতে দেবযানীর দিকে অগ্রসর হইল।

প্রেমজীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দেবযানী অধিকতর ব্যাকুলভাবে কহিল "মহাশয় আমায় রক্ষা করুন, আমি আপনার কন্যা।"

প্রেমজী "ওকি কথা চাঁদ" বলিয়া আরও একপদ অগ্রসর হইয়া হস্তপ্রসারণে দেবযানীকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করিল।

দেবযানী পশ্চাৎ হটিয়া দাঁড়াইল। প্রেমজী আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেবযানীর হস্ত ধরিয়া কহিল "এস হৃদয়েশ্বরী, হৃদয়ে এস।"

দেবযানী প্রায় সংজ্ঞাহীন হইল। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেবযানীর শরীরে যেন এক মহাশক্তির সঞ্চার হইল। সেই শক্তিবলে দেবযানী কি করিল, তাহা সে বলিতে পারে না; কিন্তু বাহিরে একটা কিসের পতন শব্দ হইল, আর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেবযানীর গৃহের অর্গল বন্ধ হইল। পতনের সঙ্গে ঘোর রবে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল—"ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে, তোমরা কে আছ গো আমায় দেখ।"

আর্ত্তনাদ শুনিয়া গৃহস্বামিনী নিজ শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দেখিল, প্রেমজী প্রাঙ্গনে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। বৃদ্ধা হস্তের প্রজ্জলিত দীপ মাটীতে রাখিয়া প্রেমজীর নিকটে বসিয়া বলিল, "কি হয়েচে বল।"

প্রেমজী দুই হস্ত দ্বারা উদর চাপিয়া অতিকষ্টে বলিল, "দেবযানী আমার পেটে লাথি মেরে ফেলে দিয়েচে।"

বৃদ্ধা বলিল, "তাইত বাবা। এমন রাক্ষসী মেয়ে মানুষ ত দেখিনি। তা কি কর্‌ব বাবা, আমার ঘরে উঠে এস, আমি এর যা হয় একটা কচ্চি। তুমি একটু চুপ কর, এখনি আর কেউ শুন্‌বে।"

প্রেমজী ধনিসন্তান, মান সম্ভ্রমেরও ভয় রাখে; সুতরাং বিনাবাক্যব্যয়ে কষ্টেস্রেষ্ঠে বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিলে বৃদ্ধা অনেক সান্ত্বনাবাক্য এবং ভবিষ্যতে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবার ভরসা দিয়া সে রাত্রের মত প্রেমজীকে বিদায় দিয়া দেবযানীর গৃহদ্বার ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ। প্রেমজীর প্রতি দেবযানীর দুর্ব্ব্যবহারে বৃদ্ধা কিছু কুপিত হইয়াছিল, এক্ষণে গৃহের কপাট বন্ধ দেখিয়া আরও কুপিত হইল। কি ভাবিয়া বৃদ্ধা পার্শ্বে কর্ণ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া কর্কশস্বরে ডাকিল, "ও গো বড় মানুষের মেয়ে, দরজা খোল আর ঘুমুতে হবে না।"

দেবযানী নিদ্রা যায় নাই, কুপিত সিংহিনীর ন্যায় গৃহ মধ্যে বসিয়াছিল; বৃদ্ধার স্বর কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "না খুলিব না।"

পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধা কুপিত হইয়াছিল, তাহার উপর দেবযানীর কথা শুনিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "কি আমার খেয়ে প'রে আমার ঘরে থেকে আমাকে এই কথা? যা বেটী আমার বাড়ী থেকে বেরো।"

দেবযানী উত্তর করিল "তাহাই হইবে। কল্য যাইব।"

বৃদ্ধা। কল্য ফল্য বুঝি না, এখনি বেরো।

দেবযানীর আর সহ্য হইল না। কন্যাকে বক্ষে অর্গল মুক্ত করিয়া বৃদ্ধাকে কহিল "মা, যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন; আমাকে কন্যা বলিয়া মনে রাখিবেন, আজ আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম।"

বৃদ্ধা বলিল, "যা, বেটী যা।"

দেবযানী চক্ষের জলের সহিত বহির্ব্বাটীর কপাট পার হইল। পার হইবার সময়ে দেবযানীর পদদ্বয় একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

"এবার এলে ঝাঁটা মার্‌বো" বলিয়া বৃদ্ধা কবাট বন্ধ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষাবৃত্তি।

অকূলসমুদ্রে পতিত হইয়া অভাগিনী দেবযানী যে তৃণগুচ্ছ অবলম্বনে ভাসিতেছিল, আজ তাহা হস্তচ্যুত হইল। সেই গভীরনিশায় অভাগিনী কন্যাবক্ষে রাজ-পথে বাহির হইল। রজনী তৃতীয় যাম অতীত হইয়াছে, পথে জনমানবের সমাগম নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে শান্তিরক্ষকগণের হৈ হৈ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দেবযানী রাজপথে বাহির হইয়া ভাবিল, "কোথায় যাই।" প্রথমে পিতৃগৃহের কথা মনে পড়িল,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা মন হইতে দূর হইল। দেবযানী মনে মনে ভাবিল, "এ অবস্থায় তথায় স্থান পাইব না, যাওয়া বৃথা।" পুনরায় বৃদ্ধার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কথাও মনোমধ্যে উদয় হইল বটে; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দেবযানীর মহাপ্রাণী যেন বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষা করিয়া খাইব তাহাও স্বীকার, না জুটে, অনাহারে মরিব, তাহাও ভাল, তথাপি বৃদ্ধার গৃহে যাইব না।" বিষম ভাবনায় দেবযানীর মস্তক ঘুরিতে লাগিল। দেবযানী, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিল। গৃহ-ত্যাগকালে কন্যা জাগরিত হইয়াছিল, এক্ষণে রাজপথের

মুক্ত বায়ুস্পর্শে মাতৃবক্ষে ঘুমাইয়া পড়িল। আর আপন ভাবনায় প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দেবযানী উত্তরাভিমুখে চলিল।

রজনী অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল; সুতরাং অল্প-কালের মধ্যেই প্রভাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মহাসমৃদ্ধিশালী পুনানগরীর রাজপথে নাগরিক লোকদিগের সমাগম হইতে লাগিল। সকল বিষয়েরই ভালমন্দ আছে; রাজপথ-বাহীগণের মধ্যে অনেকে দেবযানাকে ভদ্রঘরের কন্যা ভাবিয়া দেখিয়াও দেখিল না,—অবনত মুখে চলিয়া গেল; আবার অনেকে বিদ্রূপ করিতেও ক্রটী করিল না। দেবযানীর এ সকলের প্রতি দৃষ্টি নাই, আপন মনেই চলিয়াছে। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। রৌদ্র নিদ্রিতা-কন্যার মুখে লাগিবা-মাত্র কন্যা জাগরিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কন্যা জাগরিতা হইয়াছে দেখিয়া দেবযানী পথিপার্শ্বে এক বৃক্ষান্তরালে উপবেশন করিয়া স্তন্যপান করাইল। স্তন্যপান করিয়া কন্যা শান্ত হইলে দেবযানী পুনরায় গন্তব্য পথে চলিল।

যত বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্যদেবও ততই অগ্নি-মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই প্রহর অতীত হইল, দেবযানীর তাহা জ্ঞান নাই,—আপন মনেই চলি-য়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা দেবযানী একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। নিজে ভুলিয়া গেলেও কন্যা ভুলে নাই, সে এতক্ষণ দুই তিন বার দুগ্ধপান করিত; কিন্তু আজ তাহা পায় নাই, কেবল স্তন্যপান করিয়াছে আছে; কিন্তু আর,

থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। কন্যার রোদনে দেবযানীর দুগ্ধপান করাইবার কথা মনে পড়িল। মনে তো পড়িল, কিন্তু দুগ্ধ পাইবে কোথায়? দিবে কে? দেবযানী চক্ষের জল চক্ষে মারিয়া এক নিভৃত স্থানে বসিয়া পুনরায় কন্যাকে স্তন্যপান করাইতে আরম্ভ করিল। স্তন্যপান করিয়া কন্যা কিছুকালের জন্য শান্ত হইল বটে, কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশু কেবল মাত্র স্তন্যপান করিয়া কতক্ষণ থাকিবে? দেবযানী কন্যা লইয়া দুই চারি পদ যাইতে না যাইতে সে আবার রোদন করিতে লাগিল। কন্যা আবার রোদন করিতেছে দেখিয়া দেবযানী মনে মনে ভাবিল "দুগ্ধপান ব্যতিরেকে কন্যা শান্ত হইবে না, কিন্তু উপায় কি?" অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেবযানী মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে ভিক্ষা করিবে স্থির করিয়া রাজপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিল।

দেবযানী ভিক্ষা করিবার জন্য পল্লীমধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। ভিক্ষা করিবে বটে, কিন্তু কি বলিয়া ভিক্ষা করিতে হয় দেবযানী তাহা জানে না; না জানিলে কি হইবে—অবস্থা নিজে শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। রোরুদ্যমানা কন্যাবক্ষে দেবযানী যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—"বিপদভঞ্জন মধুসূদন! আজ আমি বড় বিপদগ্রস্ত, ঠাকুর তুমি কোথায়? দাসীকে বল দেও।" দেবযানীর চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল, মুখে আর কথা নাই, প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। এই অবস্থায়

কে যেন দেবযানীর কণ্ঠে বসিয়া দেবযানীকে বলাইল "মাগো চারটী ভিক্ষা দাও না মা।"

অট্টালিকার মধ্যহইতে বামাবাক্যে কে একজন উত্তর করিল "দুপুরবেলা কে চেঁচাচেঁচি করেরে ?"

দেব। মাগো আমি বড় দুঃখিনী আমায় চারটী ভিক্ষা দাও না মা।

আট্টলিকা মধ্য হইতে প্রত্যুত্তর হইল "যা যা যা, এখন হাত যোড়া আর এক দোরে দেখ্‌গে।"

আর এক দ্বারের কথা শুনিয়া দেবযানী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতরস্বরে কহিল, "মাগো আমাকে না দাও, কিন্তু মা আমার মেয়েকে একটু দুধ খেতে দাও না মা।"

দুগ্ধের নাম শুনিয়া প্রত্যুত্তরকারিণীর কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠিল। দেবযানী শুনিতে পাইল—"আরে মর, মাগী চারটী চাল পায় না আবার দুধ চায়; এ মাগী কেরে ? আর দরোয়ান বেটা কি মরেচে নাকি ? মাগীকে বার করে দিক্ না। খোকা ঘুমুচ্চে মাগীর চেঁচানীতে এখনই জেগে উঠ্‌বে।"

দরোয়ানজী আহারান্তে চারিপায়ার উপর অর্দ্ধনিমিলিতনেত্রে তুলসীদাসী রামায়ণ বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন; সুতরাং অট্টালিকা মধ্য হইতে প্রেরিত মৃত্যু সংবাদটা তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হইলেও গোলযোগ শুনিয়া তিনি জাগরিত হইলেন। দ্বারবান্ জাগরিত হইল দেখিয়া দেবযানী আস্তে আস্তে বাটীর বাহির হইল। দ্বারবান্ জাগরিত হইয়া খাটিয়ার উপর বসিয়া চক্ষু রগড়াইতেছিলেন, সুতরাং

সে সময়ে দরোয়ানী করিবার অবসর নাই; এইমাত্র সে কার্য্য সমাধা করিয়া দেখিলেন, কে একজন কন্যাক্রোড়ে বাটীর বাহির হইল। তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল "আরে কোন্ ভাগ্‌তা হ্যায়, হুয়া কা।" দেবযানী দ্বারবানের গর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দেবযানীর মুখে বাক্য নাই দেখিয়া দ্বারবান্ বলিল, "আরে তোম্ কা মাঙ্‌তা হ্যায়।"

এইবার দেবযানী সজলনয়নে বলিল, "আমি কিছু চাহি না, আমার এই মেয়ের জন্য মা ঠাকরুণের কাছে একটু দুধ চাইছিলাম, দুধ না পেয়ে এ কাঁদ্‌চে, তা মা ঠাকরুণ দিলেন না।"

দেবযানীর কথা শুনিয়া দরোয়ান বলিল "দুধ, হিঁয়া কঁহা মিলি যায়ি? হাম এক মুঠা চাউল দেনে সাক্তা হ্যায়।" দরোয়ান একখানি সরায় করিয়া কিছু চাউল এবং একটা পয়সা দিয়া বলিল, "এই পয়সা লেও, বাজার্‌সে দুধ মোললেও।"

দেবযানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে চাউল এবং পয়সাটী লইয়া প্রস্থান করিল।

দেবযানী পয়সা পাইল বটে, কিন্তু কোথায় দুগ্ধ বিক্রয় হয় তাহা জানে না, বাজারই বা কোন্‌দিকে তাহাও অবগত নহে, সুতরাং পয়সা পাওয়া আর না পাওয়া সমান হইল। অনেককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাজার কোন্ দিকে?" অনেকে উত্তর দিল না, অনেকে বিদ্রূপ করিল, দু একজন বলিয়া দিল বটে, কিন্তু ততদূর গিয়া দুগ্ধ ক্রয়

করিয়া কন্যাকে পান করাইতে গেলে কন্যা বাঁচিবে না। সমস্ত দিন পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পথপার্শ্বে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

দেবযানীর রোদনে আর কোন উপকার হউক আর না হউক, একটা জনতা হইল; অনেকে দুই একবার সহানুভূতিসূচক হায় হায় করিল, আবার অনেকে ভণ্ডামি মনে করিয়া বিরক্ত হইল। অনেকক্ষণ জনতার মধ্যে থাকিয়া দেবযানী শুনিল, একজন ভদ্রবেশধারী অর্দ্ধবর্ষীয়ান্ লোক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দেবযানি! তোমার স্বামীর সংবাদ আমি জানি, ইচ্ছা করিলে আমার সহিত আসিতে পার।"

দেবযানী এই অপরিচিত লোকের মুখে স্বামীর সংবাদের কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিল, "মহাশয় কোথায় গেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?"

ভদ্রবেশধারী বর্ষীয়ান্ কহিলেন "এখান হইতে এক ক্রোশের অধিক নহে। আমি গাড়ি করিয়া যাইতেছি, গাড়ীতে আমার স্ত্রী আছেন, যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে আমার সহিত আইস।"

বর্ষীয়ানের কথা শুনিয়া জনতার মধ্য হইতে অনেকেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল "এ অতি উত্তম কথা।"

দেবযানীও স্বামী সন্দর্শন পাইবে ভাবিয়া মহা আহ্লাদে গাড়িতে উঠিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকটে বসিল, আর গাড়িও দাক্ষিণাভিমুখে দৌড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিচয় ও সর্ব্বনাশ।

এই খানে বৃদ্ধা গৃহস্বামিনীর একটু পরিচয় দিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বৃদ্ধার নাম যমুনা; যমুনা পশ্চিম দেশীয় গোপজাতীয়া বালবিধবা। ইনি পিতৃগৃহে থাকিয়া যৌবন-কালে গঙ্গাধর শ্যামরায় নামে এক মহারাষ্ট্রীয় যুবকের নয়ন-পথে পতিত হইয়া পিতৃগৃহত্যাগকরতঃ পুনায় আসিয়া কাজ করিতেছেন। জোয়ারের জল, আর স্ত্রীলোকের যৌবন বড় অধিক দিন স্থায়ী হয় না; সুতরাং যমুনারও হয় নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যমুনার বার্দ্ধক্য আসিয়া জুটিল। যে বিবাহের যে মন্ত্র;—যমুনার পথাবলম্বিদিগের বার্দ্ধক্যে প্রায়ই কষ্ট সহ্য করিতে হয়; যমুনার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। বার্দ্ধক্যদশায় গঙ্গাধর শ্যামরায়ের মৃত্যু হইল; গঙ্গাধরের মৃত্যুতে যমুনা দশদিক অন্ধকার দেখিল। মৃত্যুকালে গঙ্গাধর এই কুটীর ব্যতীত আর কোন সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; কাজেই যমুনার দিন আর যায় না। নিরুপায় হইয়া যমুনা অশক্ত তস্করের সাধুতার ন্যায়, কুরূপার পাতিব্রত্যের ন্যায়, কাশ-রোগগ্রস্তের শিবভক্তির ন্যায় মনের দুঃখে কুটিরে বাস করিতে লাগিল। পোকাটা মাকড়টা ধরিয়া খাইবার ইচ্ছা যমুনার এখনও বলবতী; কিন্তু তাঁহার ছিন্ন লূতাতন্তু কার্য্যে আসিল না।

যমুনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী; বিপদে পড়িয়া সে এক চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহার যে কিছু অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কুটীর খানি সংস্কার করাইল। ইচ্ছা, সমস্ত কুটীরখানি ভাড়া দিবে এবং আপনি তাহারই এক অংশে বাস করিবে; কিন্তু দুঃখ এককীআইসেনা, যখন আইসে দলবদ্ধ হইয়াই আইসে। যমুনার সে আশা পূর্ণ হইল না। যমুনা বেশ্যা বলিয়া কেহই তাহার গৃহ ভাড়া লইতে স্বীকৃত হইল না, সুতরাং বাধ্য হইয়া বুদ্ধিমতী যমুনা অপর ব্যবসায় আরম্ভ করিল; ব্যবসায় অন্য কিছুই নহে, ইহাতে পুঁজিপাটার আবশ্যক নাই, কেবল কায়িক পরিশ্রম। যমুনা সব নাগর নাগরীর গুপ্তসম্মিলন ব্যবসা আরম্ভ করিল। এ ব্যবসায়ে লোকসান নাই, বরং যমুনার কিছু কিছু প্রাপ্তি হইতে লাগিল। আর নিঃসহায়া যমুনার অনেক সহায়ও জুটিল।

এই সময়ে বারাণসী হইতে দেবযানীকে সঙ্গে লইয়া অজিতসিংহ পুনায় আগমন করেন। নবাগত অজিত সিংহ যমুনার চরিত্রদোষ জানিতেন না, সুতরাং তাঁহারই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে কিছুদিন বাসের পর অজিতসিংহের দুই চারিটী করিয়া বন্ধু জুটিতে আরম্ভ হইল।

সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট। যাহারা তাঁহার বন্ধু জুটিয়াছিল, তাহারা সকলেই মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত। অজিতসিংহ তাহাদের দলে পড়িয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে সকলের

শীর্ষস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। এখন আর অজিতসিংহ টাকার আবশ্যক না হইলে বাটী যায় না। প্রথম প্রথম অজিতসিংহ দেবযানীকে স্তোকবাক্যে ভুলাইতেন, "আমি কারবার করিতেছি, সেই জন্যই অর্থের আবশ্যক; না দিলে ব্যবসায় বন্ধ হয়।" দেবযানীও তাহাই বুঝিয়া একে একে গাত্রাভরণ গুলিও অজিতসিংহের হস্তে সমর্পণ করিল। শেষে যাহা ঘটিয়াছে পাঠক তাহা বিস্মৃত হন নাই; সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন।

যে দিন অজিতসিংহ দেবযানীকে লইয়া যমুনার গৃহে আসিলেন, সেই দিন হইতেই যমুনার সহায়গণের মধ্যে অনেকেরই দেবযানীর উপর দৃষ্টি পড়িল। দেবযানী পরমা সুন্দরী ও যুবতী। দেবযানীকে হস্তগত করিবার অভিলাষে অনেকেই যমুনার উমেদারী করিতে আরম্ভ করিল। এই উমেদারদলের মধ্যে প্রেমজীই প্রধান এবং ধনকুবের। যমুনা অপর সকলকে দেবযানীর স্বামী আছে ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া নিরস্ত করিল, কেবল প্রেমজীকে পারিল না,—প্রেমজীর অর্থবল যমুনার সমস্ত কারণ ভাসাইয়া দিল। যমুনা, দেবযানীকে প্রেমজীর প্রতি অনুরক্ত করাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। অজিত সিংহের অবস্থানকালে যমুনা দেবযানীকে প্রলোভন দ্বারা ভুলাইতে চেষ্টা করিত; অজিতের ভয়ে বলপ্রয়োগ করিতে পারিত না; এক্ষণে সে ভয় দূরীভূত হইয়াছে দেখিয়া বলপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। বলপ্রয়োগেও কার্য্য সমাধা হইল না দেখিয়া ক্রোধপরবশ

যমুনা দেবযানীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। যমুনা মনে মনে জানিত দেবযানীর আর কে আছে? যাই বেই বা কোথায়? একটু কষ্ট পাইলেই আবার প্রত্যাগমন করিবে। কিন্তু প্রায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, দেবযানী আসিল না দেখিয়া তাহার ভাবনা হইল। ভাবনা দেবযানীর জন্য নহে—দেবযানীর জন্য প্রেমজীর নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ উদরস্থ করিয়াছে; এক্ষণে দেবযানীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে না পারিলে সে গুলি জীর্ণ হয় না। যমুনা, দেবযানীর প্রত্যাগমন আশায় আর কিছুকাল উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিল; কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, গোপনে প্রেমজীর নিকট সংবাদ পাঠাইল।

প্রেমজীর দেবযানীগত প্রাণ; সংবাদ শুনিয়াই যমুনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে যমুনা প্রেমজীকে এক নিভৃতস্থানে লইয়া গিয়া গত রজনীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইল। প্রেমজী শুনিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া বলিল, "তাকে হাতছাড়া ক'রে কাজটা বড় ভাল করনি যমুনা!"

যমুনা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল "তাইতো বাবু, এখন কি হবে? যা হয় একটা উপায় করুন।"

প্রেমজী বলিলেন "উপায়—নিরুপায়; তবে একবার চেষ্টা করা যাক্। সন্ধ্যা হয়েচে; কোথায় বা খুঁজবো।"

যমুনা কৃত্রিমদুঃখে পুনরায় অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া

বলিল "বাবু আমার বলবুদ্ধি ভরসা সকলই তুমি। আমি প্রায় সাতমাস তার, তার মেয়ের খাওয়া জুগিয়েচি; এক বৎসরের ভাড়া পাব, এর যা হয় একটা উপায় না কল্লে আমি মারা যাই।" যমুনা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল। প্রেমজী অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "একবার খুঁজে দেখা যাক্, পাওয়া যায় ভালই; কিন্তু এ বেশে যাওয়া হবে না, যদি পাওয়া যায়, তবে কৌশলে আন্‌তে হবে।"

যমুনা আনন্দ সহকারে বলিল "যা জান তাই কর।"

প্রেমজী যমুনার নিকট হইতে নিজগৃহে আসিয়া বেশভূষায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শ্মশ্রুহীন মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্মশ্রুজালে আবৃত হইল। মস্তকে অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ পার্শী পাগ শোভা পাইতে লাগিল। প্রেমজী ধুতি পরিত্যাগ করিয়া পায়জামা পরিলেন, গাত্রে মারহাট্টা চাপকানের পরিবর্ত্তে পার্শীকোট আঁটিলেন। এখন আর প্রেমজীকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া কে চিনিতে পারে? পার্শীবেশে সজ্জিত হইয়া প্রেমজী নিজ যানারোহণে যমুনার মন্দিরে দর্শন দিলেন। প্রথম দর্শনে যমুনা প্রেমজীকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু চতুরার চিনিতে অধিক বিলম্ব হইল না। যমুনা, সহাস্যে প্রেমজীর হস্ত ধরিয়া বলিল "এ দাড়ি গোঁপ কোথায় পেলেন?"

প্রেমজী উত্তর দিলেন "তোমাদের সঙ্গে কারবার রাখ্‌তে গেলে এ সকল, নইলে চলে না। এখন গাড়ীতে উঠে ঘোম্‌টা দিয়ে বসো, লোকে জানিবে তুমি আমার

স্ত্রী।” যমুনা গাড়ীতে প্রেমজীর পার্শ্বে বসিয়া নিজ অঙ্গ দৃষ্টে বলিল, “আমার কি তা হবার বয়েস গিয়েছে।” প্রেমজী তাহা শুনিতে না পাইয়া কোচম্যানকে বলিলেন, “সিধা যাও।”, গাড়ী পুনার প্রস্তাবিত রাজপথে ঘড় ঘড় শব্দ করিতে করিতে বাজারাভিমুখে দৌড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

যারে ভয় আবার সেই।

পাঠক! অনাথিনী দেবযানীর স্বামী সম্মিলনকারী ভদ্রলোকটী এবং তাঁহার স্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? যদি না পারিয়া থাকেন, তবে এই খানেই পাঠ বন্ধ করুন। উপন্যাস পাঠ করা আপনার মত লোকের কাজ নহে। কেন বসিয়া বসিয়া খুড়ার বাপের গঙ্গা যাত্রা করিতেছেন; জোর সুপারিসে ডেপুটী হইয়া অর্থোপার্জ্জনে গৃহিণীর রাঙা পায়ে রূপার মল পরান্, বাঙ্গালী জন্ম সার্থক হউক। কথাটা শুনিয়া পাঠিকা ঠাকুরাণী আপনি ঠোঁট ফুলাইতেছেন কেন? আপনাকে তা কোন কথা বলি নাই। আপনি একবারে চিনিতে না পারিয়া থাকেন, শতবারে হউক সহস্রবারে হউক চিনাইয়া দিব। এ বয়সে কি আপনাকে রাগাইতে পারি? আপনার নিকট দুবেলা দুমুঠার প্রত্যাশা রাখি, আপনি রাগ করিলে চলিবে কেন? তবে রাঙা পায়ে রূপার মলের কথা

বলিয়াছি সত্য; কিন্তু কুঅভিপ্রায়ে বলি নাই। কর্ত্তা ডেপুটী হইয়াও যদি না দেন, আমি কপিরাইট বিক্রয় করিয়া দিব। এখন শুনুন—

দেবযানীর স্বামী সন্মিলনকারী ভদ্রলোকটী আর কেহ নহেন,—সেই প্রেমজী; আর যাঁহাকে তিনি আমার স্ত্রী বলিতেছেন, তিনি সেই বৃদ্ধা গৃহস্বামী যমুনা। প্রেমজী, যমুনাসমভিব্যহারে যানারোহণে দেবযানীর অনুসন্ধান জন্য পুনার বাজার অভিমুখে গমন করিতে করিতে পথি-মধ্যে জনতা দেখিয়া যানপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাপার কি জানিবার জন্য জনতামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দেব-যানী রোদন করিতেছে। দেবযানীকে দেখিয়া প্রেমজী পুনরায় যানসন্নিধানে গমন করিয়া যমুনাকে কহিলেন, "দেবযানীকে পাওয়া গিয়াছে, তুমি মাথায় কাপড় দিয়া বৈস; কোন কথা কহিও না, আমি তাহাকে লইয়া আসি-তেছি।" যমুনা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল "আচ্ছা।" তার পর যাহা ঘটিল পাঠিকাসহ পাঠক মহাশয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

প্রেমজীর প্ররোচনায় দেবযানী যানারোহণ করিলে যান দক্ষিণাভিমুখে দৌড়িল। দেবযানী যানমধ্যে এক অব-গুণ্ঠনাবৃত স্ত্রীলোক বসিয়া আছে দেখিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অবগুণ্ঠনবতী তাহার কোন প্রত্যুত্তর দিল না। অগত্যা দেবযানী নীরবে রহিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ির গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল; তখন দেবযানী ভিতর হইতে যাহা দেখিল

তাহা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেন এ স্থান পূর্ব্বে দেখিয়াছে। ক্রমে গাড়ির গতি আরও মন্দ হইল, আর সেই সঙ্গে গাড়ি থামাইবার জন্য প্রেমজী বলিয়া উঠিল "রাখো!"

এতক্ষণ দেবযানীর মন যে হর্ষোৎসাহে নৃত্য করিতেছিল, উপর হইতে "রাখো" শব্দ শুনিয়া তাহা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। দেবযানী ব্যস্ত হইয়া অবগুণ্ঠনবতীকে জিজ্ঞাসা করিল "এইখানে?" অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে উত্তর করিল "হুঁ।"

আর দেবযানীকে পায় কে? আনন্দে দেবযানীর চক্ষে জল দেখা দিল। কেহ তাহাকে যান হইতে অবতরণ করিতে না বলিলেও সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যাকক্ষে যানের পদাধারে বামপদ বাড়াইয়া দিল, মনে মনে বলিল "ঠাকুর! এতক্ষণে দাসীকে কি মনে পড়েছে?"

এই অবসরে অবগুণ্ঠনবতী যমুনা যানের অপর দ্বার দিয়া পথে অবতরণকরতঃ দেবযানীর সম্মুখে অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কহিল "এস মা এস; আমার উপর কি রাগ করতে আছে।" যমুনার পশ্চাতে প্রেমজী দাঁড়াইয়া ছিল, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করিলেন "তা বটেইতো?"

কন্যা ক্রোড়ে রহিয়াছে বলিয়া দেবযানী যানের পদাধারে বামপদ দিয়া সাবধানে দক্ষিণপদ বাহির করিতে ছিল, কিন্তু আর সাবধান হইতে হইল না; পদাধারের উপর হইতে "মাগো কি হলোগো" বলিয়া রাজপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধা, যানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল সে দেবযানীকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু সম্পূর্ণ ভার সহ্য করিতে না পারিয়া আপনিও তৎসহ পড়িয়া গেল। বিপদ দেখিয়া প্রেমজী মহাব্যস্তে বৃদ্ধার হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "লাগে নাই তো?"

বৃদ্ধাও ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না আমাকে লাগে নাই; দেবযানীর কি হলো দেখ।"

প্রেমজী দেবযানীর নিকটে গেল, কিন্তু সাহস করিয়া কি হইয়াছে দেখিতে পারিল না, কেবল. কন্যাটাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিল, "না মেয়েটাকে লাগে নাই।"

যমুনা, দেবযানীর নিকটে গিয়া দেখিল তাহার ললাট এবং ভ্রূর নিম্নভাগ ক্ষত হইয়া রুধির বহিতেছে,—দেবযানী মূর্চ্ছিতা। যমুনা, প্রেমজীকে বলিল "এখন একে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাই কি ক'রে? তুমি একটু ধর।"

প্রেমজী বলিলেন, "আমার কোলে মেয়ে রয়েচে, ধর্‌বো কেমন ক'রে?"

বৃ। আমি মেয়ে মানুষ, একলা পার্‌বো কেন? অন্য লোক ডাক্‌লেও গোল হবে।

প্রে। যাই বল আমি কিন্তু পার্‌বো না। এতে রাগই কর আর যাই কর।

আসল কথা প্রেমজী সাহস করিয়া দেবযানীর নিকট আর যাইতে পারিতেছে না।

বৃ। তবেই হয়েছে! যাক্ তোমার যা ক্ষমতা তা বোঝা গেছে।

দেবযানী বৃদ্ধার কুটীরের সম্মুখেই মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল,

সেই জন্য সাহসে ভর করিয়া বৃদ্ধা দেবযানীকে ক্রোড়ে উঠাইয়া কষ্টে শ্রেষ্টে কুটীরে প্রবেশ করাইল। কুটীরে প্রবেশ কালে দেহ আন্দোলিত হওয়ায় দেবযানীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল, পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধা তাঁহার মুখে জল দিতেছে; দেখিয়া দেবযানী উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া বসিল।

দেবযানী উঠিয়া বসিল দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "কেন মা এমন কচ্ছো? একটু শোও, কিছু খাবে কি?"

দেবযানী বলিল "আগে আমার মেয়েকে দাও; তবে তোমার কথার উত্তর দিব।" বৃদ্ধা প্রেমজীর ক্রোড় হইতে কন্যাকে লইয়া দেবযানীর ক্রোড়ে দিয়া কহিল "এই নাও মা তোমার মেয়ে নাও।"

দেবযানী কন্যাকে পাইয়া প্রেমজীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিল।

কন্যা আগ্রহসহকারে স্তন্য পান করিতেছে দেখিয়া বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তর হইতে একটু দুগ্ধ আনিয়া দেবযানীকে দিয়া বলিল, "মেয়েকে একটু দুধ খাওয়াও।" দেবযানীও তাহাই করিল।

কন্যার দুগ্ধপান সমাধা হইলে দেবযানী বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমাকে এরূপ কষ্ট দিবার কারণ কি? আমি আপনার কি অপরাধ করিয়াছি? তাড়াইয়া দিলেন, বাটীর বাহির হইয়া গেলেম, তবে আবার প্রবঞ্চনা করিয়া আনিবার আবশ্যক কি? যদি আমাকে কষ্ট দেওয়াই আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে এরূপে দগ্ধাইয়া মারিবেন না, একে-

বারে মারিয়া ফেলুন; সকল যন্ত্রণা দূর হউক।" দেবযানী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

বৃদ্ধা, দেবযানীকে বলিল "এতদিন কি মা তোমাকে কষ্ট দিয়েছি? এখন যে আর চলে না, তাই যা হয় একটা উপায় কত্তে বল্লেছিলুম তুমি তা শুন্‌লে না, কাজেই আপনার কষ্ট আপনি ডেকে আন্‌লে। সে যাহ'ক আমার কথায় রাজি না হও,—একাও আমার কাছে থাকৃতে না চাও ভালই,—কিন্তু আমি যে তোমাকে, তোমার মেয়েকে এতদিন খাওয়ালুম, তোমার কাছে এক বছরের পাওনা হল—তার কি হবে? এর একটা বন্দোবস্ত ক'রে তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও, আমি কোন কথাই বলবো না।"

দেবযানী বলিল "আমার যা কিছু ছিল সকলই গিয়াছে, আর কি আছে, যাহা দিয়া দেনা শোধ করিব?"

বৃদ্ধা। তা বল্‌লে চল্‌বে না। আমার কথায় রাজী না হও; এই খানে থাকো গতর আছে খাটো, খেটে শোধ দাও।

দে। খাটিয়া দিলে যদি শোধ হয় তাহা দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু এখানে থাকিব না। অন্যত্র দাসী-বৃত্তি করিব।

প্রেমজী এতক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়াছিল; দেবযানীর কথা শুনিয়া বলিল "ভাল কথা, এখানে থাকিতে না চাও, আমার বাটীতে থাকিবে চল; আমি তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতেছি।" দেবযানী বলিল, "না তোমার নি কটেও নহে।"

বৃদ্ধা বলিল "তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তোমাকে বিশ্বাস কি? যদি তুমি পালাও?"

দে। আমার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া যদি আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন, তবে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা পাই; নচেৎ আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

প্রেমজী, যমুনাকে অন্তরালে ডাকিয়া কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ শুনিয়া যমুনা দেবযানীর নিকটে আসিয়া বলিল, "যতদিন না তুমি ধার শোধ করতে পার, ততদিন তোমার মেয়েকে আমার কাছে রেখে যাও। যখন ইচ্ছা দেখিয়া যাইও। তোমার মেয়ে আমার কাছে থাক্‌লে আমি তোমার কাছে টাকা আদায় কর্‌তে পার্‌বো। আর এখন থেকে মাসে মাসে তোমার মেয়ের খাবার খরচ দিতে হবে।

দেবযানী বলিল "না, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি আপনার নিকট কন্যাকে রাখিয়া যাইব না। মরিতে হয় এই খানে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মরিব।"

কন্যাকে লইয়া উভয়ে অনেকক্ষণ বাদানুবাদ হইল, শেষে বৃদ্ধা কুপিতা হইয়া প্রেমজীকে বলিল, "দেখ বাবু মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে এ বেটীকে বার ক'রে দাও।"

দেবযানীর নিকট নিগৃহীত হইবার পর হইতে প্রেমজী আর সাহস করিয়া দেবযানীর নিকট যাইতে পারিত না, সুতরাং বৃদ্ধার কথায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। প্রেমজীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা নিজে বলপূর্ব্বক

কন্যাকে দেবযানীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজ শয়নগৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ক্রোড় হইতে কন্যাকে লইবামাত্র দেবযানী উন্মাদিনীর ন্যায় প্রাঙ্গনে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবযানীর ক্রন্দনে বৃদ্ধার পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশীরা অনেকে ব্যাপার কি, জানিবার জন্য বৃদ্ধার কুটীরে প্রবেশ করিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া জুটিল দেখিয়া ছদ্মবেশী প্রেমজী পলাইয়া গেল। প্রতিবেশীরা বৃদ্ধার স্বভাবচরিত্র বিশেষরূপ জানিত, তাহার উপর প্রেমজীকে পলাইতে দেখিয়া ব্যাপার জানিতে বাকি রহিল না। প্রতিবেশীদিগকে দেখিয়া দেবযানী তাহাদের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল "আপনারা আমার কন্যাকে আনিয়া দিন।"

প্রতিবেশীরা সকলেই দরিদ্র, সুতরাং মহাসহায়শালিনী বৃদ্ধা অন্যায় করিতেছে দেখিয়াও কেহ তাহার প্রতিবিধান করিতে সাহস করিল না।

পাছে কেহ দেবযানীর পক্ষ সমর্থন করে, এই ভয়ে পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধা প্রতিবেশীদিগকে লক্ষ্য করিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বলিতে লাগিল, "আরে মলো আমার বাড়ীতে এত লোকের গোল কেন রে? পাওনা টাকা আদায় কচ্চি, এত আর রথ দোল নয়।" এইকথা শুনিয়া প্রতিবাসীরা দুঃখিত হইয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

সকলেই চলিয়া গেল, কেবল এক প্রৌঢ়া গেল না, দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে প্রৌঢ়া দেবযানীর নিকটে বসিয়া

আস্তে আস্তে বলিল, "মা আমার সঙ্গে এস; আমি এক উপায় ব'লে দিচ্চি।"

দেবযানী এই প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনীকে চিনিত; তাঁহার নিকটে আশ্বাস্ পাইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বৃদ্ধার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে চলিল। বৃদ্ধা যমুনার গৃহের পশ্চাৎ ভাগে এক পর্ণকুটীরে প্রৌঢ়া বাস করিত। প্রৌঢ়া নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া দেবযানীকে কিছু জলখাবার দিয়া বলিল, "মা আগে এই গুলি খাও, তার পর বল্‌চি।"

খাবার খাইতে দেবযানী প্রথমে অনেক আপত্তি করিল, শেষে প্রৌঢ়ার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা কিছু খাইল। পূর্ণ দুই দিবসের পর দেবযানী এই মাত্র মুখে জল দিল।

দেবযানী জলপান করিল দেখিয়া প্রৌঢ়া বলিল, "দেখ মা! যমুনা যে তোমার মেয়েকে টাকা না নিয়ে সহজে ছাড়্‌বে সে তো বোধ হয় না। আমার যদি কিছু থাক্‌তো তা হ'লে আমি দিয়ে তোমার মেয়ে এনে দিতাম; কিন্তু ভগবান্ দেন নাই তা কর্‌বো কি! যা হক্, তোমায় আমি এক পরামর্শ বলি শুন; করাচীতে কে একজন পার্শী রেসমের কারখানা কর্‌চেন; এখানকার অনেকে সেখানে কাজ করে; শুনেছি তিনি বড় দাতা। তাঁর কাছে দুঃখ জানাতে পার্‌লে তোমার যা হয় একটা কিনারা হ'তে পারে। তিনি মনে কর্‌লে ধার শোধ ক'রে তোমার মেয়েকে উদ্ধার কর্‌তে পারেন। কাজ কর্‌তে ইচ্ছা হয় তাঁর কুঠীতে কাজ কর্‌তে পার; না হয় তাঁর ধর্ম্মশালায় যত দিন ইচ্ছা, থাক্‌তে পার।

তোমার এই কাঁচা বয়েস; এখন তুমি কার বাড়ী গিয়ে চাক্‌রী কর্‌বে মা! ইচ্ছা হয় বল আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে প্রাতে পৌঁছে দিব।"

দেবযানী রোদন করিতে লাগিল, বলিল "কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না।"

প্রৌঢ়া বলিল "নইলে কি কর্‌বে মা?"

দেবযানী অনেকক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কপালে যা ছিল তা তো হয়েচে, আরও যদি কিছু বাকি থাকে হয়ে যাক্, আচ্ছা যাবো।"

প্রৌঢ়া বলিল "তোমার কোন ভয় নাই মা, যে কয় দিন তোমার সেখানে দেরি হয়, সে কয় দিন আমি তোমার খবর রাখ্‌ব। আজ রাত্রে আমার কাছে থাকো, কালি প্রাতে তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।"

দেবযানী সম্মতা হইয়া সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতে প্রৌঢ়ার সঙ্গে করাচী গমন করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইল। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দেবযানী প্রৌঢ়াকে বলিল "মা! প্রাণটা কেমন কর্‌চে একটু দাঁড়াও; কালি রাত্রি হইতে কন্যাকে দেখি-নাই একবার দেখিয়া আসি, আর মাকে বলিয়া চলিয়া আসি যে আমি তাঁহার ধার পরিশোধ করিবার চেষ্টায় চলিলাম।"

প্রৌঢ়া একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তা যাবে যাও, কিন্তু দেরি করো না।"

দেবযানী, "না" বলিয়া, বৃদ্ধা গৃহস্বামিনী যমুনার গৃহে

প্রবেশ করিল। তখন যমুনা সবে মাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইতেছেন দেবযানীকে দেখিয়া বলিল, "আবার কি মনে ক'রে ?"

দেবযানী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা আপনার ঋণ শোধ করিবার চেষ্টায় চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করুন যেন শোধ করিতে পারি। আর একটী ভিক্ষা, যাইবার কালে একটী বার মলিনাকে দেখিয়া যাইব।"

বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আর দেখে কি হবে, টাকা দাও তোমার মেয়ে নিয়ে যাও, আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা।"

দেবযানী বৃদ্ধার পায়ে ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল "মা! আমার এত উপকার করেছো আর এই উপকারটী কর। একবার তাকে সাধের দেখা দেখাও।"

যমুনা বিরক্ত হইয়া দেবযানীকে নিজ শয়ন গৃহে লইয়া গিয়া নিদ্রিতা কন্যাকে দেখাইল। মলিনার মুখ দেখিয়া দেবযানী শোকে অধীর হইয়া উঠিল। নিদ্রিতা কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "তোমায় কার কাছে রেখে চল্লেম!"

দেবযানীর কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধা বলিল "আর না ঢের হয়েচে, এখুনি উঠে পড়িবে। এখন কোথা যাবে যাও।"

"কাঙ্গালিনীর ধন একটু যত্নে রেখো" বলিয়া দেবযানী বাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রৌঢ়ার সঙ্গে করাচী অভিমুখে চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"হায়! কি আর আছে কপালে।"

প্রৌঢ়া দেবযানীকে অনাথ নিবাসে রাখিয়া ক্রমাগত আট দিবস পথ অতিক্রম করিয়া নবম দিবসে পুনায় উপস্থিত হইল। কয়েক দিনের পর প্রতিবেশিনীরা প্রৌঢ়াকে দেখিয়া মা মাসী পিসি প্রভৃতি যে যা সম্বোধন করিত, সে সেই সম্বোধনে তাহার অনুপস্থিতের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে প্রৌঢ়া পাড়া সর গরম করিয়া তুলিল যে, তিনি দেবযানীর সঙ্গে করাচী গিয়াছিলেন। দেবযানীকে তথাকার বিখ্যাত ধনী দাদাভাই ভুনজীভাইয়ের নিকট রাখিয়া এই মাত্র আসিতেছেন। দেবযানী দাদাভাইয়ের শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট যমুনার বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণ এবং তাঁহার উপর অত্যাচারের কথা বলিয়াছে। শুনিয়া দাদাভাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যমুনার ফাঁসি দেওয়াইবেন। বোধ হয় আমাকেও সাক্ষ্য দিতে হইবে। এতদিন তাঁহারা রওয়ানা হইয়াছেন, আমি পদব্রজে আসিব বলিয়া তাঁহাদের দুই দিবস পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেই জন্য অগ্রে পৌঁছিতে পারিয়াছি। এই সকল প্রতিবেশীনীদিগের মধ্যে প্রায় কাহারও সহিত যমুনার সদ্ভাব ছিলনা, সুতরাং তাঁহারা প্রৌঢ়ার কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে পল্লির ভিতর রব উঠিল, যমুনার ফাঁসি হইবে। অনেকে

অনেকের নিকট কোন্ দিনে ফাঁসি হইবে, তাহার তারিখটা পর্য্যন্ত বলিয়া দিল। প্রৌঢ়ার এরূপ করিবার কারণ যদি যমুনা ভয়ক্রমে দেবযানীর কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করে। দ্বিতীয় কারণ প্রতিবেশিনীদিগের ন্যায় প্রৌঢ়ার সঙ্গেও যমুনার বিবাদ ছিল।

ক্রমে জনরব যমুনার কর্ণে পৌঁছিল। শুনিয়া যমুনা কিছু ভীতাও হইল; মনে করিল মলিনাকে প্রৌঢ়ার নিকট দিয়া এ দায় হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু প্রৌঢ়ার সঙ্গে বিবাদ, কি বলিয়া তাহার নিকট যাইবে। আবার ভাবিল, দাদাভাই জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, "দেবযানী, মলিনাকে তাহার নিকট রাখিয়া গিয়াছে,—সে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয় নাই।" এ যুক্তিও মনে লাগিল না, যদি প্রতিবেশিনীরা সাক্ষ্য দেয়, তবে মিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া যমুনা প্রেমজীর নিকট সংবাদ পাঠাইল। সংবাদপ্রাপ্তে প্রেমজী আসিল। যমুনা, প্রেমজীকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিল, "দেখ বাবু তোমার জন্যই যত বিপদ্।"

প্রেমজী, যমুনাকে সান্ত্বনা করিয়া আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল, "আমি এর উপায় করিতেছি। তোমার ঘরে কাগজ কলম আছে?"

বৃদ্ধা "আছে" বলিয়া গৃহান্তর হইতে এক খণ্ড জীর্ণ কাগজ একটা ভাঙ্গা কলম আর একটা শুষ্ক দোয়াত বাহির করিয়া প্রেমজীকে দিল। প্রেমজী কষ্টেশ্রেষ্টে তাহারই সাহায্যে একখানি পত্র লিখিয়া যমুনাকে বলিলেন "শুন, কিন্তু এখন কাহার কাছে গোল করিও না।"

শ্রীশ্রীগণেশজী।

পুনা—১৫ জ্যৈষ্ঠ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত গণপৎশ্যাম রায়

তত্ত্বাবধারক অনাথ নিবাস

করাচি।

শুনিলাম এখান হইতে দেবযানী নামে একটী যুবতী রমণী বিপদে পড়িয়া শ্রীযুক্ত দাদাভাই সাহেবের শরণাগত হইয়াছে এবং তিনি তাহার প্রতিকার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। লোকের বিপদে উদ্ধার করার ন্যায় ধর্ম্ম আর নাই; কিন্তু এই স্ত্রীলোক কোন প্রকার বিপদগ্রস্তা নহে। ইনি যাহা বলিয়াছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা। পূর্ব্বে এখানে বেশ্যাবৃত্তি করিত, তাহাতে কিছু না হওয়ায় বিস্তর ঋণ হয়, সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া মলিনা নামে নিজ কন্যাকে আমার প্রজা যমুনা বাইয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় করাচি গিয়াছে। ফলকথা, ইহার কোন কথায় বিশ্বাস করিবেন না।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী মিত্র

শ্রীপ্রেমজী ধরম সেন।

পত্র শুনিয়া যমুনা বলিল, "আপনি যাহা জানেন করুন" প্রেমজী "সেই ভাল" বলিয়া পত্র ডাকে দিলেন।

যথাকালে পত্র দাদাভাইয়ের কর্ম্মচারী গণপৎ শ্যামরায়ের নিকট পৌঁছিল। পত্রপাঠে গণপৎ শ্যামরায় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া পরিচারিকার দ্বারা দেবযানীকে অন্তঃপুর হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

প্রেমজী, গণপতের বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী, সুতরাং তাঁহার কথায় গণপতের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। সংবাদ পাইবামাত্র দেবযানী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া গণপৎ-শ্যামরায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেবযানীকে দেখিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে গণপৎ পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ইহাকে বুঝাইয়া দাও যে অনাথনিবাস কুলটার জন্য নহে, আর এখানে স্থান হইবে না।"

কর্ম্মচারীর কথা দেবযানী বুঝিতে পারিল না; মৃদুস্বরে কহিল "মহাশয়ের আজ্ঞা ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না।"

কর্ম্মচারী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "অনাথ-নিবাসে স্থান পাইবার জন্য প্রতারণা করিতে পারিয়াছ, আর এই কথাটা বুঝিতে পারিলে না?"

দেব। অনাথ-নিবাসে স্থান পাইবার জন্য কোনরূপ প্রতারণা করিয়াছি বলিয়া আমার বোধ হয় না। অনুগ্রহ করিয়া স্থান দিয়াছেন, বাস করিতেছি; না দিলে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতাম, ইহাতে প্রতারণা প্রবঞ্চনা কি আছে?

কর্ম্ম। তুমি বুঝিতে না পারিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আর সেই জন্যই বলিতেছি তোমার অনাথ-নিবাসে স্থান হইবে না।

দেব। মহাশয়! ভগবান্ আমাকে দুঃখ সহ্য করিবার জন্যই সৃজন করিয়াছেন; অনেক সহ্যও করিয়াছি, আরও যে কত সহ্য করিতে হইবে তাহা তিনিই জানেন। এখানে স্থান না হয় পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি;

কিন্তু একবার স্থান দিয়া পুনর্ব্বার কি অপরাধে তাড়াইয়া দিতেছেন, শুনিতে পাইলে আনন্দের সহিত পরিত্যাগ করিতাম।

কর্ম্ম। তুমি কুলটা, অনাথনিবাস কুলটার জন্য নহে।

দেবযানী প্রথমে গণপতের কথা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু এবার বুঝিতে বাকি রহিল না। "কুলটা" শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "মিথ্যা কথা।"

কর্ম্মচারী বুঝিলেন, দেবযানী তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছেন, আর তাঁহার সহ্য হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পাপীয়সি! আমার কথা মিথ্যা? আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

"চলিলাম; বিনাদোষে কুলটা অপবাদ লইয়া চলিলাম; ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন" বলিয়া কর্ম্মচারীকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া দেবযানী অনাথ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গণপৎশ্যামরায়ের প্রধান গুণ ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, দ্বিতীয় স্পষ্টবাক্যের বিশেষ পক্ষপাতী। দেবযানীর মুখে "মিথ্যা কথা" এইরূপ স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, "দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের এত সাহস হইতে পারে না। যাহা হউক দাদাভাই সাহেবের প্রত্যাগমন অবধি ইহাকে রাখা আবশ্যক।" গণপৎরাও একজন ভৃত্যকে বলিলেন, "দেখ! যে স্ত্রীলোকটী এইমাত্র বাটীর বাহির হইয়া গেল, তাহাকে যে প্রকারে পার" ফিরাইয়া লইয়া আইস।"

ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া বাটীর বাহির হইবামাত্র দ্বারদেশে দেবযানীর সাক্ষাৎ পাইল।

দেবযানী প্রণাম করিয়া বাটীর বাহির হইবামাত্র যে পরিচারিকা দেবযানীকে অনাথ আশ্রমের ভিতর হইতে কর্ম্মচারীর সম্মুখে আনয়ন করিয়াছিল, সে বাটীর বাহির হইয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেবযানীকে "কোথায় যাইবে, কি করিবে" ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল ; ইত্যবসরে ভৃত্য আসিয়া দেবযানীর সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল "আপনাকে বাবু ডাকিতেছেন।"

দেবযানী কহিলেন "বোধ হয় তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে ; আমাকে ডাকেন নাই, অন্য কাহাকেও ডাকিয়াছেন।"

ভৃত্য কহিল, "আজ্ঞা না, আর কাহাকেও নহে আপনাকেই।"

দেবযানী "চল, যাইতেছি" বলিয়া পুনরায় গণপৎশ্যামরায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ভৃত্যকে দেবযানীর অন্বেষণে পাঠাইয়া গণপৎরাও একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন ; সুতরাং দেবযানী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতে পাইলেন না।

ভৃত্য, কর্ম্মচারীকে কহিল "মহাশয় ইনি আসিয়াছেন।"

কর্ম্মচারী দেবযানীর দিকে চাহিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "দেখ বাছা! তোমাকে যাহা বলিয়াছি তজ্জন্য কিছু মনে করিও না। তোমার বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া এই সকল কথা বলিয়াছি। যিনি অভিযোগ করিয়াছেন, তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য। যাহাহউক, হীনাবস্থা এবং সদ্বংশীয়ের বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কেহ

অনাথনিবাসে স্থান পায় না। তোমাকে দেখিয়া এবং দুই চারি দিবসের মধ্যে দাদাভাই সাহেবের প্রত্যাগমন সম্ভব বিবেচনায় অনাথনিবাসের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তোমায় স্থান দিয়াছি। কিন্তু এপর্য্যন্ত যখন তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন আর তোমাকে এখানে রাখিতে পারি না। দাদাভাই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিতান্ত আবশ্যক থাকিলে তাঁহার আগমনকাল পর্য্যন্ত তুমি অতিথিশালায় থাকিতে পার।

দেবযানী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "অতিথি-শালায় থাকিবার যাহা আপত্তি, অনাথনিবাসে অবস্থানের পূর্ব্বেই তাহা আপনাকে জানাইয়াছি। বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই।"

কর্ম্ম। না হয় তাঁহার কুঠীতে স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র বিভাগে থাকিতে পার। ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত বেতনে রেসম বাছাই প্রভৃতি কুঠীর কর্ম্মও পাইতে পারিবে।

উপযুক্ত বেতনে কর্ম্ম পাইবে শুনিয়া দেবযানীর চক্ষে জল আসিল। মনে মনে বলিল, "ভগবান্! আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

দেবযানীকে নিরুত্তর দেখিয়া কর্ম্মচারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! কি করিবে স্থির করিতে পারিলে কি? যদি কুঠীতে থাকিবার ইচ্ছা হয়, তাহাহইলে আমি তথাকার কর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধপত্র দিতেছি লইয়া যাও।"

দেবযানী, চক্ষের জল মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিল "যাহা ভাল হয় করুন।" তাহাতে কর্ম্মচারী একখণ্ড পত্র দেব-

যানীর হস্তে দিয়া পরিচারিকাসহ তাহাকে কুঠীতে পাঠাইয়া দিলেন; আর এক পত্র পুনায় প্রেমজী ধরমসেনের নামে ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

যথাকালে পত্র প্রেমজীর নিকট পৌঁছিল। প্রেমজী পত্র পাঠ করিয়া সহাস্যমুখে যমুনার মন্দিরে দর্শন দিলেন। বলিলেন, "দেখ যমুনা কেমন চাল চেলেছি।"

যমুনা আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি চাল!"

প্রেমজী বলিলেন, "তোমার জন্য দেবযানীর উপর এক চাল চাল্‌লেম।" যমুনা বলিল "ভাল করিয়া বলুন না শুনি?"

প্রেমজী গণপৎশ্যামরায়ের পত্র পাঠ করিয়া যমুনাকে শুনাইয়া দিল।

পত্র

করাচি ২৪ জ্যৈষ্ঠ।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রেমজী ধরম সেন।

আপনার পত্র পাইলাম। দেবযানী নামে এক যুবতী রমণী দাদাভাই সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে সত্য; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয় নাই। আপনি লিখিয়াছেন দাদাভাই সাহেব তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দাদাভাই সাহেব কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে দুই সপ্তাহের অধিক হইল স্থানান্তরে গিয়াছেন। তাঁহার সহিত এই স্ত্রীলোকের আদৌ সাক্ষাৎ হয় নাই, আমি ইহাকে প্রথমে অনাথনিবাসে স্থান দিয়াছিলাম,

তৎপরে আপনার পত্র পাইয়া তথা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কুঠীতে পাঠাইয়া দিয়াছি, বোধ হয় তথায় কুঠীর কর্ম্ম করিতেছে। যথার্থ বিপদগ্রস্ত অথবা সচ্চরিত্রতার বিশেষ প্রমাণ না পাইলে দাদাভাই কাহাকেও সাহায্য করেন না, তাহা বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই। আর অধিক কি লিখিব ইতি।

অভিন্ন হৃদয়
শ্রীগণপৎশ্যাম রায়।

পত্র শুনিয়া যমুনা মহা আহ্লাদে বলিলেন "আ বাঁচ্‌লেম !"

দাদাভাই সাহেবের আগমন প্রতীক্ষায় অভাগিনী দেবযানী অনাথনিবাস হইতে তাড়িত হইয়া কুঠীতে বাস করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।"

আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রৌঢ়া দেবযানীকে করাচীতে আনিয়া কিরূপে অনাথনিবাসে রাখিয়া যান এবং দাদাভাই ভুনজীসাহেবই বা কে, বোধ হয় তাহা জানিবার জন্য পাঠকপাঠিকাগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন, এজন্য সেই সকল বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন করিতেছি।

করাচীর মধ্যে দাদাভাই ভুনজীভাইয়ের ন্যায় ধনী আর কেহই নাই। যেন চঞ্চলা তাঁহার গৃহে আসিয়া অচলা নাম স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্তৃত রেসমের কারবারে স্বোপার্জ্জিত ধনে দাদাভাই ধনপতি। করাচীর মধ্যে যতগুলি রেসমের কুঠী আছে, তাহা প্রায় সকলই তাঁহার। তিনি জাত্যংশে বর্গী, বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে ত্রিশের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। করাচীর লোকে ইহাঁর পূর্ব্বনিবাস অবগত নহে; ইনি এক বৎসর গত হইল এখানে বাস করিতেছেন। সাধারণতঃ লোকে স্বোপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিতে পারে না, কিন্তু দাদাভাই সে প্রকৃতির লোক নহেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনাথনিবাস, দাতব্যচিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা প্রভৃতিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার অসীম দান ও পরোপকারমতি দেখিয়া ইংরাজ বাহাদুর তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি করাচির অবৈতনিক রাজমন্ত্রী এবং বিচারপতি। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পুনা, করাচি প্রভৃতি সমগ্র পশ্চিমপ্রদেশ দাদাভাইয়ের সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ;—সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কেবল একজন করে না। সে করাচির পুলিস ইনিস্পেক্টর; নাম ই, জে, রডক্! দাদাভাইকে দেখিলেই রডকের মনে কেমন ভয় সঞ্চার হইত। যেন রডকের মনে হইত, ইহার ভিতর কিছু আছে। যদি কেহ রডক্‌কে জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি দাদাভাইকে দেখিয়া ওরূপ ভীত হন কেন?" রডক্ তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিতেন, "আমি অবিবাঁহিতকে বড় ভয় করি।"

দাদাভাই প্রথম প্রথম নিজ রেসমের কুঠী সকল নিজে তদারক করিতেন, এক্ষণে সে ভার বিশ্বস্ত ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিজ প্রতিষ্ঠিত দাতব্য-চিকিৎসালয়, অনাথনিবাস ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি তদারক করিয়া বেড়ান।

একদিন প্রাতে দুইটী স্ত্রীলোক অনাথনিবাসে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোক দুইটীর মধ্যে একটী অবগুণ্ঠনবতী যুবতী আর একটী প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়া তথাকার তত্ত্বাবধারককে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি বিপদে পড়িয়া পুনা হইতে আসিতেছেন। আপনার নাম কি দাদাভাই ?"

তত্ত্বাবধারক বলিলেন, "না আমি এখানকার কর্ম্মচারী। দাদাভাই কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে গিয়াছেন; যদি বাধা না থাকে, তবে বিপদের কথা আমাকে বলিতে পারেন।"

প্রৌঢ়া। কবে গিয়াছেন ?

কর্ম্ম। গত কল্য।

প্রৌঢ়া। কবে ফিরিয়া আসিবেন ?

কর্ম্ম। ঠিক্ নাই; সম্ভবতঃ দুইচারি দিনের মধ্যেই আসিতে পারেন।

প্রৌঢ়া। কোথায় গিয়াছেন ?

কর্ম্ম। তাহা কেহই জানে না।

প্রৌঢ়া, অবগুণ্ঠনবতীকে সঙ্গে লইয়া একটু অন্তরালে গিয়া বলিলেন, "দেখ মা, যাহা বলিবার তাহা তাঁর নিকটে বলিতে পারিলে যেমন সুবিধা হয়, এমন আর কিছুতেই

হইবে না। শুনিতেছি তিনি দুই চারিদিনের মধ্যেই আসিবেন; আমার বিবেচনায় সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে ভাল হয়।"

অবগুণ্ঠনবতী দেবযানী বলিল, "ইহাঁর নিকটে বলিলে কি কোন কাজ হইবে না?"

প্রৌঢ়া বলিলেন "সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

দে। তবে কি করা উচিত।

প্রৌ। তাঁর আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

দে। এ কয়েক দিন থাকিব কোথায়?

প্রৌ। কেন? এইখানে থাকিবে।

দে। মলিনাকে কে দেখিবে?

প্রৌ। কার্য্য সমাধা করিতে যে কয়দিন তোমাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইবে, সে কয়দিন আমি মলিনাকে দেখিব।

দেবযানী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "আমি এখানে একলা থাকিতে পারিব না।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "আমি তোমার নিকটে থাকিলে মলিনাকে দেখিবে কে?"

দেবযানী দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিল, "যা ভাল হয় কর।"

প্রৌঢ়া পুনরায় দেবযানীকে তত্ত্বাবধারকের নিকট লইয়া গিয়া যোড়হস্তে কহিলেন, "দাদা ভাইজীর আসা অবধি যদি ইহাঁকে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাঁর যাহা বলিবার আছে, তাঁহার সম্মুখেই বলেন।"

কর্ম্মচারী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অতিথিশালায় যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে।"

প্রৌঢ়া কহিলেন, "ইনি ভদ্রঘরের কন্যা, অতিথিশালায় প্রকাশ্যস্থানে কিরূপে থাকিতে পারেন।"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কর্ম্মচারী বলিলেন, "তবে না হয় দুই চারিদিনের জন্য অনাথনিবাসে থাকিতে পারেন; কিন্তু যথার্থ ভদ্রঘরের কন্যা এবং অনাথা কি না, বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া অনাথনিবাসে স্থান দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ, তবে আকার ইঙ্গিতে ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে।"

কর্ম্মচারী একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া যাও; দাদাভাইজীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ইনি এখানে বাস করিবেন।"

প্রৌঢ়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "যাও মা যাও, আশীর্ব্বাদ করি ভগবান্ তোমায় মুখ তুলে চান।"

দেবযানীর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বলিল "মা তোমার মলিনাকে দেখিও।"

প্রৌঢ়া "কোন ভয় নাই মা, তুমি যাও" বলিয়া অনাথনিবাসের বাহিরে গেল। আর দেবযানী পরিচারিকার সঙ্গে রোদন করিতে করিতে অনাথনিবাসে প্রবেশ করিল। যাইবার সময় দেবযানী একবার মনে মনে বলিল, "প্রাণেশ্বর আজ একবার তোমার দেবযানীর দশা দেখে যাও।"

প্রৌঢ়া, দেবযানীকে অনাথনিবাসে রাখিয়া স্বদেশে পুনায় প্রত্যাগমন করতঃ কি কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিলেন, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"ANY PORT IN THE STORM."

অনাথনিবাসে অবস্থানকালেই কন্যার জন্য দেবযানীর মন বিচলিত হইয়াছিল, এক্ষণে যত দিন যাইতে লাগিল, মন ততই বিচলিত হইতে লাগিল। নবাগতা দেবযানীর সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, দুটা মনের দুঃখের কথা খুলিয়া বলিবার লোক পর্য্যন্তও নাই। কুঠীতে শতাধিক স্ত্রীলোক কার্য্য করে; তাহারা তাহাদের পরস্পরের সহায়, কিন্তু দেবযানী কেবল নিভৃতে বসিয়া রোদন করে। এই-রূপে আরও সপ্তাহ অতীত হইল; কিন্তু দাদাভাই আসিলেন না। দেবযানীর অবস্থা দেখিয়া কুঠীর কার্য্যকারিণী একদিন বৈকালে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তুমি এরূপে নির্জ্জনে থাক কেন?"

দেবযানী অবনতমুখে মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার যাহা বলিবার আছে তাহা দাদাভাই সাহেবের সম্মুখেই বলিব বলিয়া স্থির করিয়াছি এবং সেইজন্যই এতাবৎ কাল তাঁহার অপেক্ষায় অপেক্ষা করিতেছি।"

কর্ম্মচারিণী দেবযানীর কথা শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ হই-লেন ও ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তাহাই করিও।"

দেবযানীর কথায় কর্ম্মচারিণী অপ্রতিভ হইয়াছেন দেখিয়া দেবযানী তাহা সারিয়া লইবার জন্য বলিলেন, "এখানে যাহারা কর্ম্ম করে, তাহারা কিরূপ বেতন পায়?"

কর্ম্মচারিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন "খাওয়া পরা এবং থাকিবার স্থল ও মাসিক আট টাকা পাইয়া থাকে।"

দেবযানী মনে মনে ভাবিল, ভিক্ষা অপেক্ষা পরিশ্রম করা ভাল। আর দাদাভাই সাহেবের অপেক্ষায় যে কয়দিন এখানে থাকিতে হয়, সেই কয়দিনে যাহা পারি সঞ্চয় করি না কেন? সাত পাঁচ ভাবিয়া দেবযানী কর্ম্মচারিণীকে বলিল, "অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এইরূপ একটী কর্ম্ম দিবেন কি?"

কর্ম্মচারিণী বলিলেন "ইচ্ছা হয় কল্য হইতে করিও।"

দেবযানী পরদিবস হইতে কুঠার অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া রেসম বাছাই কর্ম্ম করিতে লাগিল।

আরও দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু দাদাভাই সাহেব আসিলেন না। যত দিন যাইতে লাগিল, দেবযানী কন্যার জন্য ততই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে পুনার বৃদ্ধা গৃহস্বামিণী যমুনার নিকট হইতে দেবযানীর নিকটে এক পত্র আসিল। যমুনা দেবযানীকে পত্রে লিখিয়াছে "তোমার কন্যার দুধ খাওয়া বাবত গত মাসের দশটী টাকা গোয়ালার পাওনা হইয়াছে এবং সেই টাকা না পাওয়ায় অদ্য তিন দিবস হইল দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, তুমি টাকা পাঠাইলে আমি অন্য লোকের নিকট দুধের বন্দোবস্ত করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া দেবযানীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কপর্দ্দকহীনা দেবযানীর দশ টাকার কথা কল্পনায় উদয় হইবামাত্র একেবারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার

দেখিল! কোথায় যাইবে—কে দিবে—কোথায় গেলে দশ টাকা পাইবে, এই ভাবনায় দেবযানী অস্থির হইয়া উঠিল, সেদিন আর কাজ করিতে পারিল না; আপনার প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া কান্দিতে লাগিল।

প্রত্যহ বৈকালে কুঠীর কর্ম্মচারিণী কে কি কর্ম্ম করিল তাহা তদারক করিতেন। অদ্যও সেইরূপ করিতেছেন; যে যাহা করিয়াছে সে তাহাই দেখাইতেছে। একে একে সকলেই আসিল, কেবল দেবযানী আসিল না দেখিয়া এক-জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিদিন সকলের অগ্রে দেবযানী আপনার কাজ আমাকে দেখাইয়া যায়, কিন্তু আজ আসিতেছে না কেন?"

কর্ম্মচারিণী যে স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দেবযানীকে বড় ভাল বাসিত, এই জন্য মন গড়া করিয়া বলিল, "দেবযানী আজ কর্ম্ম করে নাই, বোধ হয় অসুখ হইয়া থাকিবে।"

কর্ম্মচারিণী তাহাকে দেবযানীর সংবাদ তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে বলিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

এই স্ত্রীলোকটী জাতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকন্যা; নাম কাশিবাই। কাশিবাই দেবযানীর সমবয়সী এবং তাহার ন্যায় মধুরভাষিণী। গঠন দেবযানীর ন্যায় না হইলেও ভদ্রঘরের যোগ্য; তবে অদৃষ্টদোষে বিধবা। দেবযানীর সহিত তাহার প্রণয়টা কিছু অধিক। একত্রে আহার, একত্রে শয়ন, একত্রে উপবেশন, একত্রে কর্ম্ম,—সকলই একত্রে। কাশিবাই সুকণ্ঠা, রসিকা, তাহার যাহা কিছু সকলই গুণের, কেবল এক দোষ রসিকতার সময় অসময় বুঝে না।

কর্ম্মচারিণীর অনুমতিমাত্রেই কাশিবাই কাজ পরিত্যাগ করিয়া নাচিতে নাচিতে দেবযানীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। দেখিল দেবযানী উপাধানে মুখ লুকাইয়া শুইয়া আছে; পার্শ্বে দেবযানীর নামাঙ্কিত মোড়ক করা একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্র দেখিয়াই একেবারে একটা গীতের এক ছত্র গাইয়া ফেলিল—

"সই ভুলোনা বিদেশীর প্রেমে"

অন্যদিন কাশিবাইয়ের স্বর শুনিলেই দেবযানী তাহার গলা জড়াইয়া ধরে, কিন্তু আজ কাশিবাই একটা গানের পুরা একটা ছত্র গাইয়া ফেলিল, অথচ দেবযানী উঠিয়া বসিল না। অন্য কেহ হইলে অপ্রতিভ হইত, হয়ত একটু রাগও করিত; কিন্তু কাশিবাই সে প্রকৃতির লোক নহে, দেবযানী উঠিল না দেখিয়া গানটার প্রথম হইতে গাইতে আরম্ভ করিল—

ভাল বাসিলে বাড়েলো যাতনা প্রাণে।
(সই) ভুলোনা বিদেশীর প্রেমে॥

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

গীত শেষ হইল, তথাপি দেবযানী উঠিল না; অগত্যা কাশিবাই দেবযানীর চুল ধরিয়া টানিল। বলিল "আজ ব্রজের কি ভাব।" চুল ধরিয়া টানায় দেবযানী উঠিয়া বসিল। এই দুঃখের সময়েও কাশিবাইয়ের কথা শুনিয়া একটু হাসি

আসিল। দেবযানী মুখের হাসি মুখে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইল না। কাশিবাই ধরিয়া ফেলিল। অপর কেহ দেবযানীর মুখ দেখিলে নিশ্চয়ই মনে করিত মুখ শুখাইয়াছে, চক্ষু ফুলিয়াছে, দেবযানী অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে। কিন্তু কাশিবাইয়ের মনে হইল দারুণ দুপুরের রৌদ্রে এক ঝাপ্‌টা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রসপ্রিয়া কাশিবাই দেবযানীর শয্যার উপর হইতে পত্র খানি হস্তে লইয়া কেবল শিরোনামটি পাঠ করিয়া বলিল, "এ বুঝি শ্যামচাঁদের দাসখত? তাই বুকে ক'রে কান্না হচ্চে?"

দেবযানী চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "দাসখতই বটে ভাই।"

কা। তবে আর ভাবনা কি? যখন দাসখত পাওয়া গিয়াছে, তখন মথুরার রাস্তা জানিতে পারিলে আমিই শ্যামচাঁদকে বেঁধে আনিতে পারি।

দে। এ সে দাসখত নয়; এ দাসীখত।

কা। দাসীখত? জিনিসটা নূতন বটে; দেখিতে পাব কি?

দেবযানী কাশিবাইয়ের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া স্বয়ং খুলিয়া পুনরায় তাহারই হস্তে দিল। কাশিবাই পত্র পাঠ করিয়া বলিল "তার আর ভাবনা কি? তোমার মাহিয়ানা হিসাবে দশটাকা আগাম লওনা কেন?"

দে। আমি এখানে নূতন আসিয়াছি, আর সপ্তাহ মাত্র কর্ম্ম করিতেছি; এ অবস্থায় দশ টাকা অগ্রিম চাহিলে দিবে কেন?

কাশিবাই কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া "ভাল, আমার কিছু পাওনা আছে, বোধ হয় দশ বার টাকা হইবে।

সেই টাকা হইতে আমি তোমায় দশ টাকা দিতেছি” বলিয়া উঠিয়া গেল।

কাশিবাই উঠিয়া গেলে, দেবযানী আপন মনে গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর কাশিবাই আসিয়া হাস্যমুখে দেবযানীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “একবার হাসো; চাঁদমুখের হাসি দেখে তবে দেবো।”

দেবযানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “ভগবান হাসিবার দিন দেন তো হাসিব।”

এবারে কাশিবাই একটু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, “কেন ভাই টাকার জন্য ভাবিতেছিলে, এখনত আর সে ভাবনা নাই, তবে হাসিবে না কেন? বোধ হয় তুমি আমাকে ভালবাস না।” কাশিবাই দেবযানীর ক্রোড়ে টাকা দশটা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল “যাই ভাই আপনার কাজ করিগে।”

কাশিবাই চলিয়া যায় দেখিয়া দেবযানী তাহার অঞ্চল ধরিয়া বসাইল। বলিল “হাসি আবার কি সব সময়ে ভাল লাগে ভাই।”

কাশিবাই বলিল “বাসা হইতে ঘড়ি দেখিয়া সময় ঠিক করিয়া আসিব।”

দেবযানী একটু হাসিয়া বলিল, “কেনলো আমার হাসিতে তোর কি সুখ হয়?”

কাশিবাই পুনরায় দেবযানীর গলা জড়াইয়া ধরিল। বলিল “আমি যে তোমার শ্যাম; তুমি আমার কমলিনীরাই।

তোমার চাঁদপানা মুখখানি শুকনো দেখিলে প্রাণ যে কেমন করে।" কাশিবাই দেবযানীর গণ্ড চুম্বন করিল।

দেবযানী বলিল "হয়েচে আর কেন? এখন বল কোথা হইতে টাকা পাইলে।"

কা। আমার টাকা পাওনা ছিল চাহিয়া লইলাম।

দে। কি বলিয়া চাহিলে?

কা। পাওনা টাকা লোকে যাহা বলিয়া চাহিয়া থাকে।

দে। তবু কি বলিলে?

কাশিবাইয়ের বলিবার ইচ্ছা নাই; সেই জন্য কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য বলিল, "বলিলাম লিখিতং শ্রীমত্যা কাশিবাই কস্য পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে"———

দে। রূপক রাখ, সত্য বল কি বলিয়া চাহিলে।

পীড়াপীড়ি দেখিয়া কাশিবাই ফাঁপরে পড়িল। কাশিবাই জানিত দেবযানী মিথ্যা কথার উপর বিশেষ চটা। এইজন্য গোপন করিয়া বলিল, "আমার বিশেষ আবশ্যক; একজনকে দিতে হইবে বলিয়া চাহিয়া আনিয়াছি।" প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে। গৃহে কাশিবাইয়ের অন্ধ মাতা আছেন, তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব বলিয়া কর্ম্মচারিণীর নিকট হইতে দশ টাকা আনিয়াছিল।

টাকা হস্তে পাইয়া দেবযানী বলিল, "টাকাতো পাইলাম; কিন্তু কিরূপে পাঠাইয়া দিব।"

কাশিবাই বলিল "ভাল, তাহারও চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, আমার সঙ্গে আইস।"

দেবযানী কাশিবাইয়ের সঙ্গে কার্য্যালয়ের প্রাঙ্গন পার

হইয়া ফাটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ফাটকের পার্শ্বের রোয়াকে পাঁড়েজী গুনচটের উপর বামজানু পাতিয়া দক্ষিণ জানু উঁচু করতঃ দেশে ভেজিবার জন্য লালরঙের চিঠির কাগজে রুল টানিয়া সেঁজুতি পূজার ঘটি বাটী অঙ্কিত করিতেছেন; আর এক একবার পার্শ্ববর্ত্তী তাওয়াপরি কাঁচা অড়হর দাইলের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; বিশেষ ব্যস্ত, স্নুতরাং পাঁড়েজী দেবযানী এবং কাশিবাইকে দেখিতে পাইল না। পাঁড়েজী দেখিতে না পাইলেও কাশিবাই গায়ে পড়িয়া দর্শন দিলেন। ডাকিল, "কি পাঁড়েজী, কি হচ্চে।" পাঁড়েজীর চমক ভাঙ্গিল। দেখিলেন, সম্মুখে চাঁদের হাট লাগিয়াছে। ঘটী বাটী আঁকিবার বা দাইলের প্রতি দৃষ্টি করিবার এ সময় নহে বুঝিয়া পাঁড়েজী "দুত্তেরি দাল ভাত" শব্দে দাঁড়াইয়া মালকোঁচা কসিয়া আঁটিলেন।

পাঁড়েজীর কথা শুনিয়া কাশিবাই মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। পাঁড়েজী কাশিবাইকে হাসিতে দেখিয়া বলিল, "ক্যা হাসো কাহে?"

কাশিবাই একটু হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল, "না হাসি নাই, তুমি বিড় বিড় করে কি ব'লে অমন করে তেড়ে উঠ্‌লে কেন?"

পাঁড়েজী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কুচ নেহি। বোল্‌তে রহা ক্যা,—রাম করে তো পাঁচো মরে।"

কথাটা বলিয়া পাঁড়েজী মনে মনে মহা সন্তুষ্ট; ফাঁকি দিয়া কাশিবাইয়ের সঙ্গে একটা রসিকতা করিয়া লইলেন। কাশিবাইও মনে মনে সন্তুষ্ট; এতক্ষণ কার্য্যোদ্ধারের একটা পথ

হইল। কাশিবাই বলিল, "বল দেখি পাঁড়েজী আমরা তোমার কাছে কেন আসিয়াছি ?"

পাঁড়েজী বলিল "সূচ সূতাকা দরকার হুয়া।"

কাশিবাই মনে মনে বলিল "দূর বেটা হতভাগা!" প্রকাশ্যে বলিল "না তা নয়।"

পাঁড়েজী বলিল "তব ক্যা ?"

কা। বলিব, আর তুমি যদি না রাখো।

পাঁ। ক্যা বোলোতো সোই।

কাশিবাই বলিল "দেখ পাঁড়েজী (দেবযানীকে লক্ষ্য করিয়া) এই মেয়ে মানুষটী আজ কদিন হলো এখানে কাজ করিতে এসেছে। পুনাতে এর মা আর এর একটী মেয়ে আছে; তারা খেতে পাচ্চে না, তাই তাদের জন্যে দশটী টাকা পাঠিয়ে দেবে। এখানে এর আর কেউ নাই যে তার হাতে পাঠিয়ে দেবে, তাই তোমার কাছে এসেছি; তুমি যদি এর একটা বন্দোবস্ত করে দাও।"

পাঁড়েজীর বয়স ষাট পার হইয়া ষেটের কোলে এক-ষট্টিতে পড়িয়াছে; বাধ্য হইয়া গায়ের চর্ম্মও কথঞ্চিৎ লোল হইয়াছে; বুঝি চোখেও একটু কম দেখেন, কিন্তু প্রাণ এখনও হামাগুড়ি দেয়। হামাগুড়ির গতিটা কাশিবাইয়ের দিকে কিছু বেশী; সুতরাং কাশিবাইয়ের কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া কহিল, "বহুৎ আচ্ছা রোপেয়া দেও, কিস্‌কো দেনে হোগা বাতাও।"

দেবযানী, যমুনার ঠিকানা এবং টাকা দশটী পাঁড়েজীর হস্তে দিয়া বলিল, "তুমি কি নিজেই যাবে ?"

পাঁ। নেহি, হাম কোই স্থরত্‌সে ভেজ দেঙ্গে।

কাশিবাই নয়নভঙ্গী করিয়া বলিল, "টাকা যেন শীঘ্র পৌঁছায়।"

পাঁড়েজী "কুছ পরোয়া নেহি" বলিয়া সার্দ্ধসপ্ত হস্ত দীর্ঘ বংশলগুড় স্কন্ধে আগে আগে "রাম চল তুহে পিছে লছ মন ভাই"—শব্দে নাকিস্থরে পিলু রাগিণীর পিতার পার্ব্বণের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে ফাটক পার হইল। আর কাশি-বাইও দেবযানীকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কোথাকার পাপ কোথায়!

আমি মূর্খ, চাঁদমুখের মর্ম্ম কি বুঝিব। যে চাঁদমুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে "দেহি পদপল্লব মুদারম্" বাহির হইয়াছিল; যে চাঁদমুখের জন্য পঞ্চানন পাগল হইয়া মহা-প্রলয় আরম্ভ করিয়াছিলেন; যে চাঁদমুখের জন্য এক লক্ষ পুত্র, সওয়া লক্ষ পৌত্রসহিত মহাপরাক্রমশালী দশানন নিহত; আমি মূর্খ হইয়া সেই চাঁদমুখের মর্ম্ম কিরূপে বুঝিব। আমা অপেক্ষা পাঁড়েজী লোক ভাল; অন্ততঃ তার বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল। সে চাঁদমুখের মর্ম্ম বুঝিত, তাই কাশি-বাই চাঁদমুখের কথা খসাইবামাত্র লগুড়স্কন্ধে যমুনার

নিকট টাকা পাঠাইবার জন্য লোকের চেষ্টায় বাহির হইল। আর এ অধম চাঁদমুখের মহিমা বুঝে না, তাই আপনার ন্যায় "শুষ্ককাষ্ঠতিষ্ঠত্যগ্রে" পাঠকের নিকট দন্ত বাহির করিয়া বসিয়া আছি। হা চাঁদমুখ!

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়; পাঁড়েজী চাঁদমুখের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল বলিয়া ফাটক পার হইবামাত্র নিজ অভিলষিত লোকের দেখা পাইল। এ ব্যক্তির করাচিতে একখানি সামান্য রকমের কাপড়ের দোকান আছে। তাহার নিজবাটী পুনা। অনেক দিনের পর সে বাটী যাইতেছিল, পথে পাঁড়েজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাঁড়েজী তাহাকে দেখিয়া বলিল "আরে তোম্ কাঁহা যাতেহো ভেইয়া? হাম তোমারি পাস জাতেহেঁ।"

দোকানদার কহিল, "অনেকদিন যাওয়া হয় নাই, পাঁড়েজী তাই বাড়ী যাচ্চি।"

পাঁড়েজী জানিত এ ব্যক্তির বাড়ি পুনায়, আর লোকটাও বিশ্বাসী, সুতরাং উরতের দাদ চুলকাইতে চুলকাইতে বিকৃত-মুখে বলিল "আচ্ছা বাত হায়। হামারাবি একঠো কাম কর্ দেও ভাই।"

দোকানদার বলিল "ক্যা কাম?"

পাঁড়েজী যমুনার নামীয় একখানি পত্র দোকানদারের হস্তে দিয়া বলিল, "আদ্মী পুনামে রহ্তা হায়; ইস্কো এই চিটি আওর দশঠো রোপেয়া পৌঁছায় দেনে হোগা।"

দোকানদার পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধা গৃহস্বামিনী যমুনাকে চিনিত; এক্ষণে পত্রের শিরনামায় তাহারই নাম লিখিত

রহিয়াছে দেখিয়া বলিল "তার আর কি; এতো আমার বাড়ীর কাছে।"

পাঁড়েজী "তব লে লেও ভাই" বলিয়া দোকানদারের হস্তে টাকা দশটী দিয়া "রাম রাম ভাই" বলিয়া কুঠী অভিমুখে ফিরিল। দোকানদারও "কোথাকার পাপ কোথায়" বলিয়া গন্তব্য-পথে চলিল।

এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে একদিন বৈকালে এক অতি বৃদ্ধা দুই চক্ষু অন্ধ স্ত্রীলোক একটী ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকার হস্ত ধরিয়া দাদাভাই সাহেবের রেসমের কারখানায় প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা বালিকার কাণে কাণে কি কথা বলিল; শুনিয়া বালিকা এক সুসজ্জিত গৃহের দ্বারে বৃদ্ধাকে দাঁড় করাইল। বৃদ্ধা দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল "কৈ গো মা কোথায়?"

শব্দ শুনিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে একজন বামাকণ্ঠে বলিল "কে গা।"

বৃদ্ধা বলিল "আমি গো মা।"

প্রত্যুত্তরকারিণী গৃহ দ্বারে আসিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিলেন, "আসুন ঘরের ভিতর আসুন।"

বৃদ্ধা, গৃহে প্রবেশ করিলে প্রত্যুত্তরকারিণী বসিবার আসন দিলেন। প্রত্যুত্তরকারিণী আর কেহ নহেন, আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা কর্ম্মচারিণী। বৃদ্ধা আসনে উপবেশন করিলে কর্ম্মচারিণী বলিলেন "কি মনে করে আসা হয়েছে?"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মনে আর কি করে আস্‌বো মা, পেট চলে না তাই এসেছি। আগে মাসে

কিছু কিছু দিতে চার্‌টী খেতে পেতেম, গতমাস থেকে বন্ধ করেছ, তা খেতে পাব কোথা থেকে ?”

কর্ম্মচারিণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “সে কি! আপনার কন্যা আমার নিকট হইতে তাহার মাহিয়ানার হিসাবে দশ টাকা লইয়া আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছে; আপনি কি তাহা পান নাই ?”

বৃদ্ধা। কৈ না মা; এক পয়সাও না।

কর্ম্মচারিণী কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন, “এখানে কে আছিস্‌রে ?”

শব্দ শ্রবণে একজন পরিচারিকা গৃহে প্রবেশ করিল। পরিচারিকাকে দেখিয়া কর্ম্মচারিণী বলিলেন, “দেখ্‌ একবার কাশিবাইকে আমার কাছে ডেকে দেতো।”

পরিচারিকা কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, “কাশিবাইকে তাহার ঘরে খুজিয়া পাইলাম না।”

কর্ম্মচারিণী বলিলেন, “দেবযানীর ঘরে একবার সন্ধান কর; তথায় না পাও দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিও।”

পরিচারিকা মনগড়া করিয়া আর একবার কার্য্যালয়ের বৃহৎ অট্টালিকা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল। শেষে দেবযানীর গৃহে কাশিবাইয়ের সন্ধান পাইয়া বলিল “তোমায় মা ঠাকরুণ ডাক্‌চেন।”

এতক্ষণ রসপ্রিয়া কাশিবাই দেবযানীর পার্শ্বে শুইয়া বলিতেছিল, “আমার কথা না শুন—মনের কথা খুলিয়া না বল—একদিন ছুটো কোকিল ছেড়ে দেবো, ছট্‌ ফটিয়ে মরবে।” ইত্যবসরে পরিচারিকা আসিয়া কর্ম্মচারিণীর আজ্ঞা

শুনাইল। পরিচারিকাকে দেখিয়া কাশিবাই বলিল "ওমা কাকিলের নামে ছাড়ায় যে গো।"

পরিচারিকার কণ্ঠস্বর কিছু কর্কশ; আর একটু বদ্‌রাগীও বটে, সুতরাং কাশিবাইয়ের রসিকতাটা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র রাগ হইল। বলিল "তোমরা যে কোকিল, সেই ভাল-তেই ভাল; আমরা দুঃখিপ্রাণী লোক, কাজেই ছাতার। এখন আস্‌বেতো এসো।" পরিচারিকা রাগভরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল দেখিয়া কাশিবাই ডাকিল, "ওরে মিরা ওরে মিরা; শোন শোন আমার মাথা খা শোন।" মিরা ফিরিল না দেখিয়া কাশিবাই দেবযানীকে বলিল, "যাই ভাই, কেন ডাক্‌চেন শুনে আসি"

দেবযানী বলিল "তবে যাও খবরটা কি বলে যেও।"

পরিচারিকা কুপিত হইয়াছিল বলিয়া কাশিবাইয়ের কথায় ফিরিল না, একবারে কর্ম্মচারিণীর নিকট গিয়া সংবাদ দিল, "কাশিবাই দেবযানীর গৃহে বসিয়া গান গাই-তেছে, তাহার কথায় আসিল না।"

পরিচারিকার কথা শুনিয়া কর্ম্মচারিণী বলিলেন"আসিল না।"

পরিচারিকা বলিল "না।"

কর্ম্মচারিণী পরিচারিকার মুখপানে চাহিয়া "আচ্ছা! তুমি যাও" বলিয়া নিজে দেবযানীর গৃহাভিমুখে চলিলেন। কর্ম্মচারিণীকে দেবযানীর গৃহ পর্য্যন্ত যাইতে হইল না; প্রাঙ্গনের মধ্যে কাশিবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কাশিবাই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আইসে নাই বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কাশিবাইকে

সমুখে পাইয়া একটু উগ্রস্বরে বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

কাশিবাই মুখ নত করিয়া বলিল, "এইখানেই ছিলাম, যাইব কোথায় ?"

কর্ম্ম। তোমার ঘরে ছিলে কি ?

কা। না, দেবযানীর অসুখ করিয়াছে, তাই তাহার নিকটে বসিয়াছিলাম। দেবযানীর নাম শুনিয়া কর্ম্মচারিণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "হুঁ!" ভাল সে দিন আমার নিকট হইতে যে টাকা দশটী তোমার মাতাকে দিবার জন্য লইয়াছিলে তাহা কি পাঠান হইয়াছে ?

টাকার কথা শুনিয়া কাশিবাই একবার ঢোক গিলিল, একটু ইতস্ততঃ করিল, শেষে বলিল "হাঁ পাঠান হইয়াছে।"

কর্ম্ম। কবে পাঠান হইয়াছে ?

কা। সেই দিনেই।

কর্ম্ম। কিরূপে পাঠাইলে ?

কা। পাঁড়েজির হস্তে পাঠাইয়াছি।

কর্ম্ম। তোমার মাতা টাকা পাইয়াছেন কিনা তাহার কিছু সংবাদ রাখ ?

কাশিবাই প্রথমে বলিতেছিল, "হাঁ রাখি"; কিন্তু কি ভাবিয়া বলিল "না।"

কর্ম্মচারিণী বলিলেন, "তোমার মাতা আসিয়া আমার গৃহে অপেক্ষা করিতেছেন; তিনি টাকা পান নাই।"

মাতা আসিয়াছে টাকা পায় নাই শুনিয়া কাশিবাইয়ের মস্তক ঘুরিল, মুখে কথা নাই। কাশিবাই কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্ম্মচারিণী বলিলেন "ভাল পাঁড়েজীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, টাকা কাহার হস্তে দিয়াছে। তুমি আমার সঙ্গে আইস।" কাশিবাই কর্ম্মচারিণীর পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইল। যে গৃহে কাশিবাইয়ের মাতা বসিয়াছিলেন, কাশিবাই কর্ম্মচারিণীর সঙ্গে তথায় প্রবেশ করিয়া মাতাকে সম্মুখে দেখিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধার সঙ্গে যে বালিকা আসিয়াছিল, সে কাশিবাইকে দেখিয়া বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "মা দিদি আসিয়াছে।"

দুই চক্ষু হীনা বৃদ্ধা উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, "এস মা এস।"

কাশিবাই মাতার নিকটে গেল না; দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া কর্ম্মচারিণী কহিলেন, "যাও, তোমার মাতার নিকট যাও; টাকার জন্য ভাবিও না, আমি তাহার প্রতিকার করিতেছি।"

কর্ম্মচারিণী অপর একজন পরিচারিকাকে বলিলেন, "পাঁড়েজিকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন।" পরিচারিকা "যাই" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পরিচারিকা পাঁড়েজিকে ডাকিতে গেল দেখিয়া কাশি-বাইয়ের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। কাশিবাই আর দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল।

কাশিবাই বসিল দেখিয়া কর্ম্মচারিণী বলিলেন, "এমন করিয়া এখানে বসিলে কেন? যাও তোমার মাতার নিকটে বসো।"

অগত্যা কাশিবাই মাতার ক্রোড়ে গিয়া বসিল। মাতা কন্যার গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কেন মা, কি হয়েচে এমন কচ্চিস কেন?"

কাশিবাই বলিল, "কিছু হয় নাই, মাথাটা কেমন করচে।"

যে পরিচারিকা পাঁড়েজিকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ফটকে পাঁড়েজি নাই; কোথায় গিয়াছে। আর একজন আছে তাহাকে ডাক্‌ব?"

কর্ম্মচারিণী বলিলেন "না, তাহাকে ডাকিতে হইবে না; বরং বলিয়া আইস পাঁড়েজি আসিলেই আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়।"

পরিচারিকা নিক্রান্ত হইয়া গেল। পাঁড়েজির অপেক্ষায় কর্ম্মচারিণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা কহিলেন। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল; কিন্তু পাঁড়েজি ফিরিল না। তখন কর্ম্মচারিণী পাঁচটী টাকা বৃদ্ধার হস্তে দিয়া বলিলেন, "আজ পনর দিন হইল এই কুঠীর দরোয়ান পাঁড়েজির নিকট কাশিবাই আপনাকে দিবার জন্য দশ টাকা পাঠাইয়াছে; কিন্তু সে টাকা পান নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঁড়েজির নিকটে থাকে, তবে দুই এক দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিব। আপততঃ এই টাকায় খরচ চালান।"

বৃদ্ধা। আঃ বাঁচলেম, মা সুখে থাক। সন্ধ্যা হয়ে এলো আজ যাই।

বৃদ্ধা কাশিবাইয়ের মুখচুম্বন করিয়া "অসুখ হয়েচে তো আর বসে থেকো না শোওগে" বলিয়া বালিকার হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃদ্ধাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কর্ম্মচারিণী বলিলেন, "হাঁ সন্ধ্যা হলো বটে, আর আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হাঁ মা তবে যাই।"

কর্ম্ম। আসুন।

বৃদ্ধা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাঙ্গন পার হইল, কাশিবাইও মাতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যাইতে যাইতে বালিকা কাশিবাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দিদি তুই যাবিনে ?"

কাশিবাই বলিল, "যাবো, দিন কতক পরে যাবো।"

কথা কহিতে কহিতে কাশিবাই বৃদ্ধার সঙ্গে ফটকের সম্মুখে আসিল। তখন বৃদ্ধা কাশিবাইকে বলিল, "যাও মা ঘরে যাও।"

কাশিবাই পুনরায় মাতাকে প্রণাম করিল, মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া ফটক পার হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল; আর কাশিবাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধা ও বালিকাকে ফটকের ভিতর হইতে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ দেখিল। শেষে যখন অদৃশ্য হইল, তখন ভাবিতে ভাবিতে আপনার গৃহে গিয়া শয়ন করিল।

সন্ধ্যার পর পাঁড়েজি কর্ম্মচারিণীর সম্মুখে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। কর্ম্মচারিণী পাঁড়েজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশিবাই তাহার মাকে দিবার জন্য তোমার কাছে যে দশটী টাকা দিয়াছিল, তাহা কাহার হাতে দিয়াছ ?"

দরোয়ানজী বলিল, "হাঁ রোপেয়া তো দিয়া রহা, লেকেন উসিকা মাতারিকো দেনে নেহি বোলা। যো নয়া লোগ আয়া, উসিকা এক লেড়কি আউর মা পুনামে হায়, উস্কো দেনে বোলা। সো রোপেয়া হাম উসি বখৎ ভেজা।"

কর্ম্মচারিণী দ্বারবানের কথা শুনিয়া বলিলেন, "কাশিবাই নিজে তোমাকে টাকা পুনায় পাঠাইবার জন্য বলিয়াছিল ?

দ্বা। হাঁ, ওহি বোলা রহা।

কর্ম্ম। আচ্ছা তুমি যাও।

দ্বারবান্ বিদায় হইলে কর্ম্মচারিণী, দাসীর সাহায্যে পুনরায় কাশিবাইকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আগে তো এরূপ ছিলে না; এখন কাহারও কথা শুন না, লঘু-গুরু জ্ঞান কর না, এরূপ অত্যাচার করিতেছ কেন ? আর এত মিথ্যা কথা বা কোথা হইতে শিখিলে ?"

কাশিবাই কোন কথা বলিল না; চোরের ন্যায় দাঁড়াইল। কাশিবাইকে নিরুত্তর দেখিয়া কর্ম্মচারিণী পুনরপি কহিলেন "কথা, কহিতেছ না কেন ? উত্তর দাও, যথার্থ বল টাকা কাহার নিকট পাঠাইয়াছ ?"

কাশিবাই নীরব। কর্ম্মচারিণী কহিলেন, "পুনরায় কাহার নিকট টাকা পাঠাইয়াছ বল।"

কাশিবাই বুঝিল, কর্ম্মচারিণী সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন, এখন আর গোপন করা বৃথা বিবেচনা করিয়া বলিল, "দেবযানীর কন্যা খাইতে পাইতেছে না শুনিয়া টাকা কয়টি পাঠাইয়া দিয়াছি।"

কর্ম্ম। ভাল কিন্তু আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে কেন ?

কাশিবাইয়ের মুখে কথা নাই। কর্ম্মচারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুনায় দেবযানীর কন্যা আছে তাহা তুমি কি রূপে জানিলে ?

কা। তাহার মুখে শুনিয়াছি।

কর্ম্ম। কন্যা ব্যতীত আর কেহ আছে শুনিয়াছ ?

কা। স্বামী আছেন বটে; কিন্তু কোথায় আছেন তাহা জানে না। তিনি দেবযানীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কর্ম্ম। কেন পরিত্যাগ করিয়াছেন জান ?

কা। না।

কর্ম্ম। আর কেহ আছে শুনিয়াছ ?

কা। বলে পিতা আছেন, কিন্তু কোথায় আছেন তাহা বলে না।

কর্ম্ম। কন্যা কাহার নিকট আছে ?

কা। দেবযানার বিবাহের পর তাহার স্বামী পুনার এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বাটীতে ভাড়াটীয়া ছিলেন, কন্যা এখন তাহারই নিকট আছে।

কর্ম্ম। কন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনে নাই কেন ?

কা। জানি না।

কর্ম্মচারিণীর মনে বিষম সন্দেহ হইল। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, কেন দেবযানী তাহার নিকট কোন কথা বলে নাই। তাঁহার মনে হইল দেবযানী অবৈধউপায়ে এই বালিকার দশটি টাকা হস্তগত করিয়াছে। একটু রাগও হইল; সেই রাগভরে তিনি তৎক্ষণাৎ আনুপূর্ব্বিক ঘটনা-সম্বলিত একখানি পত্র লিখিয়া পরিচারিকা দ্বারা অনাথ-নিবাসের কর্ম্মচারী গণপৎশ্যামরায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঘটনাটী যত গুরুতর হউক না হউক, কর্ম্মচারিণীর লিখনভঙ্গীতে গুরুতর অপরাধ হইয়া দাঁড়াইল। পত্র গণপৎ শ্যামরায়ের নিকট পঁহছিলে তিনি পাঠ করিয়া

প্রত্যুত্তর লিখিলেন, "এ সম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই; যাহা ভাল হয় করিবেন। আমিও এইরূপ কতকটা শুনিয়াছি।"

গণপতের প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া কর্ম্মচারিণী সে রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পরদিন প্রাতে দেবযানীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আদেশপ্রাপ্তে দেবযানী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। দেবযানী আসিয়াছে দেখিয়া কর্ম্মচারিণী একখানি খাতা বহি লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি দেখিলেন; শেষে দেবযানীর মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "আর এখানে তোমার স্থান হইবে না।"

এতক্ষণ দেবযানী কর্ম্মচারিণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল; আর দাঁড়াইতে পারিল না বসিয়া পড়িল। "এখানে স্থান হইবে না" শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; গণ্ড বহিয়া এক বিন্দু জল পড়িতেছিল, দেবযানী তাহা অঞ্চলে মুছিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি শতাধিক লোককে প্রতিপালন করিয়া ভার বোধ করেন না, তবে এ অভাগিনীর পক্ষে ভার বোধ করিতেছেন কেন?"

কর্ম্মচারিণী বলিলেন, "আমার লঘুবোধ ভারবোধ কিছু-তেই নাই;—আমি কর্ম্মচারিণী মাত্র। যাহারা কুঠীতে কাজ করে তাহাদের সকলকে এখানকার নিয়মমত চলিতে হয়, আর সচ্চরিত্রা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। তোমার দ্বারা কুঠীর অনেক নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে, আর তোমার চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতেছি; এই জন্যই এখানে স্থান হইবে না।"

দেবযানী বলিল, "কুঠীর কোন্ নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি? আর আমার চরিত্রসম্বন্ধে কাহার নিকট কি শুনিয়াছেন শুনিতে পাইলে ভাল হইত।"

কর্ম্ম। সে সকল কথা বলিবার এখন সময় নহে; আবশ্যক নাই, ইচ্ছাও নাই, আর তাহা শুনিয়া তোমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনাও নাই। এইজন্য এক কথায় বলিতেছি এখানে স্থান হইবে না।

দেবযানী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ভগবান্ আছেন, জীব দিয়াছেন আহার অবশ্যই দিবেন। এখানে স্থান না হয় পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আরও কিছুদিন না থাকিয়া পরিত্যাগ করিব না।"

কর্ম্ম। কেন?

দে। এখানে আমার কথঞ্চিৎ ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ না করিয়া যাইব না।

কর্ম্ম। আমি সমস্তই জানি; যদি তাহা ঋণ বলিয়া লইয়া থাক, আর পরিশোধ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তোমার প্রাপ্য বেতন হইতে পরিশোধ করিতে পার। তুমি তিন সপ্তাহ হইল এখানে কর্ম্ম করিতেছ, তাহাতে তোমার যাহা প্রাপ্য হইয়াছে তাহা বাদ দিলে অতি অল্পই থাকে; তাহা সুবিধা মত পরিশোধ করিও। এখানে থাকিয়া পরিশোধ করা হইবে না।

দে। তাহাই হইবে। একবার কাশিবাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

কর্ম্ম। কাশিবাইয়ের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিবার

কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করি না। আবশ্যক থাকিলেও এখন সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। যদি বাধা না থাকে তবে তোমার যাহা বক্তব্য তাহা আমার নিকট বলিতে পার, আমি সময়ান্তরে তাহাকে জানাইব।

দে। বলিবার অন্য কিছুই নাই, তবে এই মাত্র বলিবেন, এ জন্মে তাহার ঋণ শোধ করিতে পারিব না। আর আমার প্রাপ্য বেতন হইতে যাহা হয় দিবেন, যাহা বাকী রহিল সময়ান্তরে পাঠাইয়া দিব।

কর্ম্ম। উত্তম কথা।

দেবযানী, কর্ম্মচারিণীকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কুঠী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে দ্বারবান্ তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল, দেবযানী পত্র হস্তে অনেক দূর গিয়া এক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। "তোমার কন্যা মলিনার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে; তাহার চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা অতি শীঘ্র পাঠাইবে। আর সম্মুখে শীতকাল, তাহার গাত্রের কাপড় নাই, তাহাও তোমায় জানাইলাম।"

শ্রীমতী যমুনাবাই।

পত্র পাঠ করিয়া দেবযানী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পান্থ-নিবাস।

করাচির পান্থশালা আজ লোকে লোকারণ্য; ন স্থানং তিল ধারয়েৎ। উপর নীচে মায় তেতালা পর্য্যন্ত একটী ঘরও ফাঁক নাই। সম্মুখে করাচির হাট। সপ্তাহে এক দিন হাট বসিয়া থাকে। সূচ সূতা হইতে হাতি ঘোড়া পর্য্যন্ত এমন কোন দ্রব্যের নাম করা যায় না, যাহা এই হাটে ক্রয় বিক্রয় হয় না। দূরস্থান হইতে অনেক ক্রেতা বিক্রেতাও আসিয়া থাকে। হাটটী বহুদিনের পুরাতন, যাহারা দূর হইতে হাটে আইসে, তাহারা হাট করিয়া সগু সগু বাটী পৌঁছিতে পারে না; এতদ্ব্যতীত আহারাদির জন্য অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে দেখিয়া বিখ্যাত রেসমব্যবসারী দাদাভাই সাহেব বহুঅর্থব্যয়ে এই ত্রিতল পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পান্থশালার নাম "দাদাভাই পান্থ-নিবাস।" পান্থনিবাসের নিয়ম এই—পান্থেরা নিজব্যয়ে আহারাদি করিবে; আর এক রাত্রের অধিক তথায় থাকিতে পাইবে না, কিন্তু তজ্জন্য মূল্য দিতে হইবে না। পীড়িতের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম। দাদাভাই সাহেবের নিযুক্ত এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ আছেন। নিয়মদণ্ড তাঁহারই দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। শীতকাল বলিয়া অগ্ন সন্ধ্যা হইতে না

হইতেই পান্থনিবাস লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পান্থের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্থানাভাবে কর্ম্মচারী অনেককে ফিরাইয়া দিলেন। কেবল চারিজন লোককে ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না; তাঁহাদের সঙ্গে অনেক জিনিস পত্র ছিল এবং বাটীও বহুদূর। অগত্যা বারাণ্ডায় স্থান দিলেন। যাহারা পূর্ব্ব হইতে স্থান সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিল; অনেকে গল্প করিতে আরম্ভ করিল। যাঁহারা শেষ আসিয়া বারাণ্ডায় স্থান লইয়াছিলেন, তাঁহারা দারুণ শীতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। ইহাদের মধ্যে একব্যক্তি অপর একব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দাদা একটু আগুন আন্‌তে পার, তা'হলে তামাক খাওয়া যায়।"

যাঁহাকে দাদা সম্বোধনে আগুন আনিবার ভার দেওয়া হইল, তিনি এক আধ ছিটা গুলি খাইতেন; সুতরাং একটু কুড়েও বটে, আর কুড়েরা প্রায়ই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে; কাজেই "এ রাত্রে আগুন পাওয়া যাইবে না" বলিয়া দাদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন।

ধূমপানলোলুপ ব্যক্তি দাদাকে পার্শ্বপরিবর্ত্তনে শয়ন করিতে দেখিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া অগ্নির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। যাঁহারা গৃহের মধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের নিকট চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মনোরথ সিদ্ধ হইল না। বারাণ্ডা হইতে মুখ নত করিয়া রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পারিলেন না,—রাজপথ জনশূন্য।

কেবল এক শীর্ণকায় স্ত্রীমূর্ত্তি নয়নগোচর হইল; স্ত্রীলোকটীর মস্তক কেশশূন্য, অঙ্গে শতগ্রন্থি জীর্ণবাস, দুইহাত মুখে দিয়া শীতে হি হি করিতেছে; আর উন্মাদিনীর ন্যায় বিড় বিড় করিয়া আপন মনে কি বকিতেছে। প্রথম দর্শনে ধূমপান-লোলুপ ব্যক্তির মনে ভয় সঞ্চার হইল। ভূতযোনী বলিয়া বোধ হইল, পুনরায় "দাদা রাস্তায় ভূতের মত কি একটা বেড়াচ্চে দেখ!" বলিয়া দাদাকে ডাকিলেন।

দাদা সর্ব্বজ্ঞ, বলিলেন, "ও ভূত, রাম নাম কর।"

দাদা সম্বোধনকারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আরে একবার উঠেই দেখ না।"

এত ডাকাডাকিতেও দাদা উঠিল না; তৎপরিবর্ত্তে আর একজন উঠিয়া বলিলেন, "কি হয়েচে?"

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "ঐ দেখ, ভূতের মত একটা কি বেড়াচ্চে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "না হে ভূত নয়; মেয়ে মানুষ, বোধ হয় পাগল।"

মেয়েমানুষের নাম শুনিয়া দাদা তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "কৈ কৈ, কোথায় মেয়েমানুষ।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন "ঐ দেখ।"

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে বলিলেন "ভায়া তবে ডাক না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি "ওগো" বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু মেয়ে মানুষ আসিল না।

মেয়েমানুষ আসিল না দেখিয়া দাদা বলিলেন "তোমা-দের ও চেঁচানিতে কি মেয়েমানুষ আসে? ওরা হচ্ছে ফুলের

জাত; একটু কায়দা করে ডাক্‌তে হয়। তোমরা তো ডেকে আন্‌তে পার্‌লে না, আর আমি ডাকি দেখ, এখুনি ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে দৌড়ে দৌড়ে আস্‌বে।"

প্র। তবে ডাক না কেন?

দাদা রসিকতা করিয়া ডাকিল "চিঁ ঘর্‌ ঘর্‌।"

দাদার রসিকতা শুনিয়া কেহই হাসি সম্বরণ করিতে না পারিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন "চিঁ ঘর্‌ ঘর্‌ কি দাদা?"

দাদা বলিলেন, "তোম্‌রা যদি এর অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌বে, তা হ'লে কি আমার এ দুর্দ্দশা হয়?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "শুন দাদা, আমরাই যেন মূর্খ মানুষ, তাই তোমার রসিকতা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, কিন্তু যাকে রসিকতা কর্‌লে সে এলো কই?"

দাদা বলিলেন "আস্‌বে, অবশ্যই আস্‌বে? তার বাপ যে সে আস্‌বে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন "আচ্ছা ভাই দেখা যাক্‌।"

অনেকক্ষণ গেল তবুও মেয়েমানুষ আসিল না দেখিয়া দাদা একটু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "দাড়াও ভাই, বেটীকে জব্দ কচ্চিঁ।"

পান্থনিবাসের গৃহমধ্যে জাগরিত হইয়া যাহারা গল্প করিতে-ছিল, দাদা তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! এক গ্লাস খাবার জল দিতে পারেন?"

খাবার জলের নাম শুনিয়া এক ব্যক্তি এক গ্লাস জল দিয়া বলিল "এই নেন মহাশয়।"

দাদা জলের গ্লাসটী বাম হস্তে ধরিয়া পশ্চাদ্ভাগে লুকাইয়া প্রথম ব্যক্তিকে বলিলেন, "ভাই একটা টাকা দাওতো!"

প্রথম ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া একটা টাকা দাদার হস্তে দিলেন। দাদা টাকাটী লইয়া উপর হইতে রাজপথবিহারিণী স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ্য করিয়া "এই টাকা লও" বলিয়া টাকাটী দেখাইলেন।

স্ত্রীলোকটী টাকা দেখিয়া প্রফুল্লমুখে বারাণ্ডার নীচে অঞ্চল পাতিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "দাও।"

দাদা এই অবসরে টাকাটীর পরিবর্ত্তে লুক্কায়িত জলপাত্র হইতে সমস্ত জল অনাথিনীর গাত্রে ফেলিয়া দিলেন।

অনাথিনীর গাত্রে জল ফেলিয়া দিবামাত্র সকলেই "ছি ছি, কল্লে কি দাদা" বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। একজন বিষম চটিয়া বলিলেন, "গুলিখোরের বুদ্ধি আর কত ভাল হবে।" দাদার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি হাসিয়াই ব্যাকুল।

দাদা অপ্রতিভ হইল না, বরং হাসিতে লাগিল দেখিয়া যিনি গুলিখোরের বুদ্ধির নিন্দা করিতেছিলেন, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অপর সঙ্গীকে বলিলেন "দেখ ভাই একে আমাদের সঙ্গে রাখা হবে না; যদি রাখ, তবে আমি থাকিব না।" সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিগণও একবাক্যে তাঁর কথায় সায় দিলেন, বলিলেন "বটেইতো।"

দাদার উপর নিগ্রহের বন্দোবস্তের গোলযোগ চলিতেছে; এমন সময়ে "বাবারে মারে মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া দাদা বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোলযোগ শুনিয়া সঙ্গি-

গণ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, দাদা বারাণ্ডার উপর পড়িয়া চীৎকার করিতেছে, আর তাঁহার পার্শ্বে সেই শতগ্রন্থি ছিন্নবসনা অনাথিনী দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। পান্থনিবাসের দ্বার খোলা ছিল, গোলযোগের সময় অনাথিনী উপরে উঠিয়া ইষ্টকাঘাতে দাদার মস্তক ভগ্ন করিয়া দিয়াছে। দাদার সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা দেখিয়া সঙ্গিগণও দাদার সহিত চীৎকার করিতে লাগিলেন। একেবারে তিন চারি জনের চীৎকারে পান্থনিবাসের সমস্ত লোক জাগরিত হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরক্ষকগণও দেখা দিলেন। সঙ্গি-গণের মধ্যে একজন শান্তিরক্ষকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খুন কিয়া, এই আওরৎ খুন কিয়া, ইস্‌কো পাকড়ো।"

শান্তিরক্ষকগণ রুধিরধারা দেখিয়া এবং খুনের কথা শুনিয়া অনাথিনীকে ধরিল।

এতক্ষণ অনাথিনী দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, শান্তিরক্ষকগণ হস্ত ধরিল দেখিয়া কাতরস্বরে বলিল, "আমাকে ধরিতেছ কেন ?"

শান্তিরক্ষকগণ কর্কশস্বরে বলিল, "তোম খুন কিয়া হায়, থানামে চলো।"

অভাগিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতরস্বরে কহিল "আমার কি হইবে ?"

শান্তিরক্ষকগণ অভাগিনীকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "তোমারা জেল হোগা।"

অভাগিনী ধাক্কা খাইয়া বলিল, "দেখ, আমার মলিনা এই

শীতে বড় কষ্ট পাচ্চে, যদি তার গায়ের একখানি কাপড়ের যোগাড় করে দিতে পার, তবে লইয়া চলো।"

শান্তিরক্ষক বুঝিল, অভাগিনী শীতবস্ত্র চাহিতেছে এজন্য হাস্য করিয়া কহিল, "হাঁ হাঁ মিলেগা; কম্বল মিলেগা।"

কম্বল পাইবে শুনিয়া অভাগিনী মহাআহ্লাদে বলিল, "তবে চল, আর দেরি করে কাজ নাই; কিন্তু ছোট মেয়ে কম্বল কি গায়ে দিতে পার্‌বে; কুট্ কুট্ কর্‌বে না তো?"

শান্তিরক্ষকগণ "নেহি নেহি, তোম্ চলো" বলিতে বলিতে অভাগিনীকে সঙ্গে লইয়া চলিল; সেও অম্লানবদনে তাহাদের সঙ্গে চলিল।

শান্তিরক্ষকগণ অভাগিনীকে লইয়া গেলে দাদার সঙ্গীরা দাদাকে ধরিয়া বসাইলেন এবং অনেক জল ঢালিলেন, তাহাতে দাদাও একটু সুস্থ হইলেন। একজন লোক পান্থনিবাসের কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিলে কর্ম্মচারী ব্যাপার দেখিয়া একটা ঔষধ বাঁধিয়া দিলেন; তাহাতে দাদার রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হইল। পান্থনিবাসের অপর সাধারণে পাগ্‌লী ইট মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এই পর্য্যন্তই শুনিলেন। যিনি দাদার গুলিখোরীবুদ্ধির নিন্দা করিতেছিলেন, তিনি কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে মহাশয়! মেয়েমানুষটার কোন দোষ নাই ও আপনার মনে রাস্তায় বেড়াচ্ছিল; টাকা দেবার লোভ দেখিয়ে এই দারুণ শীতে ওর গায়ে এক গেলাস জল ঢেলে দিলে; কাজেই ও রাগ ক'রে মাথাটা ভেঙ্গে দিয়ে গেল।"

যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাইবার নাম করিয়া দাদা জল আনিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "হাঁ হাঁ ঠিক কথা, ইনিইতো আমার কাছ থেকে এইমাত্র এক গ্লাস জল নিয়ে এলেন; সেই জলটা বুঝি ঐ মেয়েমানুষটার গায়ে দিয়েছেন?"

গুলিখোরীবুদ্ধির নিন্দাকারী বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! সেই পূরা এক গ্লাস জল।"

কথা শুনিয়া অপর একজন বলিয়া উঠিলেন, "আহা এমন কাজও করে; আমার বোধ হয় স্ত্রীলোকটা পাগল।"

অপর একজন বলিলেন, "ঠিক বলেছেন মহাশয়, নচেৎ পুলিসের কাছে গায়ের কাপড় চায়; আঃ হা হা, এমন পাগলকেও কি পুলিসে দিতে আছে?"

পাগলিনীকে বিনাদোষে পুলিসে দেওয়ার কথা শুনিয়া পান্থনিবাসের কর্ম্মচারী মহাশয় বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "যখন এতদূর হইয়াছে তখন আমাকে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে; কল্য থানায় গিয়া বন্দোবস্ত করা যাইবে।" পরে দাদার সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর আপনাদের এখানে স্থান হইবে না, অন্যত্র চেষ্টা দেখুন; আপনারা ভদ্রলোক অধিক বলা বৃথা।"

অন্যান্য পান্থেরাও কর্ম্মচারীর কথায় সায় দিলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন, "আর কেন বাবা পাতলা হও; ভেসে পড়ো—ভেসে পড়ো।" আর একজন তাঁহাদের

একটা গাঁঠরি টানিয়া ফেলিয়া দিল। দাদাকে লইয়া দাদার সঙ্গিরা বিশেষ গোলযোগে পড়িলেন; অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কর্ম্মচারীর মন কিছুতেই নরম হইল না। অগত্যা তাঁহারা পান্থনিবাস হইতে বাহির হইলেন।

গোলযোগ এক প্রকার থামিয়া গেল; পান্থেরা যে যাহার গৃহে প্রবেশ করিল; কর্ম্মচারী মহাশয় আপনার প্রকোষ্ঠে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক-শকট আসিয়া পান্থনিবাসের দ্বারে দাঁড়াইল। কর্ম্মচারী মহাশয় বারাণ্ডার উপর হইতে মুখ নত করিয়া দেখিলেন শকটমধ্য হইতে এক পার্শীবেশধারী ভদ্রলোক অব-তরণ করিয়া সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারী মহাশয় উপর হইতে ভদ্রবেশধারী পার্শীসাহে-বকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি অবতরণপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন; তিনিও অভিবাদন করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন? কাজ-কর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে?"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, কাজকর্ম্ম উত্তমই চলি-তেছে; পান্থদিগের কোন কষ্ট নাই; তবে এক একটা বদলোকের জ্বালায় সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এইমাত্র কয়েকটা লোক একটা পাগলীকে লইয়া বিষম গোল বাধাইয়া ছিল; তাহার জন্য বোধ হয় কল্য একবার পুলিস পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।"

পার্শীসাহেব বলিলেন "এমন কি গোলযোগ করিয়া-য়াছে, যাহাতে আপনাকে পুলিস পর্য্যন্ত যাইতে হইবে?"

কর্ম্মচারী পার্শীসাহেবকে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনাইলে-লেন। পার্শীসাহেব শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, "পাগলিনীকে থানায় কতক্ষণ লইয়া গিয়াছে?"

কর্ম্মচারী বলিলেন "এইমাত্র।"

শুনিয়া পার্শীসাহেব আর দাঁড়াইলেন না, সোপান অবতরণ পূর্ব্বক যানারোহণে থানা অভিমুখে চলিলেন।

পুলিস।

ব্রহ্মার সৃষ্টির সকল জিনিসই ভালয় মন্দয় মিশ্রিত। কোন জিনিস একবারে ভাল বা কোন জিনিষ একবারে মন্দ নাই; কিন্তু আমি পোড়াচক্ষে চারিটী জিনিষের কিছুমাত্র ভাল দেখিতে পাই না। মন্দ নম্বর এক—ছেক্ড়া গাড়ীর গাড়োয়ান; মন্দ নম্বর দুই—পুলিসের লোক; মন্দ নম্বর তিন—জমীদারের গোমস্তা; আর মন্দ নম্বর চার—যমুনার ন্যায় স্ত্রীলোক। কোন কর্ম্মই এদের অসাধ্য নয়। এদের বিধাতা স্বতন্ত্র, যমও স্বতন্ত্র। লোক যেমন ভয়ানক, বাসস্থান তদপেক্ষা ভয়ানক। ছেক্ড়া গাড়ির আস্তাবোল আর জমীদারের গোমস্তার কাছারির পরিচয় বোধ হয় পাঠকগণকে দিতে হইবে না। আর প্রকাশ্যে না হউক, লুকাইয়া অনেকেই যমুনার ন্যায় স্ত্রীলোকের আলয়ে গিয়াছেন, সুতরাং

সে পরিচয়ও দেওয়া অনাবশ্যক এবং দিতে প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু পুলিস কর্ম্মচারীর থানারূপ স্থানে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কথনও পদার্পণ করিয়াছেন, এ কথা আমি প্রাণ গেলেও বলিতে পারিব না। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে যাঁর পদার্পণ হইয়াছে, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁর "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" কাজ নাই পাঠক! ও স্থানে আপনার গিয়ে কাজ নাই; কিন্তু একটা কথা আছে—লোকে বলে রাজদ্বারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে যিনি সহায় হন, তিনিই বন্ধু। তাই বলি, আপনি যখন অভাগিনী দেবযানীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমার বিবেচনায় আর একটু অগ্রসর হইলে বোধ হয় ভাল হয়। থানার ভিতরে না যান অন্ততঃ বাহির হইতে উকি মারিয়া একবার দেখুন, অভাগিনী পাগলীকে পুলিসের লোকেরা লইয়া গিয়া কি দুরবস্থা করিতেছে।

এই যে ফটকবিশিষ্ট বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছেন, ঐটী করাচীর থানা। থানার যিনি ইনিস্পেক্টার তিনি আপনার পূর্ব্ব পরিচিত,—জাতিতে ইংরাজ, নাম রডক। ইনি বিখ্যাত রেসমব্যবসায়ী দাদাভাই সাহেবের উপর বিশেষ বিরক্ত তাহাও আপনি জানেন।

ইনি লেখনিহস্তে চেয়ারে উপবিষ্ট। সম্মুখে টেবিল, টেবিলের উপর রোজনামচা বহি পড়িয়া রহিয়াছে। টেবিলের সম্মুখে পাগলিনীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া দুইজন কনষ্টেবল দণ্ডায়মান।

ইনিস্পেক্টার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাগলিনীর মুখের পানে চাহিয়া বিলাতী বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি নাম আসে ?"

পা। আগে আমার মেয়ের গায়ের কাপড় দাও, তবে নাম বল্‌বো।

ই। তোমার মেয়ে কে আসে।

পা। আমার মেয়ে পুনায় আছে, তার নাম মলিনা। আমি একজনের কিছু টাকা ধারি, সেই জন্য মেয়েকে তার কাছে রেখে টাকার চেষ্টায় এখানে এসেছি। সাহেব তুমি সেই টাকাগুলো শোধ ক'রে দিতে পার ?

ই। ডেখো বডমাসি রাখো, নাম বোলো।

পা। আমার মেয়ের গায়ের কাপড় না দিলে কখনই নাম বল্‌বো না।

ই। ডেখো টোম খুন কিয়া ; কাল টোমারা ফাঁসি হোগা, আভি নাম বোলো।

পা। আমার ফাঁসি হবে ? তাহোক্, কিন্তু একবার মলিনাকে দেখাও ; একবার কোলে করি, তার পর ফাঁসি দিও।

ইনিস্পেক্টার সাহেব বুঝিলেন, স্ত্রীলোকটা নষ্টামি করিতেছে, এজন্য যে দুইজন কনেষ্টবল পাগলিনীকে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকে বলিলেন "ডেখো ইস্‌কো বাহার্‌মে জায়কে কোই সুরৎসে কবুল করাও।"

যাহারা পাগলিনীকে ধরিয়াছিল তাহারা টানিয়া বাহির করিবার জন্য বলিল, "আরে চল্।"

পাগলিনী মনে ভাবিল, তাহাকে ফাঁসি দিতে লইয়া যাইতেছে, সুতরাং বল প্রকাশ করিতে লাগিল। বলিল "না যাবো না। আগে আমার মলিনাকে দেখাও, তার পর ফাঁসি দিও।"

পাগলী জোর করিতেছে, যাইতেছে না, দেখিয়া ইনিস্পেক্টার সাহেব বলিলেন "জোর্‌সে লে জাও।"

অগত্যা কনষ্টেবলেরা জোর করিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোকের বল আর পুরুষের বল অনেক তফাৎ। পাগ্‌লী আর সহ্য করিতে পারিল না, শুইয়া পড়িয়া "মাগো তুমি কোথায়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

কনষ্টেবলেরা ছাড়িবার পাত্র নহে; তাহার উপর সাহেবের হুকুম,—সুতরাং উভয়ে উভয় হস্ত ধরিয়া টানিয়া থানার প্রাঙ্গনে আনিয়া ফেলিল। পাগ্‌লী প্রাঙ্গনে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, "সাহেব আমার মলিনাকে একবার দেখাও; একবার চখের দেখা দেখ্‌বো, তার পর ফাঁসি দিও।"

পাগ্‌লীর চীৎকারে পাছে সাহেবের কোন কষ্ট হয় এই ভয়ে কনষ্টেবলদ্বয় বলিতে লাগিল, "আরে চুপ্‌ চুপ্‌, সাহেব খেপ্পা হোগা।" এমন সময়ে কাহার পদ শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বোধ হইল জুতা পায়ে কে যেন প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়া আসিতেছে। সাহেব আসিতেছেন মনে করিয়া কনষ্টেবলদ্বয় ব্যস্ত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, সাহেব নয়; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাঁহাকে দেখিল, তাঁহাকে দেখিয়া সাহেব হইলে যত ব্যস্ত না হইত,

তাহার শতগুণ অধিক ব্যস্তে পাগ্‌লীর হাত ছাড়িয়া উভয়ে আভূমিনত সেলাম করিল। তিনিও সেলাম প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "একি? স্ত্রীলোকের উপর এরূপ অত্যাচার করিতেছ কেন?"

কনষ্টেবলদ্বয় নিজভাষায় নম্রভাবে বলিল, "এই স্ত্রী-লোকটী একজনের মাথায় ইট মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সেই জন্য ইহাকে থানায় আনিয়াছি; এ সাহে-বের নিকট এজেহার দিতেছে না, বদ্‌মাইসি করিতেছে, এই জন্য সাহেব কবুল করাইবার জন্য আমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন।"

পার্শীসাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের সাহেব কোথায়?"

কনষ্টেবলদ্বয় বলিল, "ঐ ঘরে আছেন।"

পার্শীসাহেব বলিলেন, "ভাল এই স্ত্রীলোককে আমার সঙ্গে লইয়া সাহেবের ঘরে আইস।"

বিনাবাক্যব্যয়ে কনষ্টেবলদ্বয় পাগলিনীর হস্ত ধরিয়া পার্শীসাহেবের সঙ্গে ইনিস্পেক্‌টার সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিল। পাগলিনীকে কবুল করাইবার অনুমতি দিয়া সাহেব চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া আপন মনে চুরট খাইতে-ছিলেন। সহসা গৃহমধ্যে জুতার শব্দ শুনিয়া চমক ভাঙ্গিল। যাঁহাকে সম্মুখে দেখিলেন, ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতে হইল। ঘোরতর বিরক্তির সহিত একটা সেলাম করিয়া আপনার চেয়ারে উপবেশন করিবার জন্য অনু-

রোধও করিল। পার্শীসাহেব চেয়ারে উপবেশন করিলেন; ইনিস্পেক্টার সাহেব টেবিলের উপর বামহস্ত রাখিয়া নতমুখে দাঁড়াইলেন।

পার্শীসাহেব ইনিস্পেক্টার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অপরাধে এই স্ত্রীলোকের উপর পীড়ন করিবার অনুমতি দিয়াছ?"

ইনিস্পেক্টার সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিরক্তিসূচক-স্বরে কহিলেন, "কল্য পুলিসকোর্টেই তাহা জানিতে পারিবেন।"

ইনিস্পেকটারের মুখে "কল্য পুলিসকোর্টেই তাহা জানিতে পাইবেন" শুনিয়া পার্শীসাহেব বলিলেন, "না কল্য নহে অদ্যই শুনিতে চাই এই—দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তেই শুনিতে চাই।

ই। যদি না বলি?

পার্শী। এখনি পদচ্যুত হইবে। তোমার স্মরণ থাকা উচিত, ইংরাজরাজ স্বেচ্ছায় আমাকে অবৈতনিক বিচারক-রূপে নিয়োগ করিয়াছেন।

কি ভাবিয়া ইনিস্পেক্টারসাহেব বলিলেন, "এই স্ত্রী-লোক একজনের মাথায় ইট মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, সেইজন্য থানার লোকে ধরিয়া আনিয়াছে; কিন্তু এজেহার দিতেছে না, তাই কবুল করাইবার চেষ্টা করা হইতেছে মাত্র।"

পার্শী। যাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে সে কোথায়?

ই। তিনি আইসেন নাই।

পার্শী। যিনি নালিস করিতেছেন তিনি আইসেন নাই; অথচ আসামীকে ধরিয়া পীড়ন করিতেছ।

এতক্ষণ পাগলিনী নিরানন্দে দাঁড়াইয়াছিল; এইবার কাঁদিয়া বলিল, "মহাশয়, সাহেব আমার কন্যাকে না দেখাইয়া আমার ফাঁসি দিতেছেন।"

এতক্ষণ পার্শীসাহেব ইনিস্পেক্‌টারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, পাগলিনীর প্রতি দৃষ্টি ছিল না; সে কান্দিয়া উঠিবামাত্র দৃষ্টি পড়িল। কনষ্টেবলদ্বয় তাহার উভয় হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, "উহার হাত ছাড়িয়া দাও।"

আজ্ঞামাত্র কনষ্টেবলদ্বয় হস্ত ত্যাগ করিল। পাগলিনী হস্তমুক্ত হইয়া দৌড়িয়া পার্শীসাহেবের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল। বলিল "আমার আর কেহই নাই, আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

পার্শী। ভয় নাই; আমার পা ছাড়িয়া দাও, আর আমার কথার উত্তর দাও। বল, তুমি কাহারও মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছ কি না।

পা। একজন আমাকে টাকা দিব বলিয়া এক গেলাস জল আমার গায়ে ঢালিয়া দিয়াছিল; এইজন্য একটা ইট মারিয়াছি, তাহাতে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়াছে কি না বলিতে পারি না।

পার্শী। বিনা কারণে তোমার গায়ে জল দিল কেন?

পা। তাহা বলিতে পারি না।

পার্শী। তোমার নাম কি? কেনই বা অত রাত্রে রাস্তায় বেড়াইতেছিলে?

পাগলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার নাম

দেবযানী। দুই মাসের উপর হইল বিপদে পড়িয়া পুনা হইতে দাদাভাই সাহেবের নিকট সাহায্য পাইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে এপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অনাথনিবাসে ছিলাম; কিন্তু জানি না কি কারণে তথাকার কর্ম্মচারী আমাকে তথা হইতে কুঠীতে বিদায় করিয়া দিলেন। সেখানেও কয়েক দিন ছিলাম, তার পর তথাকার কর্ম্মচারিণীও একদিন আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। তার পর অদ্য একমাস হইল পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি; যে দিন দয়া করিয়া কেহ কিছু দেয়, সেই দিন খাইতে পাই।"

দেবযানী আর বলিতে পারিল না, বিষম কাশি আসিল; শ্লেষ্মার সহিত অনেকটা রক্ত উঠিল।

পার্শীসাহেব বলিলেন, "থাক্ আজ আর কাজ নাই, কালি প্রাতে শুনিব।" অতঃপর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ফরিয়াদী যখন আসামীর নামে অভিযোগ করিতে আঁইসে নাই, তখন আসামীকে বৃথা কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই; আসামী এই স্ত্রীলোককে আমি লইয়া যাইতেছি, যদি ফরিয়াদী উপস্থিত হইয়া ইহার নামে অভিযোগ করে, তাহাহইলে উপযুক্ত সময়ে আমি ইহাকে উপস্থিত করিয়া দিব। ইহার জন্য আমি জামিন রহিলাম।"

পার্শীসাহেব চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেবযানীকে বলিলেন "আমার সঙ্গে আইস, তোমার সমস্ত কথা শুনিব, তৎপরে দাদাভাই সাহেবের সঙ্গেও

সাক্ষাৎ করাইয়া দিব। কোন ভয় করিও না, তুমি আমার মাতা, আমি তোমার পুত্র।"

দেবযানী বিনাবাক্যব্যয়ে পার্শীসাহেবের গাড়ীতে উঠিল। পার্শীসাহেবও চালকের নিকট বসিয়া দাদাভাই সাহেবের হাঁসপাতাল অভিমুখে গাড়ি চালাইবার আদেশ করিলেন। ইনিস্পেকটার সাহেব এতাবৎ হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন, পার্শীসাহেব দেবযানীকে লইয়া গেল দেখিয়া "ড্যামনিগার" বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়াতোপীর বিচার।

করাচিবাসী জনসাধারণের আজ বড় আনন্দের দিন। প্রভাত হইতে না হইতেই দাদাভাই সাহেবের বাটীতে লোকসমাগম হইতে লাগিল। প্রায় তিন মাসের পর দাদাভাই সাহেব গতরজনীতে বাটীতে আসিয়াছেন। এতাবৎ তিনি কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, কেহই তাহা জানিত না, বলিয়া সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। দাদাভাই সাহেবের অবারিত দ্বার, কলেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; তিনিও সকলকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণে পরিতুষ্ট করি-

লেন। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল দেখিয়া সাক্ষাৎকারী আগন্তুকেরা একে একে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। গোলযোগ চুকিয়া গেল দেখিয়া দাদাভাই সাহেব একজন ভৃত্য দ্বারা অনাথনিবাসের কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যের নিকট সংবাদ পাইয়া কর্ম্মচারী আসিয়া দাদাভাইকে অভিবাদন করিলেন, দাদাভাই সাহেবও প্রত্যাভিবাদন করিয়া কর্ম্মচারীকে নিজ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অনুপস্থিতে আপনার কার্য্যের কোনরূপ ব্যাবাত হয় নাই ত ?"

কর্ম্মচারী শির নত করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞা না, ভগবানের ইচ্ছায় কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই।"

দাদা। করাচিবাসী কাহাকেও ত কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই ?

কর্ম্ম। আজ্ঞা না।

দাদা। আপনাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব নির্ভয়ে উত্তর দিবেন। করাচির কত লোক আমার উপর সন্তুষ্ট, আর কত লোক অসন্তুষ্ট জানিতে চাহি।

কর্ম্ম। করাচিবাসী এমন লোক একটীও আমার চক্ষে পড়ে না, যে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। তবে করাচির পুলিস ইনিস্পেক্টার আপনার প্রতি একটু বিরক্ত বলিয়া বোধ হয়।

দাদা। কেন আমার উপর বিরক্ত বলিতে পারেন ?

কর্ম্ম। আজ্ঞা না।

দাদা। ভাল, ইংরাজশাসনে ভারতবাসী সুখে আছে কি দুঃখে আছে, বলিতে পারেন ?

কর্ম্ম। এ কথার মীমাংসা সহজ নহে; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ইংরাজশাসনে দস্যুতস্করের ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

দাদা। কিরূপ কমিয়াছে?

কর্ম্ম। এতদিনের পর বিখ্যাত দস্যু তান্তিয়াতোপী ধরা পড়িয়াছে।

দাদাভাই আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তান্তিয়াতোপী ধরা পড়িয়াছে! না—বিশ্বাস হয় না; বোধ হয় শুনিতে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

কর্ম্ম। আজ্ঞা না শুনিবার ভ্রম নয়;—আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অদ্য করাচিতে তাহার বিচার হইবে।

দাদাভাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "আচ্ছা আপনি যান, অদ্য আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না।"

কর্ম্মচারী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

কর্ম্মচারী উঠিয়া গেলে দাদাভাই সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "যাওয়া উচিত কি?" পরে মন যেন বলিল, "হাঁ যাওয়া উচিত; যাইতেই হইবে।" গাত্রোত্থান করিয়া দাদাভাই পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, আবার মন যেন বলিল, "না যাইও না" তোমার এখনও অনেক কার্য্য বাকি আছে; দেবযানীর দুঃখকাহিনী শুনিতে প্রতিশ্রুত আছ, যাইও না। পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাদাভাই কৌচে উপবেশন করিলেন, আবার মনে হইল, না, লোকটার কি হয়

দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য; দেবযানীর কাহিনী আসিয়া শুনিব। দাদাভাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পাচক আসিয়া সংবাদ দিল, "আহার্য্য প্রস্তুত, আহার করুন।" দাদাভাই উত্তর করিলেন, "একটু বিলম্বে আহার করিব।" গাড়ি সজ্জিত করিতে অনুমতি করিলেন; গাড়ি সজ্জিত হইয়া আসিল। চালক সংবাদ দিল, গাড়ি প্রস্তুত; দাদাভাই যানারোহণ করিয়া করাচির ফৌজদারী আদালত অভিমুখে চালাইতে অনুমতি করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে যান আদালতের ফটকসম্মুখে উপস্থিত হইল। দাদাভাই যানাবতরণপূর্ব্বক সোপান আরোহণকরতঃ বিচারগৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রে সামান্য কনষ্টেবল হইতে বিচারপতি পর্য্যন্ত সকলে উঠিয়া দাদাভাইয়ের অভ্যর্থনা করিলেন। দাদাভাই বিচারকের পার্শ্বে চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া বিচার শুনিতে লাগিলেন।

তান্তিয়াতোপীর বিচার হইতেছে। তান্তিয়া লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, আর মুখে একমাত্র বুলি বলিতেছে, "ধর্ম্মাবতার আমি তান্তিয়া নই।"

বিচারক একে একে অনেকের সাক্ষ্য লইলেন, সকলেই বলিল,—এই ব্যক্তিই তান্তিয়াতোপী। করাচির পুলিস ইনিস্পেক্টার প্রধান সাক্ষী; তিনি সাক্ষ্য দিলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তান্তিয়া। আমি যখন অমৃতসরের পুলিসে ছিলাম, তখন এই ব্যক্তিই একজন দোকানদারের দুইশত টাকা লইয়া পলায়ন করে, আর একজনের ইক্ষুক্ষেত্র

লুঠ করে। আমি বেশ বলিতে পারি, এব্যক্তি নিশ্চয়ই তান্তিয়া।

যখন সকলেই প্রমাণ দিল এ ব্যক্তি তান্তিয়াতোপী, তখন বিচারক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার নামে অনেকগুলি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। প্রথমতঃ তুমি রাজদ্রোহী—দ্বিতীয়তঃ ডাকাইত; তোমার জন্য রাজ্যে কেহই নির্ভয়ে বাস করিতে পারিতেছে না। তুমি ইচ্ছায় অনেকের প্রাণবধ করিয়াছ। এই সকল অপরাধের বিশেষ প্রমাণ পাইয়া আমি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইন পুস্তকের যতদূর অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে তোমাকে দোষিস্বরূপ সাব্যস্ত করিলাম; অতএব তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডভোগ—ঈশ্বরইচ্ছায় এবং নিয়মাধীনে তোমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মৃত্যু না হয়।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা শুনিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনার বিচারে নির্দ্দোষির প্রাণদণ্ড হইতেছে, আমি তান্তিয়াতোপী নহি, তান্তিয়ার কিরূপ আকৃতি কখন চক্ষেও দেখি নাই।"

বিচারপতি তাহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। কনষ্টেবলগণকে অপরাধিকে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। অনুমতি পাইয়া কনষ্টেবলেরা অপরাধীকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হস্ত ধরিল দেখিয়া, দাদাভাই সাহেব চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দাদাভাই সাহেবকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার মুখের দিকে

চাহিলেন। দণ্ডায়মান হইয়া দাদাভাই সাহেব একবার আদালত গৃহের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিচার অবিচার হইতেছে, আজ যদি আমি এখানে উপস্থিত না থাকিতাম, তাহাহইলে এই সকল মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা একজন নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। এব্যক্তি তান্তিয়া নহে; আপনারা যদি তান্তিয়াতোপীকে দেখিতে চান, তবে দেখুন,—আমিই সেই তান্তিয়াতোপী। আপনারা নিরপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে ধরিবার চেষ্টা করুন।"

দাদাভাই সাহেবের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার তাৎকালিক আকৃতি দেখিয়া যে যেখানে যেভাবে ছিল, সেই সেইখানে সেই ভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রহিল। সেই মুহূর্ত্তে আদালতগৃহ সর্ব্বশুদ্ধ রসাতলে গেলেও অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিরা অধিকতর চমৎকৃত হইতে পারিতেন না। পরমুহূর্ত্তেই গোলযোগ উঠিল, "ধর ধর এই সেই তান্তিয়াতোপী।"

রব উঠিল বটে, কিন্তু সাহস করিয়া কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না,—সকলেই আপনার প্রাণ লইয়া শশব্যস্ত; যে যেখানে পাইল পলায়ন করিল। দাদাভাই সাহেব আদালতগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যানারোহণকরতঃ চালককে নিজ দাতব্যচিকিৎসাশালয় অভিমুখে যান চালাইতে অনুমতি করিলেন। যান চিকিৎসালয় অভিমুখে চলিল।

অল্পক্ষণ মধ্যে যান চিকিৎসালয়ের দ্বারে আসিয়া পৌছিল। দাদাভাই যানাবতরণ করিয়া চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিলেন। চিকিৎসালয়টী একটী উদ্যানসহিত বৃহৎ অট্টালিকা। অট্টা-

লিকাটী একতালা; চারিদিকে অনেকগুলি গৃহ এবং মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড দালান। দালান এবং গৃহগুলি চিকিৎসার্থী রোগীতে পরিপূর্ণ; প্রায় তিন শত রোগীর উপযুক্ত শয্যা আছে। পাঁচজন চিকিৎসক নিয়তই রোগীদিগের চিকিৎসা করিতেছেন। চিকিৎসালয়ের সম্মুখভাগটী স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্থান। দাদাভাই যান হইতে অবতরণ করিয়া চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে প্রধান চিকিৎসককে দেখিতে পাইলেন। প্রধান চিকিৎসক তখন একজন স্ত্রীলোকের রোগ পরীক্ষা করিতেছিলেন, সম্মুখে দাদাভাই সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, "গত পরশ্ব রজনীতে আপনি এই স্ত্রীলোকটীকে রাখিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই।"

দাদা। ইনি কেমন আছেন?

চিকিৎসক মৃদুস্বরে কহিলেন, "বড় ভাল নয়। ক্ষয়-কাশ-সংযুক্ত জ্বরে পূর্ণবিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবনসঙ্কট, ইহার একটী কন্যা আছে, তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে; দেখাইতে পারিলে বোধ হয় দুই চারি দিন বাঁচিলে বাঁচিতে পারে।"

দাদাভাই চিকিৎসককে বলিলেন, "আমি ইহাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

চি। আপত্তি কি?

দাদা। সুন্দরি! আমি আসিয়াছি।

দেবযানী বিকারে অঘোর,—কথা কহিল না। দাদাভাই পুনরপি তিন চারি বার ডাকিয়া বলিলেন "আমি আসিয়াছি; আমার নাম দাদাভাই ভুন্‌জিভাই।"

দাদাভাই আসিয়াছেন শুনিয়া দেবযানী বিকারের ঘোরে একবার চক্ষু চাহিল। চক্ষু চাহিয়াছে দেখিয়া দাদাভাই সাহেব বলিলেন, "আমার নাম দাদাভাই; আমি তোমার কন্যাকে আনিয়া দিব, বল তোমার কন্যা কোথায় আছে।"

কন্যার নাম শুনিয়া বিকারের ঘোরেও দেবযানীর অল্প-জ্ঞান হইল। বলিল, "পুনায় যমুনাবাই নামে একজন স্ত্রীলোকের নিকট কিছু টাকা ঋণ থাকার জন্য সে কন্যাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে; টাকা শোধ না হইলে সে কন্যাকে দিবে না।"

দাদা। আমি ঋণ পরিশোধ করিয়া কল্যই তোমার কন্যাকে আনিয়া দিব।

"ঋণ পরিশোধ করিয়া কন্যাকে আনিয়া দিব" শুনিয়া আনন্দে দেবযানীর চক্ষে জল দেখা দিল। মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি কে?"

দাদাভাই সাহেব বলিলেন "আমার নাম দাদাভাই ভুন্‌জিভাই।"

মহানন্দে দেবযানী করযোড় করিয়া প্রণাম করিল। কন্যাকে আনিয়া দিবে শুনিয়া চক্ষে জল দেখা দিয়াছিল; এক্ষণে দাদাভাই সাহেবই কন্যাকে আনিয়া দিবে শুনিয়া জল গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

দাদা। কোন ভয় নাই, তুমি একটু স্থির হও। পুনায় তোমার আর কে আছে?

দেব। আর কেহ নাই।

দাদা। অঙ্গে সধবার চিহ্ন দেখিতেছি;—স্বামী বর্ত্তমান—কোথায় আছেন?

দেব। যখন আমি নয়মাস অন্তঃস্বত্ত্বা, তখন আমার স্বামী আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারি না।

দাদা। মস্তক কেশশূন্য কেন ?

বহুকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া দেবযানী বলিল, "আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় যখন আমি এখানে আসি, তাহার কিছুদিন পরে শুনিলাম আমার কন্যা পীড়িতা; অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না। অনেকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কেহই সাহায্য করিল না; কিন্তু আমার মাথায় দীর্ঘকেশ দেখিয়া দশ টাকা মূল্যে তাহা একজন ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল। দশ টাকার বিনিময়ে আমি তাহাকে কেশগুলি বিক্রয় করিয়াছি।"

দাদাভাই সাহেব চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন, "থাক্, ও কথায় কাজ নাই। পিতা মাতা আছেন কি ?"

পিতা মাতার নাম শুনিয়া দেবযানীর হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। কি বলিতেছিল আর বলিতে পারিল না,—কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দেবযানীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া চিকিৎসক দাদাভাই সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ফুস্‌ফুস্‌জনিত পীড়া, অধিক বাক্যব্যয় করিলে বৃদ্ধি হইতে পারে।"

দাদা। আর আমার জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। আপনি রোগিণীকে বিশেষ যত্নের সহিত দেখিবেন।

চি। সে বলা বাহুল্য মাত্র।

দাদাভাই সাহেব দেবযানীকে বলিলেন, "আমি প্রতিশ্রুত

হইলাম, কল্য তোমার কন্যাকে তোমার কাছে আনিয়া দিব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।”

দেবযানী মৃদুস্বরে বলিল, “ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।”

দাদাভাই চিকিৎসকের সঙ্গে অন্যান্য রোগী দেখিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

দাদাভাই সাহের চিকিৎসকের সহিত অন্যান্য রোগী দেখিবার জন্য যাই ভিতরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক সহস্র পুলিসপ্রহরী বেষ্টিত হইয়া ইনিস্পেক্টার সাহেব চিকিৎসালয়ের দ্বারে দর্শন দিলেন। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই খট্টোপরি দেবযানী শায়িত ছিল, ইনিস্পেক্টার সাহেবের দৃষ্টি প্রথমেই তাহার উপর পড়িল। দেবযানীকে চিনিতে পারিয়া সাহেব একজন সঙ্গীকে বলিলেন, “গত পরশ্ব রজনীতে সেই ডাকাইত আমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক এই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া আসিয়াছে।”

সঙ্গী বলিলেন, “বোধ হয় এই স্ত্রীলোক ডাকাত, ইহাকে গ্রেপ্তার করুন।”

ই। আবশ্যক করে না। ইহার নিকট সংবাদ লওয়া যাক।

দেবযানী শয্যায় শয়ন করিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিল। মনে ভয়ও হইল; কিন্তু কিছু বলিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।

ইনিস্পেক্টার স্বীয় বাঙ্গালাভাষায় দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ, যে ডাকাত গত পরশ্ব রজনীতে তোমাকে আমার

নিকট হইতে আনিয়াছিল, সে এখানে আছে ?”

দেবযানী চক্ষু বুজিয়াই বলিল, “ডাকাত কে তাহা আমি জানি না।”

ই। তোমাদের দাদাভাই সাহেবই ডাকাত; তার নাম দাদাভাই নহে—তাস্তিয়াতোপী।

ইনিস্পেক্টারের কথা শুনিয়া দুর্ দুর্ করিয়া দেবযানীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। দেবযানীকে নিরুত্তর দেখিয়া সাহেব বলিলেন, “আছে কি না-বল ?”

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ করিয়া দেবযানী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, “না এখানে নাই।”

ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দেওয়ায় ইনিস্পেক্টার সাহেবের মনে সন্দেহ হইল, তিনি চিকিৎসালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দাদাভাই সাহেবের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইনিস্পেক্টার স্বদলে ভিতরে প্রবেশ করিল দেখিয়া দেবযানী মনে মনে ভাবিল তাঁহার মিথ্যাবাক্য ধরা পড়িয়া গেল। মিথ্যাকথা কহিয়াছে ভাবিয়া দেবযানীর কষ্ট হইতে লাগিল; শয্যাকণ্টকীবৎ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

ইনিস্পেক্টার সাহেব অন্বেষণ করিতে করিতে চিকিৎসালয়ের এক প্রকোষ্ঠে দাদাভাই সাহেবের সাক্ষাৎ পাইলেন, দাদাভাই সাহেব ইনিস্পেক্টারকে দেখিয়া বলিলেন, “কোন গোল করিবার আবশ্যক নাই, আমি স্বইচ্ছায় যাইতেছি।”

ইনিস্পেক্টার ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, “ডাকাতের ভদ্রতা বড় চমৎকার; এখন আইস শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাই।”

ইনিস্পেক্টার দাদাভাইয়ের হস্ত ধরিলেন।

দাদাভাই বলিলেন, "বল প্রয়োগ করিবেন না, করিলে পারিবেন না। আমি যাইতেছি।"

ইনিস্পেক্টার দাদাভাইয়ের কথা শুনিলেন না, অনুচরগণকে বন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন। অনুচরগণ সাহস করিয়া অগ্রসর হইল না দেখিয়া সাহেব নিজে গিয়া দাদাভাইয়ের হস্ত বন্ধন করিলেন, হস্ত বন্ধন করায় দাদাভাই একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "কেন বিরক্ত করিতেছেন, চলুন যাইতেছি।" দাদাভাই ইনিস্পেক্টারের সহিত দ্বারের নিকট আসিয়া দেবযানীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, দেবযানী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে। দাদাভাই, ইনিস্পেক্টারকে দেবযানীকে দেখাইয়া বলিলেন, "অদ্য আমাকে ছাড়িয়া দিন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি আগামী পরশ্ব নিজে থানায় উপস্থিত হইব। এই স্ত্রীলোকের আসন্নকাল উপস্থিত, পুনায় ইহার এক কন্যা আছে, তাহাকে দেখিবার জন্য ইনি নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়াছেন, আমি আগামী কল্য ইহার কন্যাকে আনিয়া দিব প্রতিশ্রুত আছি, সেই জন্য বলিতেছি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

ইনিস্পেক্টর হাস্য করিয়া কহিলেন, "বড় মন্দ নয়; তোমাকে ছাড়িয়া দিই, আর তুমি ডাকাতি করিয়া বেড়াও! ভাল তাহাই হইবে, তোমাকে একেবারে আণ্ডামানে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এখন চল।"

ইনিস্পেক্টর, দাদাভাই সাহেবকে ধাক্কা মারিলেন। অটলপর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাদাভাই তাহা সহ্য করিলেন,

কোন কথা বলিলেন না, একদৃষ্টে দেবযানীর মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন। দেবযানী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল, ইনিস্পেক্টর সাহেব দাদাভাইয়ের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দেবযানীর ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, মুখ হইতে কতকটা রক্ত উঠিল, একবার "মলিনা" বলিয়া ডাকিল।

প্রধান চিকিৎসক দাদাভাইসম্বন্ধীয় ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এবং দাদাভাই পুলিসকর্ত্তৃক ধৃত হইলেও তিনি তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। দেবযানীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই।"

দাদা। এরূপ হইবার কারণ কি ?

চি। অকস্মাৎ নৈরাশ্যই প্রধান কারণ।

ইনিস্পেক্টর আবার ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "আর দেখে কাজ নাই চল্ চল্।"

দাদাভাই বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "সাবধান! বাড়াবাড়ি করিলে উচিত শিক্ষা দিব।" এই সময় দেবযানী উপাধানে মুখ ঘষিতে ঘষিতে নিস্পন্দ হইয়া উলটিয়া পড়িল।

চিকিৎসক বলিলেন, "ঐ হইয়া গেল।"

এতক্ষণ দাদাভাই অধোমুখে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন; ইনিস্পেক্টর হস্ত ধরিয়াছিল। এইবার বলপূর্ব্বক ইনিস্পেক্টারের হস্ত ছাড়াইয়া তাহার গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, দুরাত্মা তোর জন্যই একটা স্ত্রীহত্যা হইল; এ দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল এখনি দিতে পারিতাম, কিন্তু দয়া করিয়া দিলাম না। তান্তিয়াকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিলি, এইজন্য অনিচ্ছায়

তান্তিয়া তোকে যৎকিঞ্চিৎ বাহুবলের পরিচয় দেখাইয়া গেল। শতাধিক সশস্ত্র লোক সঙ্গে আনিয়াছিস্ সত্য; সাধ্য থাকে আমাকে বন্দী কর।" দাদাভাই ওরফে তান্তিয়াতোপী এই কথা বলিয়া ইনিস্পেক্টরের গলায় হস্ত দিয়া শত হস্ত দূরে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পাঠক! এইবার আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব; আপনার সহিত এই আমার শেষ কথা আপনি বিদ্বান্, বহুদর্শী—বলুন দেখি! দেবযানীর আত্মা স্বর্গে যাইবে কি না? দেবযানী জ্ঞানসত্বে কাহারও কোন অপকার করে নাই; জীবনে কখন মিথ্যাকথা বলে নাই, কিন্তু এইমাত্র একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছে, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি এই পাপে দেবযানীর আত্মা কি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নরক দর্শন করিবে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চিলেন যুদ্ধের উপক্রমণিকা।

পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ স্বর্গারোহণ করিলেন; রণজিৎবন্ধু ইংরাজরাজ রণজিৎ সিংহের বিধবামহিষী মহারাণী চন্দ্রা এবং নাবালকপুত্রে মহারাজ দলীপসিংহের অভিভাবক হইয়া পঞ্জাবরাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। খাল্‌সা সেনাপতি তেজসিংহ ও লাল-সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় সোব্রাও-ক্ষেত্রে লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রথম শিখযুদ্ধ জয় করিলেন বটে, কিন্তু শিখদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল। ১৮৫৬ সালের ৯ই মার্চ্চ তারিখে মিয়ানমীর নামকস্থানে এই নিয়মে সন্ধি হয় যে, শতদ্রু এবং বিপাশানদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর ও দোয়াব নামক স্থান দিতে হইবে। আর যে সমস্ত খাল্‌সা সৈন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে হইবে। সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া ২০০০০ পদাতিক এবং ১২০০০০ অশ্বারোহী করিতে হইবে। আর যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দেড়কোটী টাকা দিতে হইবে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ পরলোক গমন কালে ১২ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু মন্ত্রীগণের কল্যাণে অর্দ্ধ কোটীর অধিক পাওয়া গেল না। লর্ড হার্ডিঞ্জ ঐ অর্দ্ধ কোটী লইয়া বাকি এক কোটী টাকার জন্য জম্মুর শাসন-কর্ত্তা গোলাপ সিংহের নিকট কাশ্মীর প্রদেশ ক্রয় করেন।

এই গোলাপসিংহ মৃত মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র এবং লাহোর-দরবারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এইরূপে প্রথম শিখযুদ্ধের অবসান হইল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে মহারাণী চন্দ্রার হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার ছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর স্বজাতীদ্রোহী পাপাত্মা লালসিংহের হস্তে অর্পিত হইল। সন্ধির নিয়মানুসারে যে সময় গোলাপসিংহ কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে গমন করেন, সেই সময়ে পাপাত্মা লালসিংহ কাশ্মীরের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা ইমামউদ্দীনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গোলাপসিংহকে কাশ্মীর অধিকার করিতে দিলেন না। ইমামউদ্দীন গোলযোগ আরম্ভ করিল দেখিয়া রেসিডেণ্ট হেনেরি লরেন্স দশ সহস্র শিখ এবং কতিপয় ইংরাজ সৈন্য লইয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। রেসিডেণ্ট যুদ্ধ সজ্জায় উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, ইমামউদ্দীন ভয়ে লালসিংহপ্রেরিত গুপ্তপত্র রেসিডেণ্টের নিকট দিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রেসিডেণ্ট পত্রপাঠে লালসিংহের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পেন্সন দিয়া আগ্রায় চালান দিলেন।

লালসিংহকে নির্ব্বাসিত করিয়া ইংরাজরাজ রণজিৎরাজ্যরক্ষার্থে বাইরাবল নামে আবার এক নূতন সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই নিয়মে সন্ধিপত্র লিখিত হইল যে, নাবালক দলীপসিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক হইয়া পঞ্জাব শাসন করিবেন। রণজিৎ-বিধবা চন্দ্রারাণীর তাহা সহ্য হইল না। প্রাণসমপুত্র দলীপকে ইংরাজ অভিভাবকের হস্তে রাখিতে অসম্মতা

হইলেন; এবং তজ্জন্য ইংরাজগণকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। রেসিডেণ্টও তাহা সহ্য করিলেন না; তিনি মুসলমানবেষ্টিত সেখপুর নানক স্থানে মহারাণীকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

মহারাণী চন্দ্রা নির্ব্বাসিত হওয়ার অল্প দিন পরে রেসিডেণ্ট হেনেরি লরেন্স্ অসুস্থ হইলেন; সেই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড ডালহৌসীর হস্তে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া বিলাত যাইতেছিলেন, হেনেরি লরেন্স তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। হেনেরি লরেন্সের পদে সার ফ্রেড্রিক কারি নামক একজন সিবিলিয়ান পঞ্জাবের রেসিডেণ্টপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সাবনমল্ল নামে রণজিৎ সিংহের নিয়োজিত একজন শাসনকর্ত্তা মূলতান শাসন করিতেন। ইংরাজি ১৮৪৪ অব্দে গুপ্তহত্যায় তিনি নিহত হন। তাঁহার পুত্র মূলরাজ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলে লাহোরদরবার তাঁহার নিকট হইতে দেওয়ানীপদ গ্রহণের নজরস্বরূপ ৩০ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান। মূলরাজ টাকা না দেওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। রুসা নামক স্থানে ঐ প্রেরিত সৈন্যে এবং মূলরাজসৈন্যে সামান্য রকমের যুদ্ধ হয়; মূলরাজ সেই যুদ্ধে জয়ী হইলেন। যুদ্ধের পর লাহোররেসিডেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া এই নিয়মে মীমাংসা করিয়া দেন যে, মূলরাজ বঙ্গের স্বত্ব পরিত্যাগ করিবেন এবং নজরস্বরূপ ২০ লক্ষ টাকা দিবেন, আর পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হারে কর দিবেন। মূলরাজ একবৎসর কাল এই নিয়মে কার্য্য করিয়া আর পারিলেন না। তিনি

পদত্যাগ করিবার জন্য লাহোরদরবারে পত্র লিখিলেন। লাহোরদরবার মূলরাজের পত্র পাইয়া সর্দ্দার খাঁ-সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে মূলরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে বান্সঅগ্ নামক একজন সিবিলিয়ান, বোম্বাই সৈন্যদলের লেফ্টেনেণ্ট আণ্ডারসন এবং পাঁচশত সৈন্য সহিত মূলতানে পাঠাইয়া দিলেন। সর্দ্দার খাঁ-সিংহ স্বদলে মূলতানে উপস্থিত হইলে মূলরাজ তাঁহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। শাসনভার হস্তে পাইয়া যে সময়ে সর্দ্দার খাঁ-সিংহ স্বদলে দুর্গ হইতে বহির্গত হইতেছেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের উপর আক্রমণ হইল; মূলরাজ এই আক্রমণের কোন প্রতিকার না করিয়া বরং দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। তৎপর দিবস সমগ্র মুলতানবাসী প্রকাশ্যভাবে মূলরাজকে অধিনায়ক করিয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল।

একদিকে মূলতান বিদ্রোহ, অপরদিকে নির্ব্বাসিতা মহারাণী চন্দ্রার বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা ইংরাজরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মহারাণী চন্দ্রার প্রিয়পাত্র লাহোরদরবারসংশ্লিষ্ট চারিজন লোক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল; রেসিডেণ্ট ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসি দিলেন এবং চন্দ্রারাণীকে সেখপুর হইতে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

রণজিৎসিংহের বিধবাপত্নীকে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করায় সমগ্র খাল্সা সৈন্য নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। সমগ্র পঞ্জাব,—সমগ্র শিখজাতি বুঝিল, ইংরাজগণ বিশেষ

বলবান হইয়া উঠিল। শিখ সেনাপতি সেরসিংহ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাঁহার মনে হইল আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার এই সময়ে সেরসিংহের পিতা হাজারার শাসনকর্ত্তা বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহ লাহোরদরবারে রেসিডেণ্টকর্ত্তৃক অপমানিত হন। সর্দ্দার ছত্রসিংহ নিজ কন্যার সহিত মহারাজ দলীপসিংহের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া লাহোরদরবারে আবেদন করেন; রেসিডেণ্ট গোলযোগ করিয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন। ছত্রসিংহ ইতিপূর্ব্বেই চন্দ্রা-রাণীর নির্ব্বাসনে বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রেসিডেণ্টের অমতে কন্যার বিবাহ দিতে না পারায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কাপ্তেন আবট্ নামে একজন ইংরাজ, হাজারার শাসনকর্ত্তা ছত্রসিংহের মন্ত্রীস্বরূপ ছিলেন; ইনি নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্ত লোক ছিলেন। মূলতানবিদ্রোহে সর্দ্দার ছত্রসিংহ মুলরাজের প্রধান সহায় বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। এই সময়ে একজন সৈন্য মূলতান যুদ্ধে যাই-বার জন্য হাজারায় ছত্রসিংহের আবাসস্থানের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিল। কাপ্তেন আবট্ এই সময় হাজারার সশস্ত্র মুসলমান সৈন্যদিগকে উত্তেজিতকরতঃ মূলতান-গামী সৈন্যদিগের গতিরোধ করেন। কানোরা নামে এক জন মার্কিন ছত্রসিংহের অধীনে হাজারার সেনাপতি ছিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে আদেশ করিলেন। কানোরা, আদেশ প্রতিপালন করিলেন না দেখিয়া সর্দ্দার ছত্রসিংহের আদেশে দুইদল শিখ পদাতিক বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে অগ্রসর হইল। শিখসৈন্য বিদ্রোহীদিগকে

দমন করিতে যাইতেছে দেখিয়া, কানোরা কামানে গোলা পুরিয়া বিদ্রোহদমনকারীগণের উপর নিক্ষেপ করিতে হাবিলদারগণকে অনুমতি করিলেন।

হাবিলদারগণ সম্মত হইল না দেখিয়া কানোরা তাহাদের একজনকে তরবারিআঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শেষে স্বয়ং গোলাপূর্ণ কামানে আগুন দিলেন; কিন্তু গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্যদিকে গিয়া পড়িল। কানোরা, পুনরায় দুইজন শিখের উপর পিস্তল ছুড়িলেন। শিখ-সৈন্য আর সহ্য করিল না। তরবারি আঘাতে কানোরার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিল। কাপ্তেন আবট্, সর্দ্দার ছত্রসিংহকে কানোরার হত্যার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া রেসিডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন। রেসিডেণ্ট সার ফ্রেডরিক কারি, কাপ্তেন নিকলসন নামে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর উপর সর্দ্দার ছত্রসিংহের বিচারভার দিলেন। নিকলসন, আবটের সহিত পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহকে হাজারার শাসনকর্ত্তৃত্বপদ হইতে বিচ্যুত এবং তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন।

বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহ পদচ্যুত এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া প্রিয়পুত্র সেরসিংহকে পত্র লিখিলেন। সেরসিংহ সে সময়ে মুলতানবিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মেজর এডওয়ার্ডসের নিকট ছিলেন। পত্রপাঠ করিয়া তিনি আর ইংরাজদিগকে বন্ধুভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতৃঅপমান শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্রিটিশসৈন্য হইতে বিছিন্ন হইবার জন্য, মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিলেন। ১৮৪৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজসৈন্য মূলতানদুর্গ আক্রমণ করিল; আর ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেরসিংহ ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে মূলরাজের সহিত মিলিত হইলেন।

সেরসিংহ ব্রিটিশপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মূলরাজের সহিত মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু মূলরাজ সেরসিংহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। তিনি নিজ সৈন্যগণকে নগরের প্রাচীরের ভিতর রাখিয়া, সেরসিংহের সৈন্যগণকে প্রাচীরের উপরিভাগে শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া দিলেন। সেরসিংহ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য আপনার সৈন্য লইয়া মূলতান পরিত্যাগ করিলেন। সেরসিংহ নিজ সৈন্য লইয়া মূলতান পরিত্যাগ করিলে, বোম্বাই হইতে ইংরাজের সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া নগর আক্রমণ করিল। ১৮৪৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৯ সালের ২রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্যের সহিত মূলরাজের ঘোরতর যুদ্ধ হয়; শেষে পরাজিত হইয়া মূলরাজ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ২২শে জানুয়ারি ইংরাজ হস্তে বন্দী হইয়া নির্ব্বাসিত হন। সেরসিংহ ৩০ হাজার সৈন্য এবং ৬০টী কামান লইয়া চিলিয়ান-বালা-ক্ষেত্রে শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন।

মহারাণী চন্দ্রার প্রিয়পাত্র এবং লাহোরদরবারসংশ্লিষ্ট যে চারিজন লোক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সিপাহী-দিগকে উত্তেজিত করা অপরাধে রেসিডেণ্টকর্ত্তৃক ফাঁসি-দণ্ডে দণ্ডিত হয়, বিখ্যাত দস্যু তাঁন্তিয়াতোপী তাঁহাদেরই

একজনের বংশধর, আর গুরু সীতারাম সিংহ সেরসিংহের পিতা বৃদ্ধসর্দ্দার ছত্রসিংহের ইষ্টদেব।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চিলেন যুদ্ধ।

ইংরাজপক্ষে ১৮৪৯ সালের জানুয়ারী মাস বড়ই অশুভ মাস। ঐ মাসের ২৭শে তারিখের প্রভাত তদপেক্ষা অশুভ। ব্রিটিশসিংহ একাদশ বৃহস্পতির বলে বলী হইয়া আনন্দে অন্ধ হইয়াছিলেন, রন্ধ্রগত শনির প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই; কিন্তু গ্রহরাজ নিজের ফল নিজে চিলিয়ান-বালা-ক্ষেত্রে দেখাইয়া দিলেন। ২৭শে জানুয়ারীর প্রভাতে পঞ্জাব-প্রদেশবাসীগণ কোকিলের কাকলীস্বরের পরিবর্ত্তে কামানের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শুনিল। মলয়ানিল সঞ্চালিত কুসুম-বাসের পরিবর্ত্তে বারুদের গন্ধ আঘ্রাণ করিল। ড্রমের ঝর ঝর রব ও সৈন্যকোলাহল শুনিয়া শিশুগণ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া মাতৃক্রোড়ে লুকাইল।

একদিকে সেনাপতি কেম্বেল ও সেনাপতি পেনিকুইক ২২ হাজার সৈন্য, ১৮২ টা কামান লইয়া ব্যূহরচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছেন; অপরদিকে ৩০ হাজার সৈন্য, ৬০টী কামান

লইয়া সেরসিংহ ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেনাপতি কেম্বেল সেরসিংহের স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দেখিয়া সেনাপতি পেনিকুইককে বলিলেন, "তুমি ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া সেরসিংহের বূ্হ ভেদ করিতে পার?"

পেনিকুইক বলিলেন, "অক্লেশে।"

কেম্বেল বলিলেন, "তবে যাও, দেখিও ইংলণ্ডের মুখ রাখিও।"

পেনিকুইক কোন উত্তর না দিয়া নিজ অধীনস্থ সৈন্য এবং কেম্বেল সাহেবের কতকসৈন্য বিভাগ করিয়া কি এক সঙ্কেত করিলেন। সঙ্কেত শুনিয়া ইংরাজসৈন্য "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" শব্দে কাওয়া করিয়া শিখসৈন্যের দিকে ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ কামান দুড়ুম দুড়ুম শব্দে অনল উদ্গীরণ করিল; কর্ণেট, ক্লারিওনেট, ড্রম প্রভৃতির বাদ্য কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। একবারে ৫০ হাজার রায়ফল বন্দুক শিখসৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ করিল। সেরসিংহ অপূর্ব্ব সমরকৌশলে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, একটীও গোলা বা গুলি তাঁহার সৈন্যদিগের গাত্রস্পর্শ করিতে পারিল না; অধিকন্তু সেরসিংহের সৈন্য গোলাবর্ষণে পেনিকুইকের সৈন্যদিগকে ছোড়ভঙ্গ করিয়া দিল। ব্যূহভেদ হইল না দেখিয়া পেনিকুইক সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ হটিয়া আসিতে সঙ্কেত করিলেন; সৈন্যেরা সঙ্কেত মত পশ্চাৎ হটিয়া আসিল। ইংরাজসৈন্য পিছু হটিয়া যাইতেছে দেখিয়া, সেরসিংহ নিজ অধীনস্থ একদল অশ্বারোহীসৈন্যকে সম্মুখভাগ আক্রমণ করিতে সঙ্কেত করিয়া

নিজে ১০ হাজার সৈন্য এবং ২০ টা কামান লইয়া বামদিক আক্রমণ করিলেন। পেনিকুইক নিজ সৈন্যদিগকে পিছু হটাইয়া পুনরায় নূতন ব্যূহ রচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সম্মুখ এবং বামদিক ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইল। ইংরাজসৈন্য সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, পুনরায় ছোড়ভঙ্গ হইয়া দক্ষিণদিকে মরুভূমির উপর গিয়া পড়িল। সৈন্যগণ মরুভূমির উপর পড়িল দেখিয়া, সেনাপতি কেম্বেল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবশিষ্ট ২২ হাজার সৈন্য দুই ভাগে বিভাগ করিয়া একভাগ আপনি সঙ্গে করিয়া সেরসিংহের সম্মুখীন হইলেন, অপর ভাগকে সেরসিংহের পূর্ব্বরক্ষিত ২০ হাজার সৈন্যকে পশ্চাদ্দিক হইতে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। সেনাপতি কেম্বেল নূতন দল লইয়া আসিতেছেন দেখিয়া সেরসিংহ নিজ সৈন্যগণের গতি ফিরাইয়া কেম্বেলসৈন্যের সম্মুখীন করিলেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেরসিংহের সৈন্যের সহিত কেম্বেলসৈন্যের প্রায় একঘণ্টার উপর সম্মুখযুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষের কামানের ধূমে চিলিয়ানবালা ক্ষেত্র অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। একঘণ্টার উপর যুদ্ধ করার পর ইংরাজসৈন্য আর শিখসৈন্যের বেগ সহ্য করিতে পারিল না;—পিছু হটিয়া পড়িতে লাগিল। সেনাপতি কেম্বেল দেখিলেন, পিছু হটিলে শিখসৈন্য উপরে আসিয়া পড়ে, সুতরাং না হটিয়া প্রাণপণে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরাজসৈন্য ক্লান্ত হইয়াছিল, শত চেষ্টায়ও একপদ অগ্রসর হইতে পারিল না; অধিকন্তু বলক্ষয়

হইতে লাগিল। কেম্বেল মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, সের-সিংহের সম্মুখীন হইলে শিখসৈন্য পেনিকুইককে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, আর সেই অবসরে পেনিকুইক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিবেন; কিন্তু প্রায় ২ঘণ্টা যুদ্ধ হইল তত্রাচ পেনিকুইক যোগ দিলেন না। নিজ সৈন্যের অবস্থা দেখিয়া কেম্বেল নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। ইংরাজ সৈন্য আরও এক ঘণ্টা প্রাণপণে যুঝিল; কিন্তু কোনমতে রক্ষা করিতে পারিল না; অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। শিখসৈন্য পলায়মান ইংরাজসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইল, যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই দ্বিখণ্ড করিল। সেনাপতি কেম্বেল ১১ হাজার সৈন্য, শতাধিক কামান লইয়া সের সিংহের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, আর তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর ৮০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

এদিকে কেম্বেল সাহেব প্রেরিত অবশিষ্ট ১১ হাজার সৈন্য অতর্কিতভাবে সেরসিংহের পূর্ব্বরক্ষিত ২০ হাজার সৈন্যের উপর আক্রমণ করিয়াছে, সেরসিংহ তাহা জানিতেন না। প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ্ এই সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। যে সময়ে লর্ড গফের সৈন্য সেরসিংহের পূর্ব্বরক্ষিত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল, তাহার অব্যবহিত কাল পরেই সেনাপতি পেনিকুইক নিজ অধীনস্থ ৫০ হাজার ছোড়ভঙ্গ সৈন্য বহুকষ্টে একত্রিত করিয়া মরুভূমির উপর দিয়া গমন করতঃ লর্ড গফের সৈন্যের সহিত মিলাইয়া দিলেন।

সেনাপতিহীন শিখসৈন্য এককালে ৬১ হাজার সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। সেরসিংহ সুরক্ষিতস্থানে

সেনানিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া সেনানায়ক হীন ২০ হাজার সৈন্য, ৬১ হাজার গোরাসৈন্যের সহিত দুই ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না;—স্থানভ্রষ্ট হইয়া ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িল। তাহাও শিখ সর্দ্দারগণের বুঝিবার দোষে। শিখসৈন্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ্ ৬১ হাজার সৈন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি একভাগ লইয়া এবং সেনাপতি পেনিকুইককে এক ভাগ দিয়া শিখসৈন্যের উভয়দিক আক্রমণ করিলেন। আক্রান্ত শিখসৈন্য পিছু হটিতে পারিল না; পশ্চাতে মরুভূমি—অগ্রসর হইতে পারিল না; সম্মুখে চন্দ্রভাগা নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত। ইংরাজসৈন্যের মধ্যস্থলে পড়িয়া বিনা যুদ্ধে প্রাণ হারাইতে লাগিল।

প্রথম আক্রমণে সেনাপতি পেনিকুইকের ৫০ হাজার সৈন্য এবং সেনাপতি কেম্বেলের ১১ হাজার সৈন্য, সেরসিংহ অপূর্ব্ব সমরকৌশলে বিতাড়িত এবং হত করিয়া ৪২টা কামান, কতক গুলি গোলা এবং কতকটা বারুদ লাভ করেন। এক্ষণে জয়লব্ধ ধন লইয়া পূর্ব্বরক্ষিত সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য সেরসিংহ সৈন্যগণকে কাওয়া করিতে সঙ্কেত করিলেন। সঙ্কেত পাইবামাত্র সৈন্যগণ পূর্ব্ব সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ধূমাচ্ছন্ন রণস্থলের উপর দিয়া "শিবহর শিবহর" শব্দে ছুটিল; কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিল না; অর্দ্ধ পথে যাইতে না যাইতে ভয়ানক গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। অকস্মাৎ পূর্ব্বরচিত সৈন্যগণের

দিক হইতে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল দেখিয়া, সেরসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোলাপসিংহ নামক একজন সর্দ্দারকে বলিলেন "একি! আমাদের সৈন্যেরা আমাদের উপরেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল না কি?"

গোলাপসিংহ বলিলেন, "বোধ হয় আমাদিগকে ইংরাজ সৈন্য মনে করিয়া থাকিবে।"

সেরসিংহ হাবিলদারগণকে কামান-দ্বারা সাঙ্কেতিক শব্দ করিতে অনুমতি করিলেন। সঙ্কেত শুনিয়া গোলাবর্ষণ বন্ধ হইল না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। একটা গুলি আসিয়া সেরসিংহের অশ্বের গাত্রে লাগিল; অশ্ব সেই আঘাতেই ভূতলশায়ী হইল। সেরসিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে পড়িলেন। গোলাপসিংহকে বলিলেন, "আর না, আর অপেক্ষা করা উচিত নয়, বোধ হয় সৈন্যগণ ইংরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।"

সেরসিংহ সৈন্যগণকে পিছু হটাইয়া এক উচ্চ অথচ সুরক্ষিতস্থানে স্থাপন করিলেন। গোলাপসিংহ কহিলেন, "এখন উপায়?"

সেরসিংহ, গোলাপসিংহের কথার উত্তর না দিয়া সৈন্য-গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এখানে এখন এমন কে আছেন, যিনি ফিরিঙ্গির হস্ত হইতে গুরু নানকের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য এই গোলাবৃষ্টির ভিতর হইতে শিখ সৈন্যের সংবাদ আনিতে পারেন।"

সের-সিংহের কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল, "আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, আমি যাইব।"

এই সৈন্যদলে একবিংশতি বর্ষীয় এক যুবক ছিলেন। সেরসিংহ তাঁহার সাহস দেখিয়া বলিলেন, "তুমিও কি যাইতে প্রস্তুত আছে?"

যুবক বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।"

সেরসিংহ বলিলেন, "সংবাদ আনিতে পারিবে?"

যুবক কহিলেন, "না পারি মুখ দেখাইব না।"

সেরসিংহ বলিলেন, "তবে গুরু নানকের অভয়বাণী স্মরণ করিয়া যাও।"

যুবক, সেরসিংহের পদে তরবারী স্পর্শ করাইয়া এক লম্ফে অশ্বারোহণকরতঃ তীরবেগে গোলাবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, যুবক সংবাদ লইয়া প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া, সেরসিংহ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সমবেত সর্দ্দার এবং সৈন্যগণকে কহিলেন, "অনুমানে যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, শিখসেনা ইংরাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। কয়েক জন সর্দ্দার ব্যতীত উপযুক্ত পরিচালক নাই। এ অবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের উদ্ধার করা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য যুদ্ধারম্ভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আমার বিবেচনায় সংবাদের অপেক্ষা না করিয়া ইংরাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে পারিলে ভাল হয়। কেননা তাহারা জননী জন্মভূমি পঞ্জাবের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে; পরমারাধ্যা চন্দ্রারাণীকে হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া কারারুদ্ধা করি-

য়াছে; শিখসেনার পূজনীয় বৃদ্ধ সর্দার ছত্রসিংহের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে; গুরু নানকের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গিগণের হস্তে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আমাদের বিশহাজার ভ্রাতা বিপদগ্রস্ত; কে সম্মুখযুদ্ধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত?"

সেরসিংহের জলদগম্ভীর স্বর শুনিয়া সৈন্যগণ অনুমতির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সেরসিংহ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ফিরিঙ্গিগণ কেবল মাত্র জননী চন্দ্রারাণীকে নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, দরবারনির্দ্ধারিত এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃত্তি কমাইয়া আটচল্লিশ হাজার টাকা করিয়াছে; তাঁহার গাত্রের অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছে। গুরু নানকের আদেশ, গুরুগোবিন্দ সিংহের অভয়বাণী স্মরণ থাকিতে, শরীরে বিন্দুমাত্র শিখ-রক্ত বর্ত্তমানে, পঞ্জাব-কেশরী মৃত মহাত্মা রণজিৎসিংহের বিধবা মহিষীর এ কষ্ট কে সহ্য করিতে পারে?"

সৈন্যগণ দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। "যাহার সাহস হয় আমার সঙ্গে আইস" বলিয়া শিখসেনাপতি নূতন অশ্বে আরোহণ করিয়া অশ্বের বল্গা শ্লথ করিয়া দিয়া রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সৈন্যগণও "শিব হর শিব হর গৌরী শঙ্কর হরিহর্" শব্দে সেরসিংহের পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টির ভিতর সেই শিখসৈন্য নক্ষত্রবেগে প্রবেশ করিয়া ইংরাজসৈন্যের উপর পড়িল। লর্ড গফ্ এই

দলের সেনাপতি ছিলেন; তিনি আক্রমিত শিখসৈন্য পরিত্যাগ করিয়া নবাগত সৈন্যের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নবাগত সৈন্যেরাও দ্বিগুণ বলের সহিত সন্ধান ব্যর্থ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেনাপতি পেনিকুইক বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; তিনি আক্রমিত শিখসৈন্যদিগকে মধ্যস্থলে রাখিয়া আপনি একপার্শ্ব এবং লর্ড গফ্ অপরপার্শ্ব আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া আক্রমিত সৈন্যদিগের উপর গোলা চালাইতে পারেন নাই; বন্দুক এবং তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাও বন্ধ করিতে হইল। প্রথমাবস্থায় আক্রমিত শিখসৈন্যেরা মধ্যস্থলে পড়িয়া অল্পসংখ্যক কামান বলিয়া গোলা চালাইবার সুবিধা করিতে পারে নাই; এক্ষণে সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, দ্বিগুণ বলের সহিত পেনিকুইকের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। পেনিকুইক গোলা চালাইতে পারিলেন না। আক্রমিত শিখসৈন্যের উপর গোলা চালাইলে শিখসৈন্য ভেদ করিয়া গোলা লর্ড গফের সৈন্যের উপর পড়ে। গোলার মুখে বন্দুক তরবারি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। পেনিকুইক সৈন্যগণকে পিছু হটাইয়া লইলেন, আর এই অবসরে আক্রমিত শিখসৈন্য সেরসিংহের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সুরক্ষিত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সেরসিংহ, লর্ড গফের সহিত অনিয়ম যুদ্ধ করিতেছিলেন; তাহাতে সৈন্যক্ষয় ব্যতীত আর কিছুই হইতেছিল না। যখন দেখিলেন, শিখসৈন্য ইংরাজ-

সৈন্যের বিষম আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, তখন যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বরক্ষিত্র সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। সেরসিংহ রণে ভঙ্গ দিয়া পূর্ব্বরক্ষিত সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন দেখিয়া, লর্ড গফ্ পেনিকুইকের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া সেনাপতি কেম্বেলের উদ্দেশে সৈন্য চালাইলেন। এই আক্রমণে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট বলক্ষয় হইয়াছিল। কিন্তু শিখসৈন্য অপেক্ষা ইংরাজসৈন্য সংখ্যায় অধিক থাকায় ইংরাজ সেনাপতি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিলেন না; শিখসেনাপতিকে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক ক্ষতি বোধ করিতে হইল। তিনি গমনকালে কুড়ি হাজার সৈন্য ও আঠার জন সর্দ্দার রাখিয়া গিয়াছিলেন; প্রত্যাগমন করিয়া অর্দ্ধেকেরও কম দেখিলেন; সুতরাং যুদ্ধ করা অসম্ভব বোধ হইল।

ইংরাজ ছাড়িবার পাত্র নহে। কেম্বেল সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় প্রবলবেগে শিখসৈন্য আক্রমণ করিল। সেরসিংহ যেখানে সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন, সেস্থানটী সুরক্ষিত বলিয়া এবার বিশেষ ক্ষতি হইল না বটে, কিন্তু সর্দ্দার গোলাপসিংহ আহত হইলেন। গোলাপসিংহকে আহত দেখিয়া শিখসেনাপতি সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ভাইসকল! এরূপে যুদ্ধ করিলে সৈন্যক্ষয় ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। ইংরাজসৈন্যের দাঁড়াইবার স্থান অপেক্ষা এ স্থান অনেক অংশে উচ্চ; আমার বিবেচনায় এইখান হইতে প্রবলবেগে তাহাদের উপর

পড়িতে পারিলে ব্যূহভেদ হইতে পারে। যাহার সাধ্য হয় অগ্রসর হও।”

শিখসৈন্য ইংরাজগণকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু ব্যূহভেদ হইল না; সৈন্যক্ষয় হওয়ায় ব্যূহ আয়তনে ছোট হইয়া গেল। ব্যূহ ভেদ হইল না দেখিয়া, শিখ সেনাপতি সৈন্যগণকে আবার পিছু হটাইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে আনয়ন করিলেন।

ইংরাজসেনাপতি লর্ড গফ্ সমবেত সৈন্যগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একেবারে তিনদিক হইতে শিখ-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। শিখসৈন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না; স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আবার ইংরাজ-সৈন্যে শিখসৈন্যে মিশ্রিত হইয়া গেল। শিখসৈন্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, আনন্দে ইংরাজসৈন্য “হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে” শব্দ করিতে লাগিল; ঝর্ ঝর্ রবে ড্রম বাজিয়া উঠিল, বজ্রনাদী কামান, চিলিয়ানবালাক্ষেত্র অগ্নিক্ষেত্র করিয়া তুলিল,—শিখ সৈন্যের পরাজয় হইল।

পরাজিত হইয়া শিখসেনাপতি তিন হাজার সৈন্য, এগারটা কামান লইয়া চিলিয়ানবালাক্ষেত্রের এক প্রান্ত-ভাগে ব্যূহরচনা করিয়া দাঁড়াইলেন। সেরসিংহ পুনরায় ব্যূহরচনা করিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া, বিজয়ী সেনাপতি লর্ড গফ্ পুনরাক্রমণ জন্য সেনাপতি পেনিকুই-ককে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়া সেনাপতি

পেনিকুইক সম্মুখভাগ আক্রমণ করিতে দৌড়িল। শিখসেনাপতি এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কি উপায় করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন; ইংরাজ-সৈন্যের পুনরাগমন দেখিয়া সৈন্যগণকে বলিলেন, "এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হইয়াছে, ত্রিশ সহস্রের মধ্যে আমরা তিন সহস্র মাত্র অবশিষ্ট আছি; ইংরাজসৈন্য পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিতেছে; এখন যাহার ইচ্ছা হয় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পার, আর জন্মভূমির রক্ষার জন্য যিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত তিনি অগ্রসর হউন। এ ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিলে আক্রমণ সহ্য করিতে পারা যাইবে না।"

সেনাপতির কথা শেষ হইতে না হইতে পশ্চাদ্ভাগ হইতে তূর্য্যধ্বনি হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, যেন একখানি লাল মেঘ চলিয়া আসিতেছে। দেখিয়া হস্তচ্যুত হইয়া তরবারী ভূমে পড়িয়া গেল। সেনাপতি বলিলেন, "আর রক্ষা নাই, আবার পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ হইতেছে।" সেরসিংহ মুহূর্ত্তমাত্র মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল! কাপুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া মরা অপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেওয়ায় পুণ্য আছে। ভূমি হইতে তরবারী উঠাইয়া লইয়া সেরসিংহ, পেনিকুইকের সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে তীরভগ্ন নদীর ন্যায় শিখ-সৈন্যও সেরসিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

আবার ইংরাজসৈন্যে শিখসৈন্যে মিশিয়া গেল; আবার কামান গর্জ্জিল। আবার ড্রম, বিগিল, কর্ণেট,

ক্লারিওনেট বাজিয়া উঠিল। ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিল, কে শিখ কে ইংরাজ কাহার সাধ্য চিনিয়া লয়।

স্থলযুদ্ধে প্রস্তরময় চিলিয়ানবালাক্ষেত্র সৈন্যরক্তে রক্তবর্ণ হইল। উন্মত্ত শিখসৈন্যের আত্মপর জ্ঞান নাই; সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই দ্বিখণ্ড করিতেছে। একজন শিখ, সম্মুখে একজন গোরাকে পাইয়া, তাহার গলদেশে তরবারীর আঘাত করিবার প্রয়াস পাইল। গোরা আত্মরক্ষা করিবার জন্য বন্দুক সহিত সঙ্গীন তাহার সম্মুখে ধরিল; বন্দুকে সঙ্গীন থাকায় শিখ, গোরাকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, বামহস্তে সঙ্গীন ধরিয়া নিজ উদরে প্রবেশ করাইয়া, গোরাকে নিকটে পাইয়া তরবারির আঘাত করিল। শিখসৈন্যে ইংরাজসৈন্যে ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে; এমন সময় সেনাপতি পেনিকুইক আহত হইয়া পড়িলেন।

সেনাপতি আহত হইয়া পড়ায় ইংরাজসৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সৈন্যরক্ষা করিবার জন্য প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ্ ও সেনাপতি কেম্বেল উভয়ে সমস্ত সৈন্য লইয়া পেনিকুইকের পশ্চাৎ উপস্থিত হইলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে ইংরাজসৈন্য আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ চারিদিক হইতে ইংরাজসৈন্য আক্রান্ত হইল। শিখসেনাপতি দেখিলেন, অগণিত খালসাসৈন্য ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিয়াছে। এক বলিষ্ঠকায় যুবাপুরুষ বামহস্তে নিশান, দক্ষিণহস্তে তরবারি ধারণকরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ সৈন্যপরিচালন করিতেছেন; আর বলিতেছেন,

"সম্মুখে ভাই সম্মুখে"। সেরসিংহ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ভাই সকল আর ভয় নাই; ভগবান্ সহায় হইয়া শিখসৈন্যের সাহায্যার্থে খাল্সা সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সকলে একবার গুরুগোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্র স্মরণ কর।"

খাল্সাসৈন্য শিখসৈন্যের সাহায্য করিতেছে দেখিয়া প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ্ প্রথমেই রণে ভঙ্গ দিলেন। পেনিকুইক আহত হইয়াছিলেন; কেম্বেল অনেক চেষ্টা করিয়াও সৈন্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিপদের উপর বিপদ্ উপস্থিত হইল;—দেবতাও ইংরাজের উপর বাদ সাধিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আকাশও গাঢ়মেঘে আচ্ছন্ন হইল। সেনাপতি কেম্বেল খাল্সাসৈন্যের ভিতর হইতে ইংরাজসৈন্যগণকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে না পারিয়া যাহারা বাহিরে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া পশ্চাৎ হটিয়া পড়িলেন। সেনাপতি কেম্বেল পাছু হটিয়া পড়িলেন দেখিয়া, খাল্সাসৈন্যপরিবেষ্টিত ইংরাজসৈন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাহির হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল, বাহির হইতে পারিল না; বিনাযুদ্ধে খাল্সাসৈন্যহস্তে প্রাণ দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কেম্বেল সাহেব সন্ধিসূচক নিশান তুলিলেন। উন্মত্ত খাল্সাসৈন্য সন্ধিপতাকার মর্য্যাদা রাখিল না; সেনাপতি-হীন ইংরাজসৈন্যগণকে অন্যায়যুদ্ধে নৃশংসরূপে বধ করিতে লাগিল।

পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ইংরাজের যে বজ্রনাদী কামান পৃথিবী

কম্পিত করিতেছিল, পরমূহুর্ত্তে আর তাহার শব্দ মাত্র নাই। যে ড্রম ঝর ঝর রবে কর্ণ বধির করিতেছিল, তাহা হইতে "ছাড়্ লক্ষ্মী ছাড়্" শব্দ বাহির হইতে লাগিল। যে বীরত্ব ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, বীরবর নেপোলিয়ান বোনাপার্টীকে বন্দী করিয়া সেণ্ট-হেলেনায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, অদ্য চিলিয়ানবালাক্ষেত্রে খাল্সাসৈন্যের নিকট তাহা খাটিল না দেখিয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সৎকার।

চিলিয়ানবালাযুদ্ধের অবসান হইল। বিজয়লক্ষ্মী শিখ-সেনাপতি সেরসিংহের অঙ্কশায়িনী হইলেন। যুদ্ধাবসানের সময় হইতে আকাশ গাঢ়মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, আর যুদ্ধাবসানের পর সেই স্ত্রীর সংবাদজিজ্ঞাসু সৈনিক-যুবা "রাম" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলে প্রবলবেগে বায়ুর সহিত তড়তড় রবে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। প্রজ্বলিত মশাল-ধারী যুবাপুরুষ মশাল ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, বায়ুর প্রকোপে তাহাও নিবিয়া যায়; এসকল কথা পাঠক মহাশয়ের নিকট পুরাতন; সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন। সৈনিকের মৃত্যু হইল, ভূপৃষ্ঠস্থ মশাল নিবিয়া গেল।

যুবাপুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইল, আর কে একজন তাঁহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিলেন। যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, মস্তকে পলিতকেশ, মুখমণ্ডল দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুজালে আবৃত, গৈরিক বসনধারী ঋষিমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যুবক দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। ঋষিমূর্ত্তি যুবকের বাহু ধরিয়া উত্তোলনকরতঃ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তান্তিয়া! তুই যথার্থ জন্মভূমির কৃতী পুত্র, আজ তোকে আলিঙ্গন ক'রে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় কর্‌লেম, আজ আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার হ'লো। তুই আমাকে গুরু ব'লে আমার সম্মান বাড়াইয়াছিস্, কিন্তু তান্তিয়া আমি তোর গুরু নহি,—তুই আমার গুরু। দে, তান্তিয়া আমায় পরোপকারব্রত শিক্ষা দে,—অসীম ত্যাগ-স্বীকার-ব্রত শিক্ষা দে,—যে মহামন্ত্রবলে তুই সিদ্ধ হইয়াছিস্, আমার কর্ণে সেই মহামন্ত্র দে,—দেহ পবিত্র হক্।" চক্ষের জলে ঋষিমূর্ত্তির বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তান্তিয়াতোপী কহিল, "গুরুদেব আপনার আশীর্ব্বাদে সেনাপতি সেরসিংহের বাহুবলে চিলেনযুদ্ধ জয় হইয়াছে। কিন্তু এখনও পঞ্জাব হইতে ইংরাজ তাড়িত হয় নাই। উপদেশ দিন এবার কি উপায় অবলম্বন করিব।"

বৃদ্ধ সীতারাম সিংহ কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

তা। আপনার সহিত যাইবার একটু প্রতিবন্ধকতা আছে।

সী। কি প্রতিবন্ধকতা?

তা। এই সৈনিকের সৎকার করিব।

সী। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেকেই প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র ইহারই সৎকার করিবার উদ্দেশ্য কি?

তা। এই সৈনিকের জীবনী বড়ই রহস্যময়। ইহার নাম অজিতসিংহ।

নাম শুনিয়া সীতারামসিংহ বলিলেন, "অজিতসিংহ! বোধ হয় এব্যক্তি আমার, পরিচিত; মুখ দেখিতে পাইলে চিনিতে পারিতাম।"

তান্তিয়াতোপী কহিল, "আলোকের উপায় সঙ্গে আছে; কয়েকটা কার্ট্রিজ আনিয়াছি, তাহার দ্বারা মশাল জ্বালিতে পারিব; কিন্তু এই দারুণ বৃষ্টিতে মশাল থাকিবে না।"

অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্যোগ থামিয়া গেল। তান্তিয়া বন্দুকে কার্ট্রিজ দিয়া নলের মুখে মশাল ধরিয়া বন্দুকের ঘোড়া ফেলিবামাত্র দুম্ করিয়া শব্দ হইল; মশালও জ্বলিয়া উঠিল।

মশালের আলোকসাহায্যে সীতারামসিংহ সৈনিকের মুখ দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "ভগবান্! আমার অদৃষ্টে শেষ অবস্থায় এই ছিল?"

তা। সৈনিককে চিনিতে পারিলেন কি?

সী। হাঁ, চিনিতে পারিলাম; ইনি আমার জামতা।

তান্তিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তবে কি দেবযানী আপনার কন্যা?"

সীতারামসিংহ চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "হাঁ। দেবযানী আমারই কন্যা।"

তান্তিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সতী লক্ষ্মী স্বর্গারোহণ করিয়াছে।"

সী। তাহাও অবগত আছি।

তা। পুনায় যমুনানামে জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট দেবযানীর মলিনা নামে এক কন্যা আছে। আমি তাহাকে আনিয়া দিব বলিয়া দেবযানীর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, অকস্মাৎ দেবযানীর মৃত্যু হইল। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, মলিনাকে উদ্ধার করিয়া একটী সৎপাত্রে সম্প্রদান করিব, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন; বহু অন্বেষণের পর যমুনার সাক্ষাৎ পাইয়া মলিনার কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, এক ব্যক্তি দেবযানীর ঋণ পরিশোধ করিয়া মলিনাকে লইয়া গিয়াছে। মলিনা কোথায় আছে, জানিবার জন্য দেবযানীর মৃত্যুর পর অদ্য তিন বৎসর হইল ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কেবল যুদ্ধের গোলযোগে এই কয়েক দিন অনুসন্ধান করা হয় নাই।

সী। তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে; ভগবানের কৃপায় দেবযানীর ঋণ পরিশোধ করিয়া মলিনাকে আমিই উদ্ধার করিয়াছি। সে আমার নিকটেই আছে, এক্ষণে তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিব। মলিনা পঞ্চম বৎসরে পড়িয়াছে, পাত্রও স্থির করিয়াছি, স্বহস্তে সম্প্রদান করিয়া গৌরিদানের ফল সঞ্চয় করিব চল।

তান্তিয়া মহাআনন্দে বলিল, "আপনি কিরূপে সন্ধান, পাইলেন ?"

সীতারামসিংহ বলিলেন, "তুমি আমার নিকট হইতে বিদায় হইবার পর আমি তীর্থদর্শনজন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়া নানাতীর্থ দর্শনের পর কাশীধামে ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রী নামে আমার এক বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্ঞানদাস নামে ব্রহ্মানন্দের এক শিষ্য ছিল; তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, অজিতসিংহ দেবযানীকে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে আনিয়া তাঁহারই পৌরহিত্যে দেবযানীকে বিবাহ করিয়া পুনায় লইয়া গিয়াছে। অজিতসিংহ আমাদের স্বজাতীয় হইলেও বংশমর্য্যাদায় আমা-অপেক্ষা হীন এবং পুরুষানুক্রমিক বিবাদ থাকায় উভয় পক্ষেরই এই বিবাহে সম্মতি ছিল না; সেই জন্য প্রণয়ীযুগল সকলের অজ্ঞাতসারে মিলিত হয়। বিবাহকালে অজিতসিংহ ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রীকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে এই বিবাহের কথা আমাদের কাহারও কাছে প্রকাশ করিবেন না, সেই জন্য তিনি আমাদিগকে সংবাদ দেন নাই। জ্ঞানদাসের কথায় পুনায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, যমুনার গৃহ ভাড়া করিয়া অজিতসিংহ দেবযানীকে লইয়া প্রায় দুই বৎসর তথায় বাস করিয়াছিল; তৎপরে দেবযানীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। যখন অজিতসিংহ দেবযানীকে পরিত্যাগ করে, তখন দেবযানীর নয়মাস

গর্ভ। এইখানে দেবযানী এক কন্যা প্রসব করে। ইহার পর ঋণগ্রস্ত হইয়া দেবযানী দাদাভাই ভুঞ্জিভাই নামে এক পার্শীসাহেবের নিকট সাহায্য পাইবার প্রার্থনায় করাচি গিয়াছে। পুনা হইতে করাচিতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তুমিই দাদাভাই ভুঞ্জিভাই নাম লইয়া তথায় ছিলে, আর তোমারই চিকিৎসালয়ে দেবযানীর মৃত্যু হইয়াছে। তুমি পলাতক; করাচি পরিত্যাগ করিয়া আবার পুনায় আসিলাম। এখানে দেবযানীর ঋণ পরিশোধ করিয়া দৌহিত্রীসঙ্গে অমৃতসরে নিজবাটীতে এতাবৎ বাস করিতেছি। শিখযুদ্ধে কি হয় জানিবার জন্য অদ্য কয়েক দিবস হইল এখানে আসিয়াছি; ভগবানের কৃপায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। শুনিলাম উদরান্নের জন্য মাকে আমার ভিক্ষাপর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল।"

সীতারামসিংহ উত্তরীয় দ্বারা চক্ষু মুছিলেন।

তা। মলিনার বিবাহের জন্য কোথায় পাত্র স্থির করিয়াছেন ?

সী। পাত্র অমৃতসরেই স্থির করিয়াছি; কিন্তু একটু গোল বাধিতেছে। আমার শত্রুপক্ষীয়েরা মলিনাকে জারজ বলিয়া রটাইতেছে। অজিতসিংহ যে দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিল এবং মলিনা যে অজিতসিংহের ঔরসজাত এ কথার প্রমাণ নাই।

তান্তিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিল, "আমি প্রমাণ দিব। অজিতসিংহ মৃত্যুকালে আমাকে

এই পত্রখানি পাঠ করিতে দিয়াছিল। ইহাতে প্রমাণ আছে, তিনি দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মলিনা তাঁহারই ঔরসজাত।”

সীতারামসিংহ পত্রপাঠ করিয়া বলিলেন, “বুঝি এতদিনে ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যাহা হউক, তোমার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করা যাউক, তৎপরে তোমাকে লইয়া অমৃতসর যাত্রা করিব।”

তান্তিয়া কহিল, “গুরুদেব অনুমতি করুন, অজিতসিংহের সংকার করি।”

সীতারামসিংহ কহিলেন, “উত্তম কথা, কিন্তু এখানে কাষ্ঠাদি কোথায় পাইবে?”

তান্তিয়া বলিল, “চেষ্টা করিলে বোধ হয় পাওয়া যাইতে পারিবে।”

সী। তবে দেখ।

তান্তিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ভগ্ন শিবিকা ইত্যাদি আহরণ করিয়া নদীসৈকতে চিতা নির্ম্মাণ করিয়া, সীতারামসিংহকে বলিলেন, “চিতা প্রস্তুত করিয়াছি।”

সীতারামসিংহ তান্তিয়াকে পদের দিক্ ধরিতে বলিয়া আপনি মস্তকের দিক্ ধরিয়া অজিতসিংহকে চিতায় শয়ন করাইলেন। তান্তিয়া, সীতারাম সিংহকে কহিল, “গুরুদেব! মুখ অগ্নির কি হইবে।”

সীতারামসিংহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মুখ অগ্নি আমিই করিব।”

তান্তিয়া কএকটা ছিন্নপতাকা সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা মশাল প্রস্তুত করিয়া প্রজ্জ্বলিতকরতঃ সীতারামসিংহের হস্তে দিলেন। সীতারামসিংহ প্রজ্জ্বলিত মশাল লইয়া অজিতসিংহের মুখে দিলেন। হু হু শব্দে চিতা জ্বলিয়া উঠিল; সীতারামসিংহ অনিমিষলোচনে প্রজ্জ্বলিত চিতার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে অগ্নিদেব অজিতসিংহের দেহ ভস্মরাশি করিয়া ফেলিলেন। তান্তিয়া কোথা হইতে একটা ভগ্ন মৃৎকলস আনিয়া সীতারামসিংহের হস্তে দিলেন। সীতারামসিংহ নদী হইতে জল তুলিয়া চিতায় দিলেন; চিতা নির্ব্বাণ হইল। সীতারামসিংহ, তান্তিয়ার হস্ত ধরিয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

যুদ্ধ জয়ের পরদিবস সেনাপতি সেরসিংহ চিলিয়ানবালা ক্ষেত্রে শিবিরস্থাপন করিয়া দরবার করিলেন। দরবারগৃহের মধ্যস্থলে উচ্চাসনোপরি মহারাজ রণজিৎ সিংহের তরবারী স্থাপিত হইল। পার্শ্বে অন্য আসনে সেরসিংহ উপবিষ্ট হইলেন;—সর্দ্দারেরা যথাযোগ্য স্থানে স্থান পাইলেন। অদূরে শিখসৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। শিখপুরোহিত দরবার উদ্দেশে মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলেন; দরবারের কার্য্য আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে শিখ-কামান সকলের মনে আনন্দসঞ্চার জন্য গগনভেদীশব্দে অনল উদ্গীরণ করিল।

প্রথমে বন্দীদিগের বিচার আরম্ভ হইল। প্রহরীগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী বীরগণকে সেরসিংহের সম্মুখে আনয়ন করিল। বন্দীগণের মধ্যে অধিকাংশই পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈনিক; কর্ম্মচারীর সংখ্যা অতি অল্প। সেরসিংহ বন্দীগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ইংরাজরাজ পুনঃসন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছেন; যুদ্ধের ব্যয়ও কতক দিতে প্রস্তুত আছেন; তাহার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আপনা-

দিগকে বন্দীভাবে থাকিতে হইবে। রক্ষিগণ, বন্দীদিগকে লইয়া গিয়া সেনাপতি কেম্বেল সাহেবকে সেরসিংহের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সেরসিংহ, কেম্বেল সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি! আপনার অদ্ভুতবীরত্ব, আশ্চর্য্য রণকৌশলদর্শনে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি'; আপনাকে এখনই মুক্তি দিতে পারিতাম; কিন্তু একটু প্রতিবন্ধক থাকায় পারিলাম না। আপনাদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, আপনাকে মুক্তি দিলে সে কার্য্যে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং যে পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসা না হইতেছে, তাবৎ আপনাকে এখানে অবস্থিতি করিতে হইবে।"

কেম্বেল সাহেব ক্রুদ্ধসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যদি ইংরাজ সন্ধি না করেন?"

সেরসিংহ কহিলেন, "সন্ধি না করেন, শিখসৈন্যের বাহুবল সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবেন; আপনার মত যে কয়েকটী সেনাপতি অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকেও যুদ্ধার্থে আহ্বান করিবেন।"

কেম্বেল সাহেব বলিলেন, "তবে আমাকে আবদ্ধ রাখিবার আবশ্যক কি?"

সেরসিংহ কহিলেন, "আপনাকে আবদ্ধ করিয়া না রাখিলে, ইংরাজরাজের নিকট যুদ্ধের ব্যয় আদায় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।"

কেম্বেল কহিলেন, "আপনি কি মনে করেন, ইংরাজরাজ এই সমস্ত ব্যয় দিবেন?"

সেরসিংহ কহিলেন, "আপনার ন্যায় সেনাপতির জীবন রক্ষার জন্য দেওয়া উচিত, না দেওয়া অবিজ্ঞতা মাত্র।"

কেম্বেল সাহেব বলিলেন "আপনি যাহাকে অবিজ্ঞতা মনে করিতেছেন, তাহা আপনার বিবেচনায় অবিজ্ঞতা হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজের নিকট অবিজ্ঞতা নহে—বিজ্ঞতা। ইংরাজ এদেশ সুশাসনে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন; দান করিবার জন্য আসেন নাই। আর চিলেনযুদ্ধ পরাজয় হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন না যে, ইংরাজ পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া যাইবে আজি হউক কালি হউক, সুবিধা পাইলেই আক্রমণ করিবে।"

সেরসিংহ বলিলেন, "শিখসৈন্য তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে। আপাততঃ আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন।"

সেনাপতি কেম্বেল সাহেব আর কিছু বলিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য দরবারগৃহ নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল; পরক্ষণেই শ্রেণীবদ্ধ শিখসৈন্যগণমধ্যে আনন্দ-ধ্বনি উঠিল। গুরু সীতারামসিংহ, তাস্তিয়াতোপীকে লইয়া শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সৈন্যগণ স্কন্ধ হইতে বন্দুক ভূমে নামাইয়া অভ্যর্থনা করিল। সৈন্যশ্রেণী পার হইয়া সীতারামসিংহ তাস্তিয়ার সঙ্গে দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রে সেরসিংহ, সীতারাম সিংহকে প্রণাম করিলেন। সীতারামসিংহ তাস্তিয়া-তোপীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইঁহার নাম তাস্তিয়া-তোপী, ইনিই তোমার সাহায্যার্থে গাল্‌সাসৈন্যের অধি-পতি হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

সেরসিংহ এতাবৎ তান্তিয়াতোপীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, সীতারামসিংহের কথা শুনিয়া একেবারে তান্তিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। আনন্দে সেরসিংহের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "বীরবর! আপনার বাহুবলেই যুদ্ধ জয় হইয়াছে। আপনি ধন্য, আপনার খাল্‌সা-সৈন্য ধন্য, জন্মভূমি সার্থক, যিনি আপনাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; আপনি যথার্থই তাঁহার মুখোজ্জ্বলকারী কৃতি পুত্র।"

তান্তিয়াতোপী কহিল, "এসমস্তই তাঁহার কার্য্য, তিনিই করিয়াছেন;—আমি নিমিত্ত মাত্র। যাহা হউক, আমাদের যে কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই আনন্দের দিনে আমি আপনার নিকট একটী ভিক্ষা লইব।"

সেরসিংহ কহিলেন, "এসমস্তই আপনার, ভিক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই, মনের অভিলাষ কি বলুন, এই দণ্ডেই পূরণ করিব।"

তান্তিয়াতোপী কহিল, "বন্দী সৈন্যগণের মধ্যে ই, জে, রডক নামে একব্যক্তি আছেন, তাঁহাকে আমার হস্তে দিউন।"

সেরসিংহ, রক্ষিগণকে রডককে আনয়নজন্য অনুমতি করিলেন। অনুমতিমাত্রে রক্ষিগণ রডককে সেরসিংহের সম্মুখে উপস্থিত করিল। বন্দী হইয়া রডক প্রাণের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তান্তিয়াতোপীকে সম্মুখে দেখিয়া অবশিষ্ট যে টুকু ছিল,

তাহাও পরিত্যাগ করিলেন; রডক ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

সেরসিংহ তান্তিয়াতোপীকে কহিলেন, “এই লোকের কথাই বলিতেছিলেন কি?”

তান্তিয়া বলিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।”

সেরসিংহ বলিলেন, “যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; বাধা না থাকিলে অবশ্য উত্তর দিবেন।”

তা। কি অনুমতি করিতেছেন?

সে। ইহাকে লইয়া কি করিবেন?

তা। বহুকাল হইতে মনে মনে ইচ্ছা আছে, ইহাকে স্বহস্তে বধ করিব।

দ্বিরুক্তি না করিয়া সেরসিংহ কহিলেন, “লইয়া যান।”

তান্তিয়ার কথা শুনিয়া সীতারামসিংহ একটু হাস্য করিলেন, আর কেহই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না;—তান্তিয়া বুঝিল। তান্তিয়াতোপী, সীতারামসিংহকে কহিল, “গুরুদেব আমার কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি করুন, ইহাকে লইয়া প্রস্থান করি।”

সীতারামসিংহ কহিলেন, “যাইতে পার; কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, আমি তোমার জন্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিব।”

তান্তিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া সেরসিংহের নিকট বিদায় গ্রহণের পর রডককে লইয়া প্রস্থান করিল।

তান্তিয়াতোপী প্রস্থান করিলে সীতারামসিংহ বলিলেন, "বৎস সেরসিংহ! যুদ্ধ জয় করিয়াছ বটে; কিন্তু লাহোর-দরবারে সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া চলিতে না পারিলে জয় স্থায়ী হওয়া দুঃসাধ্য হইবে। তোমার পিতার সহিত লাহোরদরবারের অনেকের মনোমিলন নাই, এইজন্য বলিতেছি, যাহাতে গৃহবিচ্ছেদ না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। তান্তিয়াকে লইয়া আমি অদ্য রাত্রেই অমৃতসর যাত্রা করিব।"

সীতারামসিংহ আসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সেরসিংহ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আবার কত দিনে শ্রীচরণ দর্শন পাইব।"

"উপযুক্তসময়ে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইব" বলিয়া সীতারামসিংহ সেরসিংহকে আলিঙ্গন করিয়া দরবারগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া সেরসিংহ দরবার ভাঙ্গিয়া দিলেন।

রডককে সঙ্গে করিয়া তান্তিয়া সৈন্যশ্রেণী পার হইয়া চিলিয়ানবালা ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িল। রডকের উভয়হস্ত পশ্চাদ্ভাগ হইতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে দেখিয়া তাহা মোচন জন্য তান্তিয়া কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিল। তান্তিয়া তরবারী উন্মুক্ত করিল দেখিয়া, ভয়ে রডক "দাউ গড সেভ মি" (Thou god save me) বলিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রডকের ভাব দেখিয়া তান্তিয়া মনে মনে হাস্য করিল। বলিল, "রডক আমাকে চিনিতে পার?"

রডকের মুখে কথা নাই, কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তান্তিয়া পুনরপি বলিল, "কথা কহিতেছ না কেন? আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি? তোমার কোন ভয় নাই, আমার কথার উত্তর দাও।"

রডক মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ চিনিতে পারিয়াছি।"

তা। ইংরাজসৈন্যের সহিত তুমিও কি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলে?

র। না, তোমাকে ধৃত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম।

তা। আমি এখানে আছি কিরূপে সন্ধান পাইলে?

র। পুলিসের গুপ্তচর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তাহারা সংবাদ দিয়াছিল।

তা। বন্দী হইলে কিরূপে?

র। শিখসৈন্যেরা আমাকে ইংরাজসৈন্য বলিয়া বন্দী করিয়াছে।

তা। এখন তুমি কি চাও?

তান্তিয়ার কথা শুনিয়া রডকের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রডক রোদন করিতেছেন দেখিয়া তান্তিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "রোদন করিতেছ কেন? কি চাও বল। আমার দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে দিন তুমি আমাকে প্রথম ধৃত কর, সেই দিন আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলাম, অদ্য আমাকে ছাড়িয়া দাও, তিন দিনের মধ্যে আমি থানায় গিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব; সে কথা বোধ

হয় ভুলিয়া যাও নাই। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলে না; বলপূর্ব্বক ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। শেষকালে একটা স্ত্রীহত্যা হইল। আবার অদ্যও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।"

রডক রোদন সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমার অনেকগুলি পুত্র কন্যা আছে; আমি ব্যতীত তাহাদের ভরণপোষণের আর কেহই নাই, এইজন্য দয়া করিয়া আমার প্রাণদান করুন।"

রডকের কথা শুনিয়া তান্তিয়া বলিল, "এই পথ ধরিয়া বরাবর যাও, সম্মুখে রাজপথ দেখিতে পাইবে; সেই পথ ধরিয়া উত্তরমুখে যাইও, নগরের মধ্যে পড়িবে। তোমার পুত্র কন্যা বোধ হয় করাচিতেই আছে, তোমাকে তথায় যাইতে হইবে। এখান হইতে করাচি যাইতে হইলে পাথেয় আবশ্যক। তোমার নিকট কি আছে?"

রডক বলিলেন, "আমার নিকট যাহা ছিল, শিখসৈন্যেরা তাহা কাড়িয়া লইয়াছে; সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই।"

তান্তিয়া বামহস্তের অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া রডকের হস্তে দিয়া বলিল, "ইহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে, তাহাতে তোমার করাচি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে কোন কষ্ট হইবে না।"

রডক তান্তিয়ার হস্ত হইতে অঙ্গুরী লইলেন বটে; কিন্তু সাহস করিয়া গমন করিতে পারিলেন না,—দাঁড়াইয়া রহিলেন। রডক দাঁড়াইয়া রহিলেন দেখিয়া তান্তিয়া বলিল, "আর অপেক্ষা করিতেছ কেন?"

রডক বলিলেন, "আপনার হস্তে অস্ত্র দেখিয়া ভয় হই-তেছে।"

তান্তিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "এই নাও অস্ত্রও তোমাকে দিলাম।"

রডকের হস্তে তরবারী দিয়া তান্তিয়া প্রস্থান করিল। রডকও গন্তব্যপথে গমন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

রডকের নিকট হইতে তান্তিয়াতোপী সীতারাম সিংহের নিকট উপস্থিত হইল। সীতারামসিংহ, তান্তি-য়াকে দেখিয়া বলিলেন, "আসিয়াছ ভালই হইয়াছে; আমি তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। আর অপেক্ষা করা হইবে না, এখনই যাত্রা করিতে হইবে।" তান্তিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখাইতে লাগিল। সীতারামসিংহ, তান্তিয়ার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তান্তিয়া তোমার কি যাইবার ইচ্ছা নাই?"

তান্তিয়া বলিল, "না গুরুদেব, যাইবার ইচ্ছা থাকিবে না কেন? তবে একস্থানে কয়েকটা তৈজস রাখিয়া আসিয়াছি; লইয়া আসিতে পারিলে ভাল হইত।"

সী। কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?

তা। নিকটেই আছে।

সী। কত বিলম্ব হইবে?

তা। অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক হইবে না।

সী। যাও, শীঘ্র লইয়া আইস।

তান্তিয়াতোপী বিদায় লইয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে পুনরায় প্রত্যাগমন করিল দেখিয়া সীতারামসিংহ কহিলেন, "তবে যাত্রা করা যাউক?" তান্তিয়াতোপী কহিল, "আজ্ঞা হাঁ চলুন।" সীতারাম সিংহ ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া তান্তিয়াকে সঙ্গে লইয়া অমৃতসর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাকালে সীতারামসিংহ, তান্তিয়াতোপীসমভিব্যাহারে অমৃতসরে নিজবাটীতে পৌঁছিলে, মলিনা দৌড়িয়া আসিয়া সীতারামসিংহের ক্রোড়ে উঠিল। সীতারামসিংহ, "এস দিদি এস" বলিয়া মলিনার মুখচুম্বন করিলেন। মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এত দিন কোথায় ছিলে?"

সীতারাম সিংহ কহিলেন "তোর বিয়ের যোগাড়ে গিয়াছিলাম ভাই; যাবো আর কোথা।"

বিবাহের নাম শুনিয়া মলিনা পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু সীতারামসিংহ তাহা করিতে দিল না; হস্ত ধরিয়া তান্তিয়াকে দেখাইয়া বলিলেন, "এক-

বার এর কোলে যাও।” মলিনা, অম্লানবদনে বিখ্যাত দস্যু তান্তিয়ার ক্রোড়ে গিয়া বসিল। মলিনাকে ক্রোড়ে লইয়া তান্তিয়ার মনে কি এক স্বর্গীয়ভাবের উদয় হইল; মনে মনে বলিল, “ভগবান্ তোমার অপার মহিমা; যে তান্তিয়ার নাম শুনিয়া লোকে মূর্চ্ছা যায়, সেই তান্তিয়ার ক্রোড়ে এই বালিকা নির্ভয়ে বসিয়া রহিয়াছে।” মলিনাকে আদর করা শেষ হইলে আহারের জন্য উভয়ে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরদিবস সীতারামসিংহ, মলিনার ভাবী শ্বশ্রুকে বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। মলিনা জারজ নহে, তাহারও প্রমাণ দিলেন। মলিনা জারজ নহে প্রমাণ পাইয়া, মলিনার ভাবী শ্বশ্রু সেই দিনই বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। সীতারামসিংহ বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে বরযাত্রী সহিত বর আসিয়া উপস্থিত হইল। সীতারামসিংহ অমৃতসরবাসী স্বপক্ষীয় বিপক্ষীয় সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যা সম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইলে বরপক্ষীয় একজন সীতারামসিংহকে বলিলেন, “অজিতসিংহ দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পাত্রী অজিতসিংহের ঔরসজাত, তাহার প্রমাণ এই সভাক্ষেত্রে দেওয়া আবশ্যক।” সীতারামসিংহ তান্তিয়াকে অজিতসিংহের পত্র পাঠ করিতে বলিলেন; তান্তিয়া পত্র পাঠ করিলেন।

পত্র।

শ্রীশ্রীশিবশঙ্কর জীউ।

প্রিয়তমে দেবযানি!

আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ-চরণে আশ্রয় লইবার জন্য অমৃতসরে আগমন করি; কিন্তু তথায় স্থান পাইলাম না; পিতা আশ্রয় না দেওয়ায় প্রায় তিন বৎসর হইল নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট কষ্ট-ভোগ করার পর, অদ্য কয়েক দিবস হইল শিখসেনা-পতি সেরসিংহের অধীনে শিখসেনাদলে মিলিত হই-য়াছি। ইতিপূর্ব্বে পুনার ঠিকানায় তোমাকে কয়েক-খানা পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাই নাই। অদ্য যুদ্ধযাত্রার কিছু পূর্ব্বে পুনাস্থ এক বন্ধুর নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে, তুমি আমার জন্য অশেষ দুঃখভোগ করিয়া করাচীর রেসম ব্যব-সায়ী দাদাভাই সাহেবের সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছ। আমি আসিবার কালে তোমাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া আসিয়াছি, কি সন্তান হইয়াছে তাহাও অবগত নহি। পত্রে বন্ধুও তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। এক্ষণে তুমি করাচীতে আছ কি না জানি না, সুতরাং দাদাভাই সাহেবের শিরোনাম দিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিলাম। যদি জীবিত থাকি, তাহা

হইলে যুদ্ধাবসানে তোমাকে করাচি হইতে লইয়া আসিব।

চিলিয়ানবালা যুদ্ধক্ষেত্র। } প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
দশম-গণিত শিখসৈন্য শিবির। } শ্রীঅজিতসিংহ।

বিবাহসভায় অজিতসিংহের পিতা উপস্থিত ছিলেন, পত্র দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ, ইহা আমার পুত্রের হস্তাক্ষরই বটে।" পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, শুনিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। প্রবোধবাক্যে সকলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। বিজয়ী শিখসেনার দুই চারি জন সর্দ্দারও এই বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন যে, "অজিতসিংহ নামে এক যুবাপুরুষ যুদ্ধযাত্রার দিবস প্রাতে এই পত্রখানি লিখিতেছিল, অকস্মাৎ সেনাপতি আদেশ করিলেন, এখনি ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিতে হইবে। বোধ হয় সেই ব্যস্ততা-নিবন্ধন পত্র পাঠাইতে পারেন নাই।"

অপর একজন বলিলেন, "যখন আমাদিগের বিশহাজার সৈন্য ইংরাজসেনাপতি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সেনাপতি সেরসিংহ আক্রমিত সৈন্যের সংবাদ আনিবার জন্য অজিতসিংহকে প্রেরণ করেন। যাইবার কালে অজিতসিংহ প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি সংবাদ আনিতে না পারি, তবে মুখ দেখাইব না। সেই পর্য্যন্ত অজিত-সিংহ প্রত্যাগমন করেন নাই।

শেষ বিদায়।

তান্তিয়াতোপী সাক্ষ্য দিল যে, অজিতসিংহ মৃত্যুকালে তাঁহাকে এই পত্রখানি পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। আর দেবযানী তাঁহারই দাতব্যচিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

প্রমাণ পাইয়া বরকন্যা উভয়পক্ষেই কন্যা পাত্রস্থ করিতে অনুমতি দিলেন। সীতারামসিংহ, তান্তিয়াকে সম্প্রদান করিতে বলিলে, তান্তিয়া সর্ব্বসাধারণের অনুমতি লইয়া শুভলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিল। বিবাহান্তে সকলে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহারের পর সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; বরকন্যা বাসরঘরে গমন করিল।

পরদিবস প্রভাতে বিবাহের অবশিষ্ট মাঙ্গলিককার্য্য সমাধা করাইয়া সীতারামসিংহ বরকন্যা পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা বাড়িল; বরপক্ষীয়েরা বরকন্যা লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলেন। সীতারাম-সিংহ, বরকন্যাকে উপবেশন করাইয়া যৌতুক দিলেন। বলি-লেন, "আমার স্থাবর-অস্থাবর যত কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা আমি স্বইচ্ছায় তোমাদের উভয়কে যৌতুকস্বরূপ দান করিলাম। অদ্য হইতে এই সম্পত্তির মধ্যে আমার বলিবার কিছুই রহিল না।"

বিদায়কাল উপস্থিত হইল। বরকন্যা যানারোহণ জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। মলিনা, পাত্রপূর্ণ চাউল ও একটী রৌপ্যমুদ্রা হস্তে লইয়া ছল ছল নেত্রে প্রচলিত

সামাজিক নিয়মে "আমার ভরণপোষণের ঋণ শোধ করিলাম" বলিয়া সীতারামসিংহের বস্ত্রাঞ্চলে ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যানারোহণ করিল। আর সীতারাম সিংহ, "দেবযানী মা আমার, তুমি কোথায় চলিলে" বলিয়া প্রাঙ্গনে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

সেইদিনের গভীরনিশায় সীতারামসিংহ নিদ্রিত তান্তিয়াতোপীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস! জীবনের করণীয়কার্য্যে যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমাধা হইয়াছে। একটী কার্য্য অবশিষ্ট আছে, সেইটী সম্পন্ন করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি। মনে করিয়াছি, আর লোকালয়ে থাকিব না; যে কয় দিন দেহে প্রাণ আছে, হিমালয়ের নিভৃতকন্দরে বসিয়া যোগসাধনায় অতিবাহিত করিব। তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছ?"

তান্তিয়াতোপী যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, "যাইবার কোন আপত্তি নহে, তবে বহুপরিশ্রম করিয়া ইংরাজ-যুদ্ধ জয় করিলাম, এখন পর্য্যন্ত শান্তি স্থাপিত হয় নাই, তাহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইয়া যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম।"

সীতারামসিংহ তান্তিয়ার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন। বলিলেন, "বৎস! এখনও তোমার ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হয় নাই!"

সীতারামসিংহের প্রথম কথায় তান্তিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এবার একটু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "না

হইয়া থাকে, চলুন যাইতেছি। লোকালয় পরিত্যাগ করিলেই যদি ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হয়, তবে হউক।"

সীতারামসিংহ আবার মনে মনে হাস্য করিলেন। বলিলেন "ক্রোধরিপু সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহা দমন করা যাইতে পারে; তুমি তাহাও করিতে পার নাই।"

তান্তিয়া, সীতারামসিংহের পাদমূলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "গুরুদেব আপনি অন্তর্য্যামী; আপনার নিকট আত্মগোপন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। আমার অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করুন। আপনি যথায় যাইবেন ছায়ার ন্যায় আনন্দের সহিত আপনার পশ্চাদ্গামী হইব।"

সীতারামসিংহ, তান্তিয়ার হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, "বৎস! তোমায় অধিক কিছুই বলিতেছি না; কেবল এক সপ্তাহের জন্য আমার সঙ্গে চল, যা বলি সন্তুষ্টচিত্তে কর, যদি ভাল না লাগে সপ্তাহান্তে যাহা অভিরুচি হয় করিও।"

তান্তিয়া বলিল, "কবে যাইতে হইবে?"

সীতারাম সিংহ বলিলেন, "কবে নহে, এখনি।"

"চলুন যাইতেছি" বলিয়া তান্তিয়াতোপী একটা পুটুলী হস্তে লইয়া দাঁড়াইল।

সীতারাম সিংহ বলিলেন "হস্তে ওটা কি?"

তান্তিয়াতোপী বলিল, "কয়েকটা তৈজস আছে, প্রাণ অপেক্ষা এই কয়েকটা আমার অধিক প্রিয়।"

সীতারামসিংহ বলিলেন, "এইজন্যই বোধ হয় মায়া কাটাইতে পার নাই!"

তাস্তিয়া নিরুত্তরে রহিল। সীতারামসিংহ বলিলেন, "ভাল, তৈজস কয়েকটা আমাকে দান কর।"

"আপনার ধন আপনি লউন" বলিয়া তাস্তিয়া পুটুলিটা সীতারামসিংহের হস্তে দিল।

সীতারামসিংহ পুটুলি খুলিয়া দেখিলেন, সেই স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত শামাদান, সেই হীরকমণ্ডিত তাম্বূলাধার, সেই রৌপ্যবাসন, তাস্তিয়া সেই শতছিদ্র কম্বলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া সীতারাম, তাস্তিয়াকে বলিলেন, "এ গুলি কি তোমার কোন কার্য্যে আইসে নাই?"

তাস্তিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "এ গুলি যে কার্য্য করিয়াছে, আপনার ন্যায় সন্ন্যাসীর সহিত সন্ন্যাসী হইয়া সহস্র বৎসর নিভৃতে যোগসাধনা করিলেও তাহার শতাংশের একাংশ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।"

সীতারামসিংহ, তাস্তিয়ার কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দান করিয়া প্রতিগ্রহণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; এ গুলি আমিই তোমাকে দান করিয়াছি, প্রতিগ্রহণ করিব না, তোমার ধন তুমিই লও"। সীতারামসিংহ তাস্তিয়াকে পুটুলি প্রত্যর্পণ করিলেন।

তাস্তিয়া বলিল, "চলুন, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।" সীতারামসিংহ কোন উত্তর না দিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিলেন।

স্নেহাস্পদ

শ্রীযুক্ত ধনপৎ সিংহ।

সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আমার ত্যজ্যসম্পত্তির তুমি এবং মলিনা অধিকারী। যদি ইচ্ছা হয় এবং আবশ্যক বোধ কর, তবে আমার এই সকল পুরাতন ভৃত্যবর্গকে স্ব স্ব পদে রাখিও; মলিনাকে সুবর্ণের চক্ষে দেখিও, আর এই বৃদ্ধকে একেবারে বিস্মৃত হইও না।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীসীতারাম সিংহ।

পত্র সমাপনান্তে মোড়ক করিয়া সীতারামসিংহ তান্তিয়াকে বলিলেন "চল"।

তান্তিয়া, সীতারামসিংহের পশ্চাদগামী হইল। গভীর নিশায় ভৃত্যবর্গ সকলেই নিদ্রিত, সীতারামসিংহ চলিলেন কেহই তাহা জানিতে পারিল না। ফটকে প্রহরী পাহারা দিতেছিল, সীতারামসিংহ তাহাকে মোড়ক করা পত্রখানি দিয়া বলিলেন, "ধনপৎ আসিলে এই খানি দিও।"

প্রহরী [illegible] করিয়া পত্র লইল। সীতারাম সিংহ তান্তিয়াকে সঙ্গে করিয়া বাটীর বাহির হইয়া রাজপথে দাঁড়াইলেন। সেই স্থান হইতে অট্টালিকার দিকে সম্মুখ করিয়া কাহাকে প্রণাম করিলেন। তান্তিয়া বলিল, "চলুন।"

সীতারামসিংহ উত্তর দিলেন, "দাঁড়াও তান্তিয়া দাঁড়াও; একবার জন্মের মত জন্মভূমি দেখিয়া লই।"

সীতারামসিংহের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তান্তিয়া বিষম গোলে পড়িল। তান্তিয়ার নিশ্চয় ধারণা হইল, সীতারাম সিংহ কাঁদিতেছেন। বলিল, “জন্মভূমি ত্যাগ করিতে যদি কষ্ট হয়, তবে ত্যাগ করিবার আবশ্যক কি?”

সীতারামসিংহ প্রকৃতই রোদন করিতেছিলেন; চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, “আবশ্যক আছে বলিয়াই যাইতেছি। কি আবশ্যক তাহা সপ্তাহান্তে তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে। তবে তোমাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি; ইংরাজযুদ্ধ জয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু জয় স্থায়ী হইবে না। যদিও কোন সুযোগে দুই চারি দিন স্থায়ী হয়, কিন্তু তুমি বর্ত্তমানে তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে ইংরাজকবলিত হইবে। এসম্বন্ধে এক্ষণে আর আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।”

তান্তিয়ার হস্ত ধরিয়া সীতারামসিংহ চলিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, সীতারাম সিংহ ফিরিয়া ফিরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; অদৃশ্য হইলে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।